প্রথম সংস্করণ—

শুক্লাষ্টমী—৩রা চৈত্র, ১৩৬৫

মুদ্রাকর—শ্রীরঙ্গলাল দত্ত,
নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস,
৬, ডাফ্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

—উৎসর্গ—

ক্ষমা, প্রেম ও করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ,

সদাশিব-সম-প্রভঃ, সৌম্য শান্ত,

মদীয় শ্রীগুরু

শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের

শুভ-জন্মতিথিতে

তদীয় পরম গুরুর

এই শুভ্র পুণ্য জীবন-আলেখ্যখানি

তদীয় অর্ঘ্যরূপে

উৎসর্গীকৃত হইল।

নাট্যকার

—শুক্লাষ্টমী—

৩রা চৈত্র ১৩৬৫

প্রকাশকের নিবেদন

কিছুদিন যাবৎ অবতার ও মহাপুরুষের জীবনী অবলম্বন করে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনীত হ'তে দেখা যাচ্ছে। সবাক্ চিত্রেও এই প্রচেষ্টা চল্‌ছে। প্রচেষ্টা সৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে—

(ক) মূল জীবনীর সহিত সঙ্গতির অভাব,

(খ) শাস্ত্রার্থের বিকৃতি,

(গ) ঐ সকল পূত জীবন-বেদের মনোমুখী ব্যাখ্যা,

(ঘ) ঘটনাবলীর অপ-স্থাপন (misplacement of facts),

(ঙ) তৎ তৎ সম্প্রদায় বিরুদ্ধ চমক্ দিবার প্রয়াস,

(চ) তৎ তৎ জীবনীর মূলসূত্র রূপায়ণের অভাব, ইত্যাদি। এর ফলে বহু ভক্তের মনঃপীড়া, সাধন-প্রয়াসীর চিত্ত-বিভ্রম ও প্রকৃত সাধকগণের বিরক্তি উৎপাদন হচ্ছে।

ছবির পর্দায় ও রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে সাধারণ দর্শক ও শ্রোতার চিত্তে কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে একটা চমক্ লাগাবার চেষ্টা, মহৎ জীবন-প্রসঙ্গে অত্যন্ত অশোভন—অনিষ্টকর।

অনেকে হয়তো বল্‌তে পারেন যে "ভগবান্ বিজয়কৃষ্ণ" নাটকেও তো বহু চমকপ্রদ ঘটনা সন্নিবেশ করা হয়েছে? এগুলি কি চমক্ দিবার চেষ্টা নয়? বর্ত্তমান যুগের উন্নত নাট্য-সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ প্রচেষ্টার মূল্য কতটুকু, বা কতটুকু তা শোভনীয়? এর উত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে, ভগবান্ বিজয়কৃষ্ণের দিব্য-জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনাই বিস্ময়কর। নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত নয়। অতএব এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে না।

সকল অনিষ্টের মূল, অনধিকারচর্চ্চা। আলোচ্য প্রসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এই মূল কারণটী স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিচ্ছে। অধিকার অর্জ্জন কর্‌বার আগ্রহ নেই। কিন্তু চর্চ্চা করার উৎসাহ আছে। এ কি ব্যাধি দেখা দিল এ দেশে!

শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীমন্ নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈত, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সাধক বামাক্ষেপা প্রভৃতির দিব্য-জীবনী অবলম্বনে নাটক রচনা ও তার অভিনয়ও হয়ে গেল, সবাক্ চিত্রও প্রদর্শিত হ'ল। কিন্তু আমরা জানি, এই সবের রচয়িতা, উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণ প্রায় ক্ষেত্রেই 'নিত্যানন্দ আশ্রম,' 'মিশন', 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী', 'বামাক্ষেপা সঙ্ঘ', 'তারাক্ষেপা আশ্রম' প্রভৃতির উপদেশ বা সাহায্য গ্রহণ করবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। হয় তো এ সকল আশ্রম বা সঙ্ঘের অস্তিত্বের সংবাদও এঁরা রাখেন না!

সত্য কথা বল্‌তে কি, ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের পর মহৎ জীবনের মূলসূত্র ও মর্য্যাদা রক্ষা করে নাটক রচনা ক্বচিৎ হয়েছে। অথচ মহাপুরুষ ও অবতার সমূহের পূত জীবনী অবলম্বনে যথাযথভাবে নাটক রচিত হ'লে, বা সবাক্ চিত্রে তা সঠিকভাবে প্রদর্শিত হ'লে,

দেশের, দশের, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণই সাধিত হয়। পূর্ব্বে যাত্রাগান, কথকতা প্রভৃতির সার্থকতা কতখানি ছিল, তা আমাদের অনুধাবন করে দেখা উচিৎ।

বর্ত্তমান যুগের সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর (জটিয়া বাবার) ঘটনাবহুল পূতজীবনী অবলম্বন করে বহু নাটক রচিত হতে পারে, বহু সবাক্ চিত্রও প্রদর্শিত হ'তে পারে। এতে মানব-সমাজের কল্যাণ ও ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি, দুই অবশ্যম্ভাবী। অথচ আশ্চর্য্য, এঁর জীবনী নিয়ে এরূপ প্রচেষ্টা আজ পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

বিশ্বনাথ বাবু এই সর্ব্বপ্রথম ভগবান্ বিজয়কৃষ্ণের জীবন-আখ্যানকে নাট্যরূপ দান করলেন। ইনি একজন প্রথিতযশা, চিন্তাশীল সাহিত্যিক ও দার্শনিক। ইঁহার রচিত অমূল্য গ্রন্থগুলি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছে। ইনি অতীতে "হিন্দুস্থান" ও অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এঁর বহুমুখী প্রতিভাকে সম্মানিত করবার জন্য দেশের মনীষিবৃন্দ ও বিভিন্ন চতুষ্পাঠী এঁকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অপিচ, ইনি একজন প্রবীণ আইনজীবী, হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট। তা'ছাড়া অন্যান্য কারণেও বিশ্বনাথ বাবুর এই নাটকখানি রচনা করবার বিশেষ অধিকার আছে বলে আমরা মনে করি। এ তাঁর অনধিকার চর্চ্চা নয়। তাই পূর্ব্বোক্ত ত্রুটীগুলিও এই নাটকে দেখা যায় বলে মনে হয় না।

তাঁর এই প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের, বিশেষভাবে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের একটি খুব বড় অভাব পূরণ হ'ল, স্বীকার করতে হবে। তাঁর এই মহতী প্রচেষ্টা মানব-সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধন করবে, এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা নাটকখানি প্রকাশ করতে অগ্রণী হয়েছি।

অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ পরমহংস মহারাজও এই নাটকখানি প্রকাশ করতে আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রেরিত করেছেন।

আমাদের বিশ্বাস, এই নাটকখানি আপামর সাধারণের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করবে। আমাদের আশা, নাটকখানি বহুল প্রচারও লাভ করবে। এই বিশ্বাস ও এই আশার সার্থকতায় আমাদের চেষ্টা ও অর্থব্যয়ও সার্থক্ জ্ঞান করবো।

প্রকাশক
শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘ।

উপক্রমণিকা

দ্রুত পট পরিবর্ত্তন হচ্ছে আর সেই পরিবর্ত্তিত পটভূমিকায় বারে বারে জেগে উঠ্‌ছে নূতন নূতন মানুষের দল তাদের নূতন নূতন চিন্তার ধারা নিয়ে। পৃথিবীর আদিম যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত এই ক্রম-পরিবর্ত্তনের দ্রুত তালে বারে বারে কিন্তু একই প্রশ্ন মানুষের কণ্ঠে শব্দিত হয়ে আস্‌ছে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? কোন্ সে দেবতা, যার পায়ে হবি দান করবো? যার পায়ে আমাকে লুটিয়ে দিয়ে, আত্মাহুতি দিয়ে সার্থক করে যাব আমার জীবনকে? কোন্ সে দেবতা?

সৃষ্টির আদি যুগ থেকে চলে আস্‌ছে সেই দেবতারই সন্ধান বহু বিচিত্র পথে, বহু বিচিত্র ধারায়, বহু বিচিত্র সাধনায়। সত্য যুগে জ্বলে উঠেছে যজ্ঞাগ্নির পূত শিখা, ঋত্বিকের পূর্ণাহুতি তাকে উজ্জ্বল মহিমায় করে তুলেছে মহিমামণ্ডিত। সামস্তোত্রে অভিনন্দিত হয়েছে তার যজ্ঞবেদী, সেই পুণ্যানুষ্ঠান। সত্যযুগের সেই যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত হতে না হতে; উদ্গাতার কণ্ঠ নীরব হতে না হতে মানুষের ধ্যানলোকে নেমে এল সেই দেবতা, যার মূর্ত্তবিগ্রহ প্রকাশ হ'ল ত্রেতায়। মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা রূপায়িত হ'য়ে উঠ্‌লো উপাসনার ক্রমপর্য্যায়ে। দ্বাপরে এরই পুনরাবৃত্তি মাধুর্য্যের ধারায়। কলিযুগে চলেছে তারই উপসংহার বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পর্য্যায়ে।

যতটুকু সামর্থ্য, ততটুকু সাধনা। যতটুকু সাধনা, ততটুকুই প্রকাশ। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামর্থ্যের ও চেষ্টারও তারতম্য ঘটে আস্‌ছে সব দিক দিয়ে। কি পরমায়ুঃ কি স্বাস্থ্য,

কি দৈহিক কি মানসিক, কি আদর্শ কি প্রেরণা, সব দিক দিয়েই ক্রম-খর্ব্বতা ও ক্রম-হ্রাসের বেদনা দ্রুততালে মানুষকে দুলিয়ে নিয়ে চলেছে।

তবে কি এই দ্রুত গতিবেগের মুখে, এই দ্রুত পরিবর্ত্তনের স্তরে স্তরে শেষ হয়ে আস্‌ছে মানুষের সন্ধান, স্তব্ধ হয়ে আস্‌ছে মানুষের সেই অনন্ত জিজ্ঞাসা? ব্যর্থ হয়ে আস্‌ছে তার যুগ যুগান্তের সাধনা?

খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। তাই প্রসঙ্গটিকে একটু ঘুরিয়ে দেখ্‌তে হয়।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই হ'ল বেদের চিরন্তন শাশ্বত বাণী। বর্দ্ধিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডেও তিনি সর্ব্বং খল্বিদম্। ক্ষয়িষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডেও তিনি সর্ব্বং খল্বিদম্। তা'হলে এই ক্ষয় ও বৃদ্ধির তাৎপর্য্য কি? এর তাৎপর্য্য—তাঁর আত্মপ্রকাশে ও আত্মসঙ্কোচনে, আত্ম-সঙ্গোপনে। ব্যক্ত ও অব্যক্তের ধারা বা ক্রম-পর্য্যায়ে। স্ব-ইচ্ছায় কখনও তিনি হচ্ছেন প্রকট, কখনও অপ্রকট। যুগে যুগে এরই খেলা চলেছে বিচিত্র সুরে ও বিচিত্র বর্ণে। অতএব তাঁর যখন ইচ্ছা হ'ল আপনাকে জানবার, আপনাকে আস্বাদন করবার, তখনই আরম্ভ হ'ল একদিকে মানুষের সন্ধান ও সাধনা, আর অন্যদিকে তাঁর আত্মপ্রকাশের ক্রম। আত্মানং বিদ্ধি—এ হ'ল গভীরতম সাধনার কথা। যুগে যুগে প্রকাশ হয়েছে এই সাধনারই ধারা—বিভিন্ন পর্য্যায়ে, বিভিন্ন ধারায়; বিভিন্ন লীলারসে পুষ্ট হয়েছে তার দ্রুত পরিবর্ত্তিত অধ্যায়গুলি। তাঁর আত্মপ্রসারণের মধ্যেও যে ক্রম, যে লীলাতত্ত্ব—আত্মসঙ্কোচনের মধ্যেও সেই ক্রম, সেই লীলাতত্ত্ব। অণুর মধ্যেও যে মহৎ, মহতের মধ্যেও সেই অণুর ইতিকথা। কিন্তু এই বিস্ময়কর রহস্য উপলব্ধি হয় কখন?

যখন ক্রমবিবর্ত্তনের দ্রুত পট-পরিবর্ত্তনের পটভূমিকাগুলিকে আমরা ঠিক পর্য্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেখ্‌তে পারি, যখন সেগুলিকে ঠিক ঠিক অনুসরণ করতে পারি, ঠিক তখন।

এই দেখাই দেখা। এই দেখা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বলেছেন—বাহবা কি বাহবা !

আর যাঁরা এই দেখা দেখ্‌তে পারেন নি, তাঁরা শুধু দল বেঁধে এসেছেন তাঁদের একদেশ-দর্শিতাকে সমর্থন করবার জন্যে।

ভগবান বিজয়কৃষ্ণের জীবনটীকেও দেখ্‌তে হবে ওই দেখার মত দেখা নিয়ে। তাঁর জীবনটীকে ওই দেখার মত দেখ্‌তে পারলে মুখ থেকে শুধু ওই কথাটিই উচ্চারিত হবে—বাহবা কি বাহবা !

মহাপুরুষ, মহাত্মা বা অবতারের পূত জীবনী একটা উচ্ছ্বাসের সামগ্রী নয়। একটা সাহিত্যিক রস-সৃষ্টির বিষয়বস্তুও নয়। এ এমন একটী জিনিষ, যার রস বা আস্বাদন, যার সুর বা ব্যঞ্জনা যার রহস্য বা তত্ত্ব, কোনও কিছুই সাহিত্যিকের মানদণ্ডের বিষয়-বস্তু নয়। অর্থাৎ এর সব কিছুই অচিন্ত্য, অভাবনীয় ও অভিনব রসপুষ্ট।

এসব জীবনের ঘটনাগুলি দেখ্‌তে হয় শ্রদ্ধার চক্ষে, বিনয়াবনত চিত্তে। এমনটী না হলে ভাল হ'ত, বা এমনটী কেন হ'ল, এসব প্রশ্ন এঁদের জীবন-গীতায় সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। এঁদের জীবন-আলেখ্য সম্মুখে রেখে শুধু একটী কথাই প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হতে পারে। যুগ যুগান্তের দ্রুত পরিবর্ত্তিত পটভূমিকায় এঁর স্থান কোথায় বা কেন? এই একটী মাত্র কথা। যার পর্য্যালোচনায় আমাদের লাভ আছে। লোকসান নেই।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনই কিছুই এলোমেলো ভাবে নেই। এর প্রত্যেক বস্তুটী যথাস্থানেই প্রকাশ, এর প্রত্যেক ঘটনাটি পারম্পর্য্য-সূত্রে বাঁধা। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"—এই হ'ল ভগবৎ বাক্য। এ যেন সূতায় বাঁধা মণিহার! স্থান, কাল, পাত্র, ঘটনা, সবেতেই এই কথা প্রযোজ্য। এইজন্য দ্বাপরের পর সত্যযুগের আবির্ভাব সম্ভব হয় না, ত্রেতার পূর্ব্বে কলিযুগেরও পরিসমাপ্তি ঘটে না। এইজন্য বীজ থেকে বৃক্ষের প্রকাশ, কারণ থেকে কার্য্যের উদ্ভব। কোনও কিছু এলোমেলো নয়। বড় নিখুঁতভাবে সাজানো এই চরাচর বিশ্ব, এই চরাচর বিশ্বের উপাদানসমূহ, এই চরাচর বিশ্বের ঘটনানিচয়। এ রাজ্যে প্রভাতে পূরবী গীত হয় না, সন্ধ্যায় ভৈরবী ঝঙ্কৃত হয় না। এ রাজ্যে যেখানে যেটী যেরূপে মানায়, যার পর যেটীর প্রয়োজন, তা চুলচেরা হিসাবে, নিক্তির ওজনে প্রয়োগ ও বিন্যাস করা হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। জীমূতবাহনের পূর্ব্বে বেদব্যাসের প্রয়োজন ছিল, তাই জীমূতবাহনের পরবর্ত্তী কালে বেদব্যাসের আবির্ভাব হয় নি; বেদব্যাসের পূর্ব্বে শুকদেব আসেন নি। গার্গী ও মৈত্রেয়ীর পূর্ব্বে সীতা, বা সীতার পূর্ব্বে বেহুলা আস্‌তে পারেন নি। সবই সূত্রে "মণিগণা ইব" প্রোত হয়েছে, সবই প্রয়োজনের পারম্পর্য্য রক্ষা করে ঘটেছে ও ঘট্‌ছে। ঘট্‌ছে ও ঘট্‌বে। প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সুষমা এমনভাবে মিলিয়ে মিলিয়ে দ্রুত পটপরিবর্ত্তন শুধু বিশ্বস্রষ্টার রচনাতেই সম্ভব। তাই এসব ক্ষেত্রে কোনও প্রশ্নের অবকাশ নেই, আছে শুধু উপলব্ধির প্রসাদ।

যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরমায়ুঃ ও সামর্থ্য হ্রাস হয়ে এল। কিন্তু তা'তে কি? জীবনের সাধনা হয়ে এল তার

সহজতর ও সংক্ষিপ্ত। ত্যাগের কঠোর তপস্যা মহিমান্বিত হয়ে উঠ্‌লো সহজ গ্রহণের প্রসন্নতায়। বৈরাগ্যের গেরুয়া সার্থক হয়ে উঠ্‌লো কস্তুরী তিলকে, স্বর্ণ কঙ্কনে, প্রেমের পরশমণি স্পর্শে, তার মাল্য চন্দনে। এই সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত সাধনায় মানুষকে পূর্ণ করে তোলবার অঙ্গীকার যিনি করেছেন, তিনিই যুগে যুগে সম্ভব হয়ে আস্‌ছেন বিভিন্নরূপে বিভিন্ন বাণী নিয়ে যুগের পারম্পর্য্য ও প্রয়োজন রক্ষা করে। রাবণ-বধের উপলক্ষ্য নিয়ে তিনি হ'য়ে এলেন শ্রীরামচন্দ্র, কৌরব-নিধনকল্পে তিনি এসে দাঁড়ালেন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জ্জুনের রথে পার্থসারথীরূপে, বৃষভানু-নন্দিনীকে নন্দিতা করবার সঙ্কল্প নিয়ে ও গাপীকুল-চরিতার্থকল্পে তিনি বৃন্দাবনে এসে দাঁড়ালেন রাসকেন্দ্রে ত্রিভঙ্গিম-ঠামে। অথচ আবার তিনি যে তিনিই, অর্থাৎ অরূপ, অদ্বয়, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ তা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দেখা দিলেন আচার্য্য শঙ্কর রূপে। শুষ্ক, কঠোর, পিপাসার্ত্ত সংসারে অহিংসার শান্তিবারি সিঞ্চন করতে তিনিই এসে বসলেন বোধিদ্রুমমূলে তথাগত বুদ্ধ-স্বরূপে। এই পারম্পর্য্যের তত্ত্ব অনুধাবন ও উপলব্ধি করাই শুধু মানুষের চরম ও পরম কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে এইটুকুই বল্‌লেন যে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি ঘটে ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধুর পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকে বিনাশ করবার নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। (গীতা ৪/৭—৮)

শ্রীভগবান তাঁর এই প্রতিজ্ঞা বাক্যে কোন ধর্ম্মকে লক্ষ্য করলেন, তা অনুধাবন করে দেখতে হয়। ধর্ম্ম বল্‌তে তো অনেক কিছুই বোঝায়। যেমন, জাতিধর্ম্ম, সমাজ ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম ইত্যাদি। ব্যক্তিগত ধর্ম্মকে আবার মনুঋষি দু'ভাগ করলেন। যেমন, প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম ও অঙ্গাঙ্গী

ধর্ম্ম। দেখা যায়, এই সকল ধর্ম্ম অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর-বিরোধী। হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। খ্রীষ্টীয় সমাজের ধর্ম্ম য়ুহুদী সমাজের ধর্ম্ম থেকে বহুলাংশে পৃথক্ ভাবাপন্ন ও পৃথক্ অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ। আবার সত্যযুগের যা ধর্ম্ম, ত্রেতায় তা পালনীয় ধর্ম্ম নয়। ত্রেতার ধর্ম্ম দ্বাপরের ধর্ম্ম থেকে পৃথক। এদিকে দ্বাপরের ধর্ম্ম ও কলিযুগের ধর্ম্ম, এ দুয়ের মধ্যেও বহু পার্থক্য বিদ্যমান্। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম আলোচনা করলেও দেখা যায়, যা তোমার ধর্ম্ম, তা আমার ধর্ম্ম নয়। মহাভারতে দেখি, দুর্য্যোধন যা করেছেন, তা তাঁর ক্ষাত্র-ধর্ম্ম। কিন্তু দুর্য্যোধনের ক্ষাত্রধর্ম্মের সঙ্গে অর্জ্জুনাদির ক্ষাত্রধর্ম্মের সংঘর্ষ ঘট্‌লো। আপোস্ সম্ভব হ'ল না। রামায়ণে রাবণ যা করেছেন, তা তাঁর রাজধর্ম্ম। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম্মের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌লো। ফলে রাবণকে বিনষ্ট হ'তে হ'ল। এইভাবে পর্য্যালোচনা করতে বস্‌লে দেখি, তান্ত্রিকের যা ধর্ম্ম, বৈষ্ণবের তা অধর্ম্ম। বৈষ্ণবের যা ধর্ম্ম, শৈবের তা পালনীয় নয়। আউল বাউলের যা ধর্ম্ম, সৌর বা গাণপত্যের কাছে তা নিন্দনীয়। যোগীর যা ধর্ম্ম, জ্ঞানীর তা ধর্ম্ম নয়। জ্ঞানীর যা ধর্ম্ম, ভক্তের তা অনুসরণ করবার আদৌ আবশ্যকতা নেই।

তবে শ্রীভগবান কোন্ ধর্ম্মের গ্লানির কথা বল্‌লেন? কোন অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত করলেন? কোন্ ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্যে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'বার অঙ্গীকার করলেন, এতো বিশেষ চিন্তার বা গবেষণার কথা হয়ে পড়ে!

মনু ঋষি প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন, তাকেই যদি ধর্ম্ম বলি, তা'হলে একটা মোটামুটি সমাধান হয় বটে, কিন্তু চুলচেরা হিসাবে তাও যে ঠিক মেলে না, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

যেমন শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বালিবধের ব্যাপার। বালিরাজের অন্তিম-কালের অভিযোগগুলি ঐ প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের সংজ্ঞা অনুসারে ব্যাখ্যা করলে শ্রীরামচন্দ্রকে রীতিমত ফাঁপরে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে তাঁর কার্য্যকে ঠিক যুক্তিসহ করে তোলা যায় না। প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের সঙ্গে সামাজিক বা ব্যক্তিগত ধর্ম্মের সংঘাত ঘট্‌লেই এমন বৈষম্য পদে পদেই দেখা দেবে। তা'হলে এই সব বৈষম্য বা বৈপরিত্য কোন্ সূত্র দ্বারা সর্ব্বজন-গ্রাহ্য একটিমাত্র মীমাংসায় এনে সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব?

একমাত্র পারম্পর্য্য-সূত্রের দ্বারাই তা সম্ভব। যে সূত্রে "মণি গণা ইব" সবই প্রোত হয়ে আছে, যে সূত্রে মণিহারটী গাঁথা হয়ে আছে বা গাঁথা হয়ে আস্‌ছে, সেই সূত্রটি আবিষ্কার করতে পারলেই সব কিছু সমাধান হয়ে যায়।

সেই সূত্রটী আবিষ্কার করতে পারলে ক্রমবিবর্ত্তনবাদ স্বতঃসিদ্ধ সত্যে রূপায়িত হয়ে উঠ্‌বে, সম্বন্ধবাদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমূহ বৈষম্য দূর করে তার গতিবেগ নির্ণয় করবে। এমন কি আমাদের বহুশ্রুত দশাবতার স্তোত্রটীও মূর্ত্ত সত্য হয়ে প্রকাশ পাবে। এই পারম্পর্য্য-সূত্রটি আবিষ্কার করতে পারলে দেখা যাবে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবের পর বুদ্ধাবতারই সম্ভব, তথাগতের পর আচার্য্য শঙ্করের অবতরণই স্বাভাবিক, আচার্য্য শঙ্করের পর আচার্য্য অদ্বৈতেরই প্রয়োজন, আচার্য্য অদ্বৈতের উদাত্ত আগমনী-রাগে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব না হয়ে পারে না, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় চারিশতাধিক বৎসরের পর পরমহংস রামকৃষ্ণের আগমন এক অনিবার্য্য ঘটনা এবং পরমহংস রামকৃষ্ণের পর ভগবান বিজয়কৃষ্ণের অবতরণ সর্ব্বকারণে ও সর্ব্ব প্রয়োজনেই স্বাভাবিক।

রোগীর ব্যাধি যতই জটীল থেকে জটীলতর হয়ে উঠবে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র বা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ও ততই পরিবর্ত্তিত হ'তে

থাকবে। শুধু কি তাই? প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের পরিবর্ত্তনও যেমন আবশ্যক হয়ে পড়ে, চিকিৎসকের পরিবর্ত্তনও তেমনি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। রোগ যত কঠিন, চিকিৎসকও তেমন সামর্থ্যবান্‌ ও বহুদর্শী হওয়া চাই। আবার রোগেরও যেমন রকমফের আছে, চিকিৎসকেরও তেমনি শ্রেণীভেদ আছে। চক্ষুরোগের বিশেষজ্ঞের কাছে কোনও রোগী তার বধিরতার চিকিৎসার জন্য শরণাপন্ন হয় না। মানসিক ব্যাধি বা উন্মাদরোগের জন্য কোনও রোগী চর্ম্মরোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট যায় না। আর যেখানে মানুষের মহাব্যাধির প্রশ্ন? যেখানে মানুষ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ব্যাধিতে জর্জ্জরিত? সেখানে, যিনি সর্ব্বচিকিৎসকের সর্ব্বচিকিৎসক, তাঁর কি ব্যবস্থাপত্রে কোনও ত্রুটী, কোনও বিপরীত বিধান বা কোনও ভগ্ন-ক্রম নিদান আদৌ থাকতে পারে?

যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শক্তি, সামর্থ্য, পরমায়ুঃ যেমন একদিকে দ্রুত হ্রাসের পথে ছুটে চলেছে, তার ঐ ত্রিতাপ-সঞ্চারী ব্যাধিও তেমনি জটিলতর দুরারোগ্য হয়ে উঠ্‌ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরম চিকিৎসকের চিকিৎসা-পদ্ধতির ও প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ও যেমন একদিকে দ্রুত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে, তেমনি যুগে যুগে স্বকীয় সঙ্কল্প অনুসারে তাঁকেও সম্ভব হতে হচ্ছে মহৎ থেকে মহত্তর চিকিৎসকরূপে। ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবকে তো শান্ত করতে হবে, নিরাময় করতে হবে, তাকে, স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ণ করে তুল্‌তে হবে, পরমপদ দান করতে হবে!

তাই দেখা যায়, সহস্র সহস্র বৎসরের কৃচ্ছ্রতা সাধনের দ্বারা, যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা, কঠোর বৈরাগ্য, তীব্র ত্যাগ ও নিদারুণ তপস্যার দ্বারা যে সিদ্ধি-লাভ সম্ভব হ'ত না, যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে

ব্যবস্থাপত্র এমন পরিবর্ত্তিত হয়ে এল, এমন সব চিকিৎসক একের পর এক আবির্ভূত হ'তে লাগলেন যে, "জপাৎ সিদ্ধি"ও অজপায় লভ্য হ'ল। বহু আয়াস-সাধ্য ও সাধন-সাপেক্ষ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানও মাত্র নাম-যজ্ঞেই সার্থক্ হয়ে উঠ্‌লো! মাত্র নাম-কীর্ত্তনেই নামী এসে ধরা দিলেন!

ভগবান বিজয়কৃষ্ণ বল্‌লেন, তাও পারবিনে? বহুৎ আচ্ছা! তোরাই যদি পারবি, তবে আমি এসেছি কেন? তোরা রাজার ছেলে। খাবি দাবি, আনন্দ করবি। আমার গর্ভস্থ সন্তান তোরা। আমি আছি তোদের আর ভাবনা কি?

কিন্তু ভগবান বিজয়কৃষ্ণের দু'দিন পূর্ব্বেই আবার তিনিই অন্য রূপে এসে আমাদের সব ভরসা দিয়েও চম্‌কে উঠ্‌লেন্—ও নরেন, এর যে বিয়ে হয়ে গেছে!

নরেন তাঁর শয্যাতলে টাকা রেখে পরীক্ষা করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অর্থ স্পর্শে তাঁর অঙ্গ হয়ে যায় সঙ্কুচিত, বিকৃত।

টাকা মাটি, মাটি টাকা, এই হ'ল তাঁর প্রেস্‌ক্রিপসন্! কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ—এই হ'ল তাঁর ব্যবস্থাপত্র! তাই কামিনীকে তিনি কামিনীর আসনে রাখ্‌তে পারলেন না তাঁর চিকিৎসায়। বসাতে হ'ল তাঁকে মাতৃকার-আসনে। পত্নীকে তিনি পত্নীর আসনে রাখ্‌তে পারলেন না, মা সারদাকে বসিয়ে রাখতে হ'ল ষোড়শীর আসনে। মহাশক্তি-স্বরূপিনী যখন দাবী করলেন মাতৃত্বের, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে হ'ল—এর পরে এত ছেলে তোমায় "মা" বলে ডাকবে যে তোমার কান ঝালাপালা হবে গো!

দ্রুত পট-পরিবর্ত্তন চলেছে, দ্রুত ব্যবস্থাপত্রও পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে, যুগের প্রয়োজন অনুসারে, মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্যে ও দাবীতে।

সে যা, তা'কে তাই রেখেই এখন দিতে হ'বে তা'কে অমৃতের আস্বাদ—অমৃতত্ব !

তাই দু'দিনের হেরফেরেই, যুগের দ্রুত গতি-বেগের তালে তাল রেখে—এসে দাঁড়ালেন ভগবান বিজয়কৃষ্ণ ! বিবাহিতা পত্নীর স্বামী হয়ে, পুত্রকন্যার পিতা হয়ে। যেমন তুমি, আমি, সকলে।

আর তোমাতে আমাতে ভগবান বিজয়কৃষ্ণতে রইল না কোনও ব্যবধান। তিনি আমাদেরই একজন, আমাদেরই মত একজন। কোথায় ভেদ, কোথায় পার্থক্য, কোথায় উচ্চ নীচের সংজ্ঞা। মুটের পায়ের তলায় মাথা রেখে, তিনি দেখালেন, তাঁর নীচে যাবার মানুষের আর কোনও পথ নেই। তোমার আমার মত একটু চা-পান করতে হবে! গঞ্জিকা সেবীর নেশার সময় উপস্থিত হ'লে তাকে একটু গঞ্জিকাও এগিয়ে দিতে হ'বে।

তাঁর জীবন-বেদ মুখরিত হয়ে উঠ্‌লো—এতেই হবে। তুমি যা আছ, তাই নিয়েই চল্‌বে। ভাবনা কি ?

এই পাঞ্চভৌতিক দেহের চাহিদা মিটিয়েই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে গঠিত সূক্ষ্মদেহের চিকিৎসা চল্‌বে নির্ব্বিবাদে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা আছে, যা যেমনভাবে আছে, তা সেইখানেই সেইভাবে রেখেই ভগবান বিজয়কৃষ্ণ বলে উঠ্‌লেন—সব ঠিক্, সব ঠিক্। সব সত্য।

কা'কেও ফেল্‌তে হবে না, কা'কেও সরাতে হ'বে না, কা'কেও ভাঙ্গতে হ'বে না। অথচ সব ঠিক্ ঠিক্ হ'বে।

সেই হওয়ার সার্থকতা দান করতে বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব !

পট দ্রুত পরিবর্ত্তন হচ্ছে। যুগের ক্রম-বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব আপনা হ'তেই পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে। ব্যাধির পরিবর্ত্তনের

সঙ্গে চিকিৎকেরও পরিবর্ত্তন, চিকিৎসারও পরিবর্ত্তন। এ হতাশার কথা নয়। খুব বড় ভরসার কথা।

তাই দু'দিনের অগ্রপশ্চাৎ মাত্র! তবু ব্যবস্থাপত্রের এতখানি পরিবর্ত্তন ঘটে গেল!

ইংরাজীতে ভগবান বিজয়কৃষ্ণের বাণীকে Latest অর্থাৎ আধুনিকতম বাণী বল্‌তে হ'বে।

আজকের পৃথিবীতে যা কিছু Latest তা'তেই পড়ে যাচ্ছে একটা Miracle এর ছাপ। এইটাই খুব স্বাভাবিক। সবাক্ চলচ্চিত্র, রেডিও (Radio), টেলিভিসন (Television), আণবিক বোমা (Atom Bomb), হাইড্রোজেন বোমা (Hydrogen Bomb), রুষীয় স্পুট্‌নিক্ (Sputnik) দু'চারশো বৎসরের পূর্ব্বের দৃষ্টিতে এ সবেতেই একটা Miracle দেখা দিয়েছে।

ভগবান বিজয়কৃষ্ণের বাণীও যেমন Latest, তাঁর প্রকট-লীলাটীকেও তেমনি Latest বলা ছাড়া উপায় নেই। আর ঠিক সেই কারণেই তাঁর দিব্য-জীবনটীকে একটী অনবদ্য অবিচ্ছিন্ন মূর্ত্ত Miracle বলেও মনে হয়।

প্রতীচ্যের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে Land of Miracles বলা হয়েছে। ভগবান বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব এই ভারতেরই মাটিতে। অতএব তাঁর পূত জীবনটীও যে একটী Miracle বা Miracles এর সমষ্টিগত প্রকাশ হ'বে, তা'তে আর আশ্চর্য্য হ'বার কি থাকতে পারে?

সহজকে সহজভাবে দেখ্‌তে পারলে, সহজকে সহজভাবে দেখাতে পারলে যে কি অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা আমাদের চক্ষে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার জন্যেই যেন ভগবান বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব!

সে এমন ইন্দ্রজাল যে ভগবান বিজয়কৃষ্ণ বল্‌লেন—মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেও তা বিশ্বাস করতে পারে না!

কেমন করে পারবে? সহজকে তো আমরা সহজ করে দেখ্‌তে শিখিনি। সত্যকে যে আমরা মিথ্যার সাহায্য না নিয়ে প্রমাণ-করতে ভুলে গিয়েছি। স্বভাবকে বিকৃত করতে করতে, সরলকে বক্র করতে করতে আজ আমরা এমন একজায়গায় এসে পড়েছি যে, ভগবান বিজয়কৃষ্ণরূপে না এলে, সহজকে সহজভাবে পাবার, সত্যকে অনাবৃত পূর্ণ সত্যরূপে লাভ করবার আর আমাদের উপায় ছিল না।

আকাশ-গঙ্গায় দীক্ষা লাভের পর বিজয়কৃষ্ণ প্রকাশ হ'লেন পূর্ণ সত্যরূপে। যেমন প্রকাশ হয় সূর্য্য "স্বতেজসা বিশ্বমিদং" প্রদীপ্ত করে। নিজের তেজেই নিজে প্রকাশ হয়ে সমগ্র বিশ্বচরাচরকে আবার সেই তেজেই প্রকাশ করছেন।

বিজয়কৃষ্ণের জীবনেতিহাসের কোনও পৃষ্ঠায়ও মিথ্যার স্থান নেই। বাল্যকাল হ'তে তিনি একনিষ্ঠ সত্যের পূজারী। তাই আকাশ-গঙ্গার অধ্যায় থেকে দেখি, সত্যস্বরূপ বিজয়কৃষ্ণের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ছে, প্রকাশিত হয়ে পড়ছে এক একটী তত্ত্ব, এক একটী সত্য, যা বহুকাল প্রচ্ছন্ন হয়েছিল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত—ভারতের ইতিহাসের অলিখিত অধ্যায়ে।

অপ্রাকৃতধাম শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ-তত্ত্ব ও রজঃ-মাহাত্ম্য শত শত বৎসর পরে আবার প্রকাশ হয়ে পড়্‌লো, দীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো বিজয়কৃষ্ণের দীপ্তিতে। কেঁদে উঠ্‌লো অবিশ্বাসী চিত্ত এই রজে অবলুণ্ঠিত হয়ে। তাঁর তেজে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, ব্রহ্ম-তেজ, ব্রাহ্মণের উপবীত-তত্ত্ব। আত্মবিস্মৃত অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ-সন্তানকে তিনি স্বহস্তে দান করলেন উপবীত। শত

চেষ্টাতেও আর সেই ব্রাহ্মণের সাধ্য হ'ল না ঐ উপবীত ত্যাগ করবার। বহু যুগ পরে হিন্দুর সদাচার ও শাস্ত্র আবার স্ব-সত্যে প্রকাশ হ'য়ে উঠ্‌লো বিজয়কৃষ্ণের তেজঃপুঞ্জে। "যা শাস্ত্র ও সদাচারের সঙ্গে মিলবে না তা বিষবৎ পরিত্যজ্য" এই হ'ল তাঁর বাণী!

তাঁর মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো হিন্দুর সাকার উপাসনার নিগূঢ়, মহৎ তত্ত্ব। কোন্ সুদূর পল্লী গ্রামের এক ভগ্ন-মন্দিরে বহু দিনের পরিত্যক্ত ও অবহেলিত বাল-গোপাল বিগ্রহ বিজয়ের কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়ালেন। শুষ্ককণ্ঠে জানালেন্ তাঁর বহুদিনের উপবাসের বেদনা। ভক্ত শিষ্যবর্গের দ্বারা বিজয় করে দিলেন্ তাঁর নিত্য সেবার ব্যবস্থা। শান্তিপুরের শ্যামসুন্দরের মত বাংলার ও বাংলার বাহিরে কত বিগ্রহ, কত দেবদেবী না বিজয়ের কাছে আসেন, কথা ক'ন, তোমার আমার মত। বিজয়কৃষ্ণ বলেন, নিরাকারের উপাসনা তো সাধনার প্রথম পর্য্যায়, সাকার উপাসনার আরম্ভ তার বহু পরে।

সকল তত্ত্বের উপরে যে লীলাতত্ত্ব, তা বহুযুগ পরে আবার এমনি করে প্রকাশ হ'ল সত্যস্বরূপ বিজয়ের সত্যদর্শনে—সত্যালোকে।

এ সব Miracle তো বটেই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সূর্য্যদেব কি সচেতন আছেন্ তাঁর স্বকীয় তেজের বিস্ময়কর Miracle সম্বন্ধে? সদ্যঃ প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপটী কি জানে তার অপূর্ব্ব সুষমা ও সৌন্দর্য্যের মনোহারী Miracle এর কথা? গগনচুম্বী বিরাট্ হিমাদ্রী কি জানে, তার অঙ্গে কত মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারী ওষধি নিত্য অঙ্কুরিত হয়, বার্দ্ধক্যে যৌবন আনয়নকারী কত ভেষজ নিত্য পল্লবিত হয়, অস্থি-চর্ম্মসার দুর্ব্বল দেহে মত্তহস্তির বল-সঞ্চারী কত গুল্মের নিত্য উদ্গম হয়?

ভোলানন্দগিরি মহারাজের "আশুতোষ", তপঃপ্রভাবদীপ্ত সৌম্য মূর্ত্তি বিজয়কৃষ্ণ আত্মভোলা ভোলানাথের মতই বিরাজ করতেন্ তাঁর যোগাসনে, আর তাঁর থেকে নিত্য ক্ষরিত হ'ত অভূতপূর্ব্ব Miracles অর্থাৎ বিভূতিরাশি। তা দেখে দর্শকেরা হ'ত স্তম্ভিত, শিষ্যবর্গ হ'ত রোমাঞ্চিত! কিন্তু গিরি মহারাজের "মেরা আশুতোষ" ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন্ স্বতেজে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়। ভ্রূক্ষেপও ছিল না তাঁর স্বীয় বিভূতিরাশির নিত্য প্রকাশে।

বল্‌বার কথা এই যে, বিজয়কৃষ্ণ ম্যাজিক্ দেখাতে আসেন্ নি। তবে ম্যাজিক্ হয়ে যেত তাঁর বাক্যে ও দৃষ্টিতে, তাঁর আচরণে, তাঁর ব্যবহারে। অথচ ঘুণাক্ষরেও তিনি সচেতন ছিলেন না তাঁর এই সব বিভূতি সম্পর্কে। বরং জানাতে গেলেও তিনি এগুলিকে আশ্চর্য্য ব্যাপার বলে আদৌ স্বীকার করতে পারতেন না। যা'কে আমরা Miracle বলি, তা'কে তিনি একান্ত স্বাভাবিক বলেই মনে করতেন। কারণ তাঁর কাছে ইহকাল ও পরকাল একাকার হয়ে গিয়েছিল, এ বিশ্বচরাচরের বাহ্য ও অন্তর তাঁর কাছে একটী অবিচ্ছিন্নরূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল।

ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বসে তিনি বল্‌লেন, আহা! বিদ্যাসাগর মশায় আজ ঐ দিব্যরথে চলেছেন ধরাধাম ত্যাগ করে।

শিষ্যবর্গ খবর নিয়ে অবগত হ'লেন, সেইদিন সেই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় সত্যসত্যই ধরাধাম ত্যাগ করেছেন।

এতে শিষ্যবর্গ ও উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু বক্তা স্বাভাবিক ঘটনাকে স্বাভাবিক ভাবেই বলেছিলেন। এতে যে আশ্চর্য্য হ'বার কিছু আছে, সে সম্বন্ধে তিনি আদৌ সচেতন ছিলেন না, আর তা স্বীকারও করতেন না।

সাধন-মার্গে একটু অগ্রসর হ'তে পারলে, সাধকের কিছু না কিছু বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য লাভ হয়, একথা অনেকেই জানেন। বেশীদূর অগ্রসর হ'লে তো আর কথাই নেই। দৃষ্টিপাত মাত্রই সাধক একখানা চলন্ত ট্রেন থামিয়ে দিতে পারেন। কল্‌কাতায় বসে তিনি লণ্ডনের খবরও অনায়াসে বল্‌তে পারেন। আগন্তুককে দেখামাত্রই তার মনের কথাটী সঠিকভাবেই জান্‌তে পারেন, তার দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করতে পারেন। এমন কি, তিনি একই সময়ে বহুস্থানে প্রকাশ হয়ে বহুকার্য্য সমাধা করেও আস্‌তে পারেন।

এ সবই Miracle। কিন্তু একজন নিরক্ষর হিন্দুও জানে যে, সাধকের পক্ষে এসব শক্তি লাভ করা খুব কঠিন নয়। গুরু প্রদর্শিত প্রণালীতে সাধনা করলে এমন অনেক বিভূতি বা যোগ-ঐশ্বর্য্য তিনি ক্রমেই অর্জ্জন করেন। কিন্তু একটি কথা। সাধক যদি একবার নিজের এই সব ঐশ্বর্য্যে বা শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, তা'হ'লেই তাঁর সর্ব্বনাশ। অর্থাৎ সাধন-মার্গের অগ্রগতির পথ, সিদ্ধির সিংহদ্বার তাঁর কাছে চির-রুদ্ধ হয়ে যায়।

এইজন্য প্রকৃত সাধকের কাছে এসব বিভূতির কাণাকড়িরও মূল্য নেই বা থাকা উচিৎও নয়। কিন্তু আমাদের মত সাধন ভজন-হীন সংসারী ব্যক্তির নিকট এ সকল ঐশ্বর্য্য বা শক্তির মূল্য যে কিছুই নেই, একথাও বলা যায় না। আমাদের দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে ধর্ম্মের নামে যে অধর্ম্মের স্রোত বয়ে চলেছে, ধর্ম্মের নামে যে বিরাট ও ব্যাপক ব্যবসায় চলেছে, তা'তে আসল নকল চিনে নেওয়া এক দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গৈরিক, জটা, ত্রিশূল, রুদ্রাক্ষ, ত্রিপুণ্ড্রক, তুলসী-মালের অন্তরালে যে পাপাচার ও ব্যাভিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা কল্পনাতীত। দুঃখ-দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত

মানুষ আজ তার দুর্দ্দশা মোচনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, শান্তি লাভের আশায় আশান্বিত হয়ে, ভগবৎ লাভের সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে, গুরু লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আশ্রমে ছুটে যাচ্ছে শুধু প্রতারিত হ'বার জন্যে। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত, সর্ব্বস্বান্ত হ'বার জন্যে।

এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে, এমন সব চোরাবালি থেকে নিজের আত্মরক্ষা করাই হয়ে পড়েছে এক নিদারুণ সমস্যা। এখন এই মেকীর রাজ্যে আসলকে খুঁজে বার করা, প্রকৃত সাধু বা সাধককে চিনে নেওয়া, সত্যকার আশ্রমকে আবিষ্কার করা কি সোজা কথা?

তাই সাধারণের কাছে এই সব Miracle, বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্য, প্রকৃত সাধু, সাধক বা মহাত্মাকে চিনে নেবার পক্ষে কতক পরিমাণে যে সাহায্য করে, একথা মানতেই হয়। শক্তির তারতম্য অনুসারে সাধু বা সাধকের তারতম্য যে কিছুই উপলব্ধি হয় না, তা স্বীকার করা যায় না। শক্তির নিরীখে সাধন-মার্গে তাদের অগ্রগতির একটা তুলনামূলক স্থূল ধারণাও তো সম্ভব! শুধু তাই নয়। ধর্ম্ম-বিরোধী চিত্ত এই সব ঐশ্বর্য্য দেখে, ধর্ম্মের দিকে যদি এতটুকুও আকৃষ্ট হয়, তাই বা মন্দ কি? ছেলে যখন দুধ খেতে চায় না, মা তখন একটা টুক্‌টুকে লাল পুতুল দেখিয়েও তো তাঁর শিশুটীকে দুধটুকু খাইয়ে দেন! ধর্ম্ম-জগতে আমরা একান্তই ওই অবোধ শিশুর মত। এই সব ঐশ্বর্য্যের খেলা দেখে ধর্ম্ম-জগতে প্রবেশের জন্যে যদি এতটুকুও আগ্রহ হয়, মন্দ কি? অতএব সাধুর কাছে না হোক্, আমাদের কাছে বিভূতির কিছু মূল্য আছে বৈকি!

তবে বিভূতির মোহে আকৃষ্ট হয়ে ধর্ম্মজগতে প্রবেশের চেষ্টায় বহু বিপদের আশঙ্কা আছে, একথাও মিথ্যা নয়। ধর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তি যদি বিভূতির মোহে বা আকর্ষণে ভাগ্যক্রমে প্রকৃত সাধু বা সদ্‌গুরুর

আশ্রয়ে একবার গিয়ে পড়তে পারেন, তবেই রক্ষা। তা হ'লে আর কোন চিন্তা বা আশঙ্কার প্রশ্ন থাকে না। সদ্‌গুরুর আশীর্ব্বাদে তখন তার আর বিভূতির দিকে দৃষ্টি বা আকর্ষণও স্থায়ী হয় না। তাঁর কৃপায় সে প্রকৃত ধর্ম্ম কি তা চিন্‌তে ও বুঝতে পারে, আর ক্রমে প্রকৃত ধর্ম্মের পথেই অগ্রসর হ'তে থাকে। এই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার আধ্যাত্মিক অনুভূতিও লাভ হয়।

বিজয়কৃষ্ণের বিস্ময়কর যোগ-ঐশ্বর্য্য একদিকে যেমন মানুষকে দলে দলে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছে, অন্যদিকে তাঁর কৃপাকণা লাভমাত্রেই সকলে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছে প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে বিভূতির নগণ্যতা। অধ্যাত্ম-সাধনায় বিভূতির যে কোনও মূল্য নাই, তার জাজ্বল্য প্রমাণ স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণ। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে রাশি রাশি ঐশ্বর্য্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ভুলেও সেদিকে দৃক্‌পাত করেন নি। জীবন্ত মানুষ কথা বলে, চলে ফিরে বেড়ায়, কাজ করে, এতে যেমন আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই, সাধকের অঙ্গদ্যুতিতে বিভূতি বা Miracle বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে, এতেও তেমনি আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নেই—এ একটা লক্ষ্য করবার বিষয়ই নয়। এই হ'ল বিজয়কৃষ্ণের বাহ্যরূপ। আকৃষ্ট না হয়ে উপায় নেই। আকৃষ্ট হ'লে আর ফেরবারও সাধ্য নেই। শ্রীধর তাই কেঁদে বলেছিল—ঠাকুর! "যাও" বল্লেও যে আর যেতে পারি না। ছেড়ে থাকা যে অসম্ভব!

বিজয়কৃষ্ণের প্রকট লীলার মাধুর্য্য এইখানে। তাঁর সঙ্গ লাভে যাঁরা ধন্য হয়েছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্যও হয়ে গেছে তাঁদের কাছে তুচ্ছ। ধরার এই মাটীর বুকেই তিনি আবিষ্কার করে দিয়েছেন সেই অমৃতলোক, যার কাছে সুরলোকের সম্পদও হয়ে যায় নগণ্য।

দ্রুত পটপরিবর্ত্তনের অন্তরালে চলেছে দ্রুত গতিবেগ। এই সর্ব্বনাশা সর্ব্বধ্বংশী গতিবেগের মুখে বিজয়কৃষ্ণ ভাসিয়ে দিয়েছেন

এক অক্ষয় বিরাট অর্ণবপোত ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবের রক্ষাকল্পে। বেগের প্রতিকূলে নয়। অনুকূলে ভেসে চলেছে এই অক্ষয় পোত। সংসার সাগরে ভাসমান্ জীব অনায়াসে আশ্রয় পাবে এই পোতে। কালের গতিবেগ যতই দ্রুত হ'তে দ্রুততর হ'বে, জীবও তত দ্রুত নিকটবর্ত্তী হ'বে সেই পরমপদের, বিনা আয়াসে, বিনা কৃচ্ছ্রতা সাধনে।

অবতার তত্ত্বের এই হ'ল এ যুগের সর্ব্বশেষ প্রকাশ—যা'র অঙ্কুর উপ্ত হয়েছিল চারি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে।

শুক্লাষ্টমী
৩০শে চৈত্র, ১৩৬৫
২০, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।

নাট্যকার

—দু'একটী কথা—

উপক্রমণিকায় বলা হ'ল বিজয়কৃষ্ণ-তত্ত্ব। নাটকে লেখা হ'ল তাঁর ঘটনাবহুল বিচিত্র জীবনের কয়েকটী ঘটনা। এই নাটকের শেষে আর যা লেখা সম্ভব হ'ল না, তারই কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হ'ল উপক্রমণিকায়। একটী কথা মনে রা্খতে হবে যে, উপক্রমণিকার বিজয়কৃষ্ণের আরম্ভ এই নাটক যেখানে থেমে গেল, তার পর থেকে।

আমার কয়েকখানি নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুপূর্ব্বে সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছে। কিন্তু তার কোনটীই আমার নামে প্রকাশিত হয় নি। কেন হয় নি, তা বলব না। কারণ বলা যায় না। এদেশের বহু নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, এক কথায় বহু সাহিত্যিকের ভাগ্য এই ভাবেই বিড়ম্বিত হয়ে আস্ছে, এইটুকুই বল্তে পারি।

আমার সে সব নাটকে বহু কল্পনাকে টেক্‌নিকের সাহায্যে ঘটনার আখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বর্ত্তমান নাটকের কোথাও সে অপচেষ্টা করিনি, করা উচিত মনে হয়নি। এতে নাটকীয় টেক্‌নিক্ যদি কিছু ব্যাহত হয়ে থাকে, তবে তা অনিবার্য্য কারণেই হয়েছে। মূল নাটকের রস বা মর্য্যাদা তা'তে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি বলেই মনে করি।

এবার অভিনয় সম্বন্ধে দু' একটী কথা। যাঁরা এই নাটকখানি আদ্যোপান্ত অভিনয় করবেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমার কিছু বল্‌বার নেই। কিন্তু যাঁরা তা পারবেন না, তাঁরা অনায়াসে প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য থেকে অভিনয় আরম্ভ করতে পারেন, কিম্বা প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকেও আরম্ভ করতে পারেন। এতে মূল নাটকের সুরটুকু হারিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই।

একথা বলবার কারণ এই যে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটী সম্বন্ধে কেহ কেহ হয়তো প্রামাণিকতার প্রশ্ন তুলতে পারেন। "অদ্বৈতের অভিশাপ" নামে একখানি গ্রন্থ আমার হাতে আসে। বর্ত্তমান নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটী ঐ গ্রন্থ অনুসারেই রচনা করেছি। যাঁরা প্রশ্ন তুলবেন, তাঁদের জন্যে এই কথাটী বলে রাখা উচিৎ মনে হয়।

আর এই অঙ্কেরই দ্বিতীয় দৃশ্য অভিনয় করার পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা অনেকের নাও হ'তে পারে, সে জন্যেও একথা বলে রাখা আবশ্যক হ'ল।

আর এক কথা। ভগবান বিজয়কৃষ্ণের বিরাট ও বিচিত্র ঘটনাবহুল দিব্য-জীবনীর মধ্য হ'তে কতকগুলি ঘটনা চয়ন করে নাটক রচনা করতে গিয়ে স্থান কাল সম্পর্কে ঘটনার পারম্পর্য্য কয়েকটী স্থলে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি স্বীকার করছি। এই নাটকের শুচিতা ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে এ স্বীকারোক্তির প্রয়োজন আছে।

সব কথা বিবেচনা করেই বর্ত্তমান আকারে এই নাটকখানি রচিত হয়েছে।

—শুক্লাষ্টমী—
৩রা চৈত্র ১৩৬৫
২০, গোয়াবাগান লেন,
কলিকাতা—৬

নাট্যকার

নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ

পাত্রগণ

শ্যামসুন্দর—শান্তিপুরে আনন্দকিশোরের গৃহদেবতা

শ্রীমন্ মহাপ্রভু—জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ—বীরভূম একচক্রা গ্রামে জন্ম। অবধূত

আচার্য্য অদ্বৈত—শান্তিপুরের গোস্বামী বংশের কুলতিলক ও মহাপ্রভুর নিত্যপার্শ্বদ্

বিজয়কৃষ্ণ—আচার্য্য অদ্বৈতের বংশধর আনন্দকিশোর গোস্বামীর পুত্র

গৌরীপ্রসাদ জোয়ারদার—শিকারপুরের সম্পন্ন গৃহস্থ

নিধিরাম—ঐ ভৃত্য

ব্রজগোপাল—বিজয়কৃষ্ণের অগ্রজ

বনমালী ভট্টাচার্য্য—ঐ বাল্যের শিক্ষাগুরু

কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন—ঐ অধ্যাপক

ঈশ্বর ঘোষাল—দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ডেপুটী

কালু—ঐ সহিস

ভৈরব—দস্যুসর্দ্দার

অঘোরনাথ
শ্যামলাল
রামলাল
মাধব } —বিজয়কৃষ্ণের বাল্যসহচর

পান্ডু ঘাসী—শান্তিপুরবাসী জনৈক ব্যাধ

জয়রাম তর্কালঙ্কার—শান্তিপুরের সমাজপতি

বিত্তাভূষণ
রাধানাথ
সীতানাথ } ঐ সমাজের মোড়লগণ

জগা—নবদ্বীপের জনৈক উচ্ছৃঙ্খল যুবক

ধনা—জনৈকা দুঃস্থা বিধবার সন্তান

ললিত
গণেশ } —শান্তিপুরের চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবকদিগের মোড়ল

মেদিনীপুরস্থ মন্দিরের পূজারী—ছদ্মবেশী দস্যু-সর্দার

বীরভদ্র—ঐ সহচর।

দীনু
গোষ্ঠ
চরণ ওরফে চন্নো } —বিজয়কৃষ্ণের রঙ্গপুর-অন্তর্গত গয়লাপাড়ার শিষ্যবর্গ।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—বরিশাল নিবাসী বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য।

বিপিনচন্দ্র পাল—বাংলার অগ্নিযুগের প্রখ্যাত বাগ্মী, সাহিত্যিক ও বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য

সতীশ মুখোপাধ্যায়—বিখ্যাত 'ডন্' পত্রিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক, সাহিত্যিক ও বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী—নবদ্বীপ নিবাসী বৈষ্ণব-শিরোমণি

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ
রেবতীমোহন সেন
মহাবিষ্ণু বাবু
সরলনাথ
কুঞ্জলাল ঘোষ } —বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যবর্গ

শ্রীধর—বিজয়কৃষ্ণের উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক শিষ্য

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য

কেশবচন্দ্র সেন
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার } বিজয়কৃষ্ণের প্রখ্যাত ব্রাহ্ম-সহকর্ম্মী ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক

কিশোরী বর্ম্মন্
গোবিন্দ দাস
হারাধন রায় } —শিববাটী নিবাসী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম

কিশোরীলাল মৈত্র—বিজয়কৃষ্ণের ভগ্নীপতি

ভোলানন্দ গিরি মহারাজ—গিরি-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় সিদ্ধগুরু ও কুম্ভ মেলার সর্ব্বসম্প্রদায় নির্ব্বাচিত সভাপতি

ব্রজবিদেহী রামদাস কাঠিয়াবাবা—পুণ্যশ্লোক বৈষ্ণব-মোহান্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সিদ্ধগুরু

পরমানন্দ স্বামী—সন্ন্যাসী সমাজের শিরোমণি।

দয়ানন্দ স্বামী
অমরেশ্বরানন্দ } —বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মণ্ডলেশ্বর

ক্ষ্যাপাচাঁদ—সিদ্ধ মহাপুরুষ

শশীভূষণ বসু—গয়ায় বিজয়কৃষ্ণের সহচর ও ভক্ত

রঘুবরদাস বাবাজী—আকাশগঙ্গার সিদ্ধমহাপুরুষ

পরমহংস ব্রহ্মানন্দ স্বামী—আকাশগঙ্গায় বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষাগুরু

•

কবিরাজ, বাউল, উন্মাদ, ভিখারী, বালকগণ, প্রতিবেশীগণ, দস্যুগণ, পথিকগণ, যুবকগণ, সাধু ও সন্ন্যাসীগণ, পাদ্রী, ভৃত্য, ব্রাহ্মভক্তগণ প্রভৃতি।

পাত্রীগণ

স্বর্ণময়ী—বিজয়কৃষ্ণের গর্ভধারিণী

যোগমায়া—দহকুলের রামচন্দ্র ভাদুড়ির দুহিতা ও বিজয়কৃষ্ণের পত্নী

জয়তারা দেবী চৌধুরাণী—রঙ্গপুর জমীদার বাটীর বড়গিন্নী

দিদিমা—যোগমায়ার জননী

বালিকাগণ, প্রতিবেশিনীগণ, গ্রাম্য কুলবধূ ও অনূঢ়া যুবতীগণ, ধনার মা, চন্দ্রের মা, ভিখারী-কন্যা, কাঙালিনী, ব্রাহ্ম মহিলাগণ প্রভৃতি ।

ভগবান বিজয়কৃষ্ণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শান্তিপুর। অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহের সম্মুখে বিস্তৃত পতিত-জমির উপর একটী আম্‌লী বৃক্ষের তলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু উপবিষ্ট। তাঁহার অর্দ্ধনিমীলিত উর্দ্ধদৃষ্টি। নিম্নাধর ঈষৎ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ দণ্ডায়মান্, মুখে মৃদু মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বামে আচার্য্য অদ্বৈত জানু পাতিয়া জোড় করে উপবিষ্ট। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। মুখে বিষাদের কাল ছায়া। কাল—প্রভাত।

নেপথ্যে বহুজনের মিলিত কণ্ঠে শোনা যাইতেছে—

কীর্ত্তন—একতালা

অপরূপ রূপ গোরা ভকতজন চিত-চোরা
নয়ন ছাড়িতে নাহি চায়।
নয়নে নয়ন-সুখ পিরীতির রস-কূপ
ছাড়িতে পরাণ ফাটি যায়॥
অমিয় ছানিয়া অঙ্গ চরণে চকিছে চন্দ
গোরারূপ রতিরস-খনি।
ভুবন-মঙ্গল নামে মন্দাকিনী ধরাধামে
বহাইল পিরীতি নিছনি॥

হারে গোরা! এ মিনতি পায়।
নিঠুর দারুণ শেল পরাণে না হানিবি
দয়া জানি না ছোড়বি হায়॥
(ও যে) ছাড়িতে পরাণ ফাটি যায়॥

(গীত দূরে মিলাইয়া গেল। আচার্য্য
বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন)

মহাপ্রভু। শান্তিপুরনাথ!
এবে দাও অনুমতি
যাই চলি নীলাচলে,
যেথা আছে প্রাণারাম মোর।

আচার্য্য। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) প্রভু!......

মহাপ্রভু। না—না—
আর বাধা দিও না আমারে।
প্রাণনাথ ডাকিতেছে ওই,
আর আমি রহিতে যে নারি!
মোর ব্যথা বুঝ মন দিয়া,
দেহ অনুমতি।
তব অনুমতি বিনা
কেমনে ছাড়িয়া যাই
শান্তিপুর ধাম?

আচার্য্য। যাবে—?
একান্তই তবে যাবে
ছাড়িয়া এ শান্তিপুর ধাম?

রাখিবে না মিনতি মোদের ?
ওরে গোরা, তোরে ছেড়ে
কেমনে ধরিব মোরা প্রাণ ?

মহাপ্রভু। হে আচার্য্য,
জানো নাকি তুমি,
মোর প্রাণ এই শান্তিপুর,
এই শান্তিপুর-নাথ,
এই শান্তিপুরবাসী সবে ?
আমি যাবো শান্তিপুর ত্যজি
প্রাণ মোর রবে হেথা পড়ে !
তবু—তবু মোরে যেতে হবে—
যেতে হবে সেই নীলাচলে
যেথা হতে আকর্ষণ করে,
দুর্ব্বার আবেগে
মনচোরা মোর প্রাণনাথ !

আচার্য্য। দীনের কুটীর আজ
ধন্য হ'ল তব পদার্পণে ;
ধন্য হ'ল শান্তিপুর—শান্তিপুরবাসী।
এই দশদিন তব সঙ্গে হেথা
নাহি জানি কেমনে কখন চলি গেল।
শুধু জানি—
স্বরগের অমিয় সাগরে
ডুবেছিনু এই কয়দিন।

নাম সংকীর্ত্তনে আত্মহারা হয়ে
শান্তিপুরবাসী সবে
ভেসেছিল নামানন্দ স্রোতে,
সংসারের নিদারুণ জ্বালা—
পারেনিক' পরশিতে কা'রে
এই কয়দিন তব করুণায়।
স্বর্গরাজ্য চাহি না আমরা।
চাহিনা আমরা কোন দেবতা প্রসাদ।
তব সঙ্গে তুচ্ছ করি
দেবতা-বাঞ্ছিত ভূমা—
কিম্বা মুক্তি পদ।
শুধু তুমি থাকো হেথা
আমাদের মাঝে !
যদি চাও নির্জ্জনতা—
দূরে—বহু দূরে—
তৃণ লতা তরু পুষ্প ছায়ে
বেঁধে দিব সুন্দর কুটীর।
থাক সেথা নামানন্দে ভোর !
ভোরের প্রভাতী গা'বে
পাখী সবে আপন কুলায়,
তরু শাখে শিখী-নৃত্যে,
তড়াগের কমল-শোভায়,
গোধূলির অস্তগামী রবির ছটায়,
কুসুম-সুবাসে সাঁঝে ঝিল্লীরবে

পূরবী ঝঙ্কারে—
তোমার সাধনে তুমি থাকো গোরারায়।
কেহ নাহি যাবে কাছে।
দূর হ'তে মরম-দরদে
আঁখিনীরে তব সেবা করে
ধন্য হবে এই বৃদ্ধ,
ধন্য হবে শান্তিপুরবাসী !
কোথা যাবে নাথ ?
থাকো হেথা—যেয়ো না কাঁদায়ে !

মহাপ্রভু। সীতানাথ,
আমার চলার পথে
আমারে আগায়ে দাও।
আকর্ষণ না করিহ পিছে।
আমি তব আজ্ঞাধীন।
আজ্ঞা দেহ যাই নীলাচলে।

আচার্য্য। তবু—তবু— ?
ওরে গোরা !
আমাদের এই আৰ্ত্তি,
বুকফাটা কাতর ক্রন্দন,
পায়ে দলে চলে যাবি ?
মোদের মরম ছিঁড়ে
হৃদ্‌পিণ্ড লয়ে যাবি
যথা ইচ্ছা তোর ?
কথা রাখ্—ধরি পায়ে— !

(হস্ত প্রসারণ)

মহাপ্রভু। (বাধা দিয়া) ছি, ছি, ছি, আচার্য্য !
অপরাধী করিও না মোরে !
জানো না কি,
মোর বশে আর আমি নহি ?
সে যে ডাকে—ডাকে মোরে—
কেমনে রহিব, সীতানাথ ?
শুধু তুমি দাও অনুমতি,
হয়ো না'ক অন্তরায়
মোর এই প্রিয় অভিসারে !

(আচার্য্যের সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কম্পিত ও ক্রমে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তিনি দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—)

সত্য তবে যাবে তুমি
ঠেলিয়া এ মিনতি মোদের ?
দেখ চাহি, তোমা লাগি
কাঁদে শান্তিপুর,
শান্তিপুরবাসী সবে।
ওরে পাষাণ-সুন্দর,
কি চেয়েছে এরা তোর কাছে ?
কিছু না।
স্বরগের সুখ ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করি
এরা শুধু দর্শন পিয়াসী তোর।

শুধু দেখার কাঙাল !
প্রাণের ঠাকুর, সে কি এতই নিঠুর,
হেলায় সবার প্রাণ করে যায় চুর !
শেষবার বলি ওরে দিস্ না এ তাপ—
নিরীহ ব্রাহ্মণ আমি
সহিতে নারিব—সহিতে নারিব—
শেষে দিব অভিশাপ !

(মহাপ্রভু যুক্তকর হইয়া আচার্য্যের প্রতি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ আনন্দে ডগমগ হইয়া মস্তক আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন আচার্য্য বজ্র-নির্ঘোষী স্বরে বলিতে লাগিলেন—)

লঙ্ঘিয়া সবার বাণী যাবে নীলাচল
মোর শাপে সর্ব্বকর্ম্ম হইবে বিফল।
হাঁ, হাঁ, সর্ব্বকর্ম্ম হইবে বিফল।
দেখি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি, ধর কত বল !

(আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া কোথায় যেন বজ্রপাত হইল। আচার্য্য তখনও বলিতেছেন—)

"মোর বংশে পুনরায়, জন্মিতে রহল দায়
এবহি না হ'বে কার্য্য শেষ ;
না পুরিবে মন-আশা সফল হবে না আসা
হোক্ না হে সন্ন্যাসীর বেশ।

দশদিন মোর ঘরে কাটাইলা এহিবারে
দশ জন্ম ইথে হবে বাঁচা,
দশম পুরুষে মোর জনমিতে হ'বে তোর
সত্য সত্য এহি বাক্য সাচা।
কহিতে বিদরে হিয়া সতী লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া
বিনা দোষে ছোড়লি তাঁহারে,
ভবিষে আওবি যবে সে তোঁহারে ছোড়ইবে
প্রতিফল পাওবি সেবারে।
তাঁহারই মন্দির গড়ি ব্রহ্মপূজা ভব ভরি
ঘরে ঘরে করবি প্রচার,
পাগলিনী শচীমাতা বুঝিলে না তাঁর ব্যথা
পাগলিনী হবে মা তোমার।
যত শান্তিপুরবাসী হের কাঁদে অহর্নিশি
ফল তার পাবে সেহিবার ;
শান্তিপুর-পথে যবে কাঁদিয়া ভ্রমিতে হ'বে
কেহ সাথী হ'বে না তোমার।
লোকে দিবে অঙ্গে ধূলি কবে উপহাস বুলি
নিন্দা গ্লানি হইবে ভূষণ ;
সন্তান সন্ততি যত সঙ্গে রবে অবিরত
চিনিতে নারিবে কোনজন।
জীবের অশেষ দুঃখ ভাবিতে বিদরে বুক
ভব-ব্যাধি ঘুচিবে না ইথে,
সকলের বোঝাটিরে বহবি আপন শিরে
জীবে হবে শক্তি সঞ্চারিতে।

মহাপ্রভু। (ঈষদ্ধাস্যে)

তবহি যে কিছু কায্য সব মোব শিরোধায্য
আরাধনা-অভিশাপ দুই সমতুল।
এবহি আনিলি সাধি ভবিষে আওব যদি
তোহাবি আকাঙ্ক্ষা সেই জনমেব মূল।
তুমি আর এ নিতাই যুগে যুগে মোর সাঁই
একেলা কোথা না যাউ বিনা তব সঙ্গ
পুনহি আওব যদি তুয়া দোঁহে রবে সাথী
এক দেহে ত্রিমূরতি—নবীন ত্রিভঙ্গ।
তুমি শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র পরব্রহ্ম তত্ত্ব কন্দ
পরমাত্মা নিত্যানন্দ মুই ভগবান্,
এ ত্রিতত্ত্ব একরূপে বিলসিবে স্ব-স্বরূপে
তিনরূপ এক দেহে হ'বে সমাধান।" *

* * * *

চতুর্দ্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। দৃশ্যজগৎ অমানিশার ঘনান্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দিক্‌বিদিক্ কম্পিত করিয়া সুললিত কণ্ঠে সুমধুর স্বর-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইযা উঠিল—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায সম্ভবামি যুগে যুগে॥

* * * *

অন্ধকার ধীবে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। ঐ স্বরও ক্রমে বাতাসে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই আলোকে প্রকাশ পাইল—

* "অদ্বৈতের অভিশাপ" হইতে গৃহীত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিকারপুর। কাল সন্ধ্যা। গৌরীপ্রসাদ জোয়ারদারের গৃহ। ঝুলন পূর্ণিমা। এতদুপলক্ষে মধ্যে মধ্যে দূর হইতে শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাইতেছে। দোলায় নবজাত বিজয়কৃষ্ণ। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিষন্ন মুখে স্বর্ণময়ী দোলায় ঈষৎ ঈষৎ দোল দিতেছেন। অপর পার্শ্বে দোলার রজ্জু ধরিয়া গৌরীপ্রসাদ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নবজাত বিজকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া আছেন। দোলার উভয় পার্শ্বে ভৃত্য নিধিরাম ও অন্যান্য প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণও শিশুর দিকে উদ্গ্রীব হইয়া চাহিয়া আছে।

স্বর্ণময়ী। (আকুল কণ্ঠে) বাবা, ছেলে যে এখন একটুও হাত পা নাড়্‌ছে না! এখনও যে প্রথম থেকে সেই একই রকম নিথর নিস্পন্দ হ'য়ে রইল!

জনৈক বৃদ্ধ প্রতিবেশী। ছেলের নাকে হাত দিয়ে দেখ দিকি গৌরী। বলি নিঃশ্বেস পড়ছে তো?

গৌরীপ্রসাদ। (শিশুর নাকে হাত দিয়া) ভাল বুঝ্‌তে পারছি না! তুমিই না হয় একবার ত্মাখো না খুড়ো।

বৃদ্ধ। সরো দেখি একটু।

(গৌরীপ্রসাদ সরিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ সন্তর্পণে শিশুটীর নাকে হাত দিয়া দেখিতে দেখিতে গম্ভীর হইয়া বলিলেন—)

এতো ভাল বুঝ্‌ছি না হে গৌরী!

(স্বর্ণ চাপাকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। জনৈকা প্রতিবেশিনী তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন)

ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত ছেলে এখনও কাঁদ্‌লো না, একটু হাত পা নাড়লো না, নিঃশ্বেসও আছে কি নেই। তুমি আর দেরী কোরো না গৌরী। আর একজনকে না হয় কব্‌রেজ মশায়ের কাছে পাঠাও। তোমার লোক তো তাঁকে অনেকক্ষণ ডাকৃতে গেছে, এখনও ফেরেনা কেন ?

গৌরী। ঠাকুর ! ঠাকুর ! একটা বিপদ কাট্‌তে না কাট্‌তে এ আবার কি বিপদ ! ও নিধিরাম, বাবা ছুটে যা কব্‌রেজ মশায়ের কাছে— ছুটে যা—।

(নিধিরাম প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় সকলে সমস্বরে—"এসেছেন, এসেছেন", বলিয়া উঠিল। ঔষধের বাক্স ও যষ্টি হস্তে বৃদ্ধ কবিরাজের প্রবেশ।)

এই যে কব্‌রেজ মশায়, আসুন, আসুন,শিগ্‌গীর দেখুন—

কবিরাজ। (শিশুকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া) শুনলুম্ কচুবনের ভেতর জোলো জাযগায় শিশু ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে। তা শ্লেষ্মার চাপও অত্যধিক দেখা যায় বটে ! কঠিন অবস্থা—জোয়ারদার কঠিন অবস্থা—

স্বর্ণ। (ছুটিয়া আসিয়া কবিরাজের পদধারণ করিয়া) আমার ছেলেকে বাঁচান্। কব্‌রেজ মশায়—আমার প্রাণ নিন্। নিয়ে ছেলেকে বাঁচান্—নয়তো আমি বাঁচবো না— (প্রতিবেশিনীগণ স্বর্ণকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।)

কবি। আশ্বস্ত হও মা—আশ্বস্ত হও! আমি এখনই ব্যবস্থা করছি।

(ঔষধের বাক্স খুলিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া গৌরীপ্রসাদের হস্তে দিয়া)

এই নাও জোয়ারদার। এই শিশির ঔষধটি এখনই একটু একটু করে খাইয়ে দাও। আর এই শিশির ঔষধটি বুকে ও পাঁজ্‌রায় ভাল করে মালিশ করে দাও। এতে যথেষ্ট পরিমাণে অহিফেন প্রয়োগ করেছি। শ্লেষ্মায় বিশেষ কার্য্য করবে। নাও। আমি বসে রইলাম মা। অনর্থক উতলা হয়ো না। বিপদি ধৈর্য্যম্! শাস্ত্র বাক্য।

গৌরী। (স্বর্ণময়ীর হাতে ঔষধ দুইটি দিয়া বলিলেন) নে মা। শিগ্‌গির দে—শিগ্‌গির দে। ছেলেকে বাঁচাতে চাস্ তো শিগ্‌গির দে—

(তাড়াতাড়ি কম্পিত হস্তে স্বর্ণময়ী ঔষধ দুইটি লইলেন। পরে শিশুর নিকটে গিয়া শিশুকে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন।)

কবি। জোয়ারদার, দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না ভায়া। মা'র হাত থেকে মালিশটা নিয়ে ততক্ষণ তুমিই না হয় নিজে মালিশ করতে থাকো। অযথা বাক্যব্যয় করলে মহাকালের আবির্ভাব ঘটাও বিচিত্র নয়!

গৌরী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই দাও মা—তাই দাও। আমি ততক্ষণ নিজে মালিশ করতে থাকি।

(স্বর্ণময়ীর হস্ত হইতে মালিশের শিশি লইয়াই গৌরীপ্রসাদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—)

ঠাকুর! ঠাকুর! একি করলে! কব্‌রেজ মশায়! একি হোলো! মা'র আমার একি হোলো!

কবি। (সবিস্ময়ে) কেন, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

গৌরী। আর কি হয়েছে! এই দেখুন্! সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। হায় ঠাকুর— !

(শিশিটী কবিরাজের হাতে দিলেন)

কবি। (শিশি দেখিয়া আতঙ্কে) এঁ্যা! একি! এযে খাবার ওষুধটাই! অহিফেন-মিশ্রিত মালিশটাই যে ছেলেকে খাওয়ানো হয়ে গেল দেখ্‌ছি! তাইতো—জোয়ারদার! তাইতো! আর তো উপায় দেখি না!

(স্বর্ণ শূন্যশিশি হস্তে দাঁড়াইয়া শুনিতে ছিলেন। তাঁর হাত হইতে শিশিটী পড়িয়া গেল। তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দৃষ্টি তাঁর অর্থশূন্য)

এখন তোমরা সকলে ভগবান্‌কে ডাকো! আমার হাতে আর কোনও উপায়ই নেই। মানুষের হাতে আর কোনও উপায়ই নেই।

গৌরী। (বিভ্রান্তভাবে) তাই হোক্। আয় মা স্বর্ণ! আয় আমরা সকলে মিলে প্রাণভরে সেই পরম দয়ালকে ডাকি! আর দেখি, আমাদের কান্নায় তিনি সাড়া দেন্ কি না?

সকলে। (সমস্বরে)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ রাঘব কৃষ্ণ রাঘব কৃষ্ণ রাঘব রক্ষ হে
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি হে।

(স্বর্ণ দোলা ধরিয়া দোল দিতে দিতে গাহিতেছেন। তাঁর দুই চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু বহিতেছে। এমন সময় হঠাৎ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—)

স্বর্ণ। বাবা—বাবা—!

গৌরী। কি মা—কি মা—?

(ছুটিয়া স্বর্ণের নিকটে গিয়া শিশুকে দেখিয়া সোল্লাসে)

কব্‌রেজ মশায়! শিগ্‌গির আসুন্—এই দেখুন্—শিশু হাত পা নাড়ছে!

কবি। (শিশুর নিকটে গিয়া সাশ্চর্য্যে) সে কি হে? দেখি—দেখি! একি পরম বিস্ময়! একি ইন্দ্রজাল!

জনৈক প্রতিবেশী। যোগীবরের ধ্যান ভেঙ্গেছে কব্‌রেজ, এতক্ষণে যোগীবরের ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে! † (চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ধ্বনি হইতে লাগিল)।

---

† অভিনয়ের সৌকর্য্যার্থে এইখানে অথবা গীতটীর পরে এই দৃশ্যটী শেষ করাও চলিতে পারে। নাট্যকার

সকলে। (মহানন্দে সমস্বরে)

গীত *

আজু ঝুলত আনন্দ তুলাল। (ঝুলনে)
যশোদা-নন্দন শচী-হৃদি-রঞ্জন
আজু স্বর্ণ-কণ্ঠ-মণিমাল ॥
নব ঘনশ্যাম নয়নাভিরাম
নদীয়ার গোরা গুণমণি।
এল ফিরে নদীয়ায় হরিবোল উভরায়
আকাশে বাতাসে হরিধ্বনি ॥
হারাণ রতন পেয়ে আনন্দ উজান বেয়ে
সুরধুনী নেচে নেচে চলে।
গগনের পূর্ণ চাঁদ নামিয়া এসেছে আজ
বিশ্বদোলার দোলে দোলে ॥
নিশার আঁধার নাশি প্রেমানন্দ পরকাশি
(আজু) ঝুলনে দুলে ব্রজ-লাল ॥
ঝুলত আনন্দ তুলাল ॥

(ইতিমধ্যে গৌরীপ্রসাদ সমাগত নরনারী ও বালক বালিকাকে হাস্যমুখে মিষ্টান্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন। মিষ্টান্ন লইয়া বালক বালিকাগণও মধ্যে মধ্যে ঐ গানে যোগ দিতে লাগিল।

হোরি—কাওয়ালি

কয়েকজন ব্যতীত অন্যান্য
প্রতিবেশীগণ মিষ্টান্ন লইয়া গাহিতে
গাহিতে প্রস্থান করিলেন।)

১ম প্রতিবেশী। আজ ধন্য শিকারপুর, ধন্য শান্তিপুরধাম, ধন্য নবদ্বীপ ধাম! আর ধন্য আমাদের এই গৌরীপ্রসাদ!

২য় প্রতিবেশী। সেকথা আর বলে! আজ এই পবিত্র তিথিতে, ঝুলন পূর্ণিমায়, অধর্ম্ম অনাচারাসক্ত পাপী তাপী জীবের মুখে মহাপ্রভুর মতই আবার হরিনাম দিয়ে যিনি এসে গৌরীপ্রসাদের গৃহ পবিত্র করলেন্, তাঁর শুভাগমনে শুধু গৌরীপ্রসাদ কেন, শুধু শান্তিপুর, নবদ্বীপ কেন, সারা বাংলা আজ ধন্য হ'য়ে গেল। সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র বার তিথি, সমস্ত ঘটনার যোগাযোগ, লক্ষণাদি বিচার করে আমি নিশ্চয় করে বল্‌ছি, যিনি আজ গৌরীপ্রসাদের গৃহ আলো করে এলেন্—তিনি কখনই সামান্য মানুষ ন'ন্।

৩য় প্রতিবেশী—লক্ষবার সে কথা বল্‌ব। দেশের চতুর্দ্দিকে আজ অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচারের স্রোত বয়ে চলেছে। হিন্দু আজ তার ধর্ম্ম ভুলে গিয়েছে। ঘরে ঘরে ম্লেচ্ছাচার, পাপাচার! চারিদিকে মানুষের হাহাকার—মানুষের বুকফাটা ক্রন্দন পড়ে গিয়েছে। এই তো তাঁর আস্‌বার সময়!

২য় প্রতিবেশী। সত্যি! এ যেন স্বয়ং বিপত্তারণ মধুসূদনেরই আবির্ভাব! সকাল থেকে কি দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি, দাপাদাপি রে বাবা! আমরা তো শুনেই অবাক্। বলে কিনা, গৌরী-প্রসাদের বাড়ী পেয়াদায় ঘেরাও করেছে। মেয়েরা সব খিড়কীর দরজা দিয়ে ইজ্জতের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছে;

এমন সময়ে এসে দেখি, কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল। আদালতের পেয়াদারা দিল চম্পট্। গোলমাল সব গুলিয়ে গিয়ে ঘরে এলো নদেরচাঁদ, বসে গেল নদের হাট। যেন মরা গাঙ্গে আনন্দের বান্ ছুটে চলেছে!

১ম প্রতিবেশী। ছুটবে না! এসেছ কে! তা' বোঝো!

গৌরীপ্রসাদ। সত্যি ভায়া! যা বলেছ, তা' অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। কবে চক্কোত্তির বিপদ দেখে, তার কান্নায়, জামিন্ হয়েছিলাম তার জন্যে। আর আজ কিনা তারি জন্যে পেয়াদার আগমন আমারই বাড়ীতে! যাক্—যাক্। সব ভালোয় ভালোয় মিটমাট্ হয়ে গেল না ভালই হ'ল। স্বর্ণময়ী মা আমার ভয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে পাশের কচুবনের ভেতর গিয়ে লুকিয়ে বসে! পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কি বিপদ না ঘটতো বলো দেখি! কিন্তু কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল—তা আমিও ঠিক্ বুঝতে পারলাম না। এত সহজে যে পেয়াদারা আমাকে মুক্তি দিয়ে চলে যাবে, এতো আমার কল্পনারও বাইরে ছিল রে ভায়া! কিন্তু দেখছি অসম্ভবও সম্ভব হ'ল। তারপর যা ঘটলো তা' ও তো তোমরা স্বচক্ষে দেখ্‌লে! আমার বাড়ী আজ বিপন্মুক্ত হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে মা আমার ঘর আলো করে এসে বস্‌লেন, কোলে নিয়ে এই সোনার চাঁদ! এ শিশু মানুষ নয়—মানুষ নয়! তোমরা ঠিকই বলেছ ভায়া। এ স্বয়ং বিপদহারী শ্রীমধুসূদন। জীবের দুঃখে বিগলিত হয়ে এসেছেন্ বাংলার মাটীতে—জীবের উদ্ধারের জন্যে! একথা আমিও মুক্তকণ্ঠে বল্‌বো।

৪র্থ প্রতিবেশী। সব তো হ'ল। এখন জামাইবাড়ী এ আনন্দ সংবাদটা পাঠিয়ে দাও।

গৌরী। ওই যাঃ! একেবারে ভুলে বসে আছি রে, ভায়া! একেবারে ভুলে বসে আছি। আজ আনন্দে আমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলছি। কিছু কি আর মনে আছে! ওরে ও মাধব—নাপিতকে ডাক্—সব জোগাড কর্। মেঠাই নে—মেঠাই নে—সব যা যা—শিগ্‌গির যা। শান্তিপুরে ছুটে যা। খবর দে—খবর দে—

৩য় প্রতিবেশী। জোয়ারদারের আজ পুণ্যতিথিতে দৌহিত্রের মুখদর্শন! একি কম আনন্দের কথা? মনে থাক্‌বে কোত্থেকে? চল হে চল। আমরাই সকলে মিলে বাজানদার জোগাড করি। শান্তিপুরে পাঠাতে হবে—

গৌরী। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, তাই কর—তোমরাই তা কর। আর যাবার সময়ে তোমরা সকলে নবজাত শিশুকে আশীর্ব্বাদ করে যাও—আশীর্ব্বাদ করে যাও ভাই!

সকলে। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। শিশুর দীর্ঘজীবন কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো—আর এই শিশুর কাছ থেকে আমরাও আশীর্ব্বাদ চাইবো। একি যে সে শিশু!

৫ম প্রতিবেশী। আর সেই সঙ্গে সকলে বোল্‌বো—জয় গৌরীপ্রসাদের জয়—জয় নবজাত শিশুর জয়—জয় শিকারপুরের জয়!

(একে একে উপস্থিত প্রতিবেশীগণের প্রস্থান। স্বর্ণময়ী অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিলেন।)

গৌরী। মা স্বর্ণ, কাঁদো কেন মা! আজ এই আনন্দের দিনে চোখে জল কেন মা?

স্বর্ণ। এ দুঃখের জল নয় বাবা! বুকের ভিতর কি একটা অপূর্ব্ব আনন্দ ঠেলে ঠেলে উঠ্‌ছে—আর চোখ আমার বাধা মান্‌ছে না! বাবা, আমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি। কিছুই যেন বুঝেও বুঝ্‌তে পারছি না! যেন মনে হচ্ছে—একটা স্বপ্ন! একটা স্বপ্নের মধ্যে কি সব হয়ে যাচ্ছে—আর আমি যেন নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হয়ে তাই দেখে যাচ্ছি!

গৌরী। তোমার শরীর কি ভাল বোধ হচ্ছে না মা? না হ'বারই তো কথা। সদ্যঃ প্রসবের পর থেকে এখনও তো তুমি একটু বিছানায়ও শুলে না!

স্বর্ণ। না বাবা! শরীর আমার খুব সুস্থ—খুব ভাল আছে। বরং মনে হচ্ছে যেন আমার শক্তি আজ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে! কিন্তু সে কথা তো নয়! আজ পেয়াদার ভয়ে খিড়কী দিয়ে যখন কচুবনের ভেতরে গিয়ে বসলুম্, তখনও আমার শরীর কাঁপ্‌ছে। খালি মনে হচ্ছে, পেয়াদারা না জানি তোমায় কত অপমান করবে, বোধ হয় তারা চারিদিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দেবে, আর হয় ত আমারই কাছে এসে পড়বে! (শিহরিয়া উঠিলেন) তখন আমি কি করবো? চক্ষু বুজিয়ে একমনে শ্যামসুন্দরকে স্মরণ করতে লাগ্‌লুম্! এমন সময়ে কি একটা অপূর্ব্ব আলোর ছটায় বনভূমি আলো হয়ে উঠ্‌লো—আর আমি চেয়ে দেখি, আমারই পাশে শুয়ে আমার এই—

(অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে আর কথা বলিতে না পারিয়া দোলায় পূর্ব্ববৎ মৃদু মৃদু দোল দিতে লাগিলেন।)

গৌরী। (বিস্মিতভাবে) তাই তো মা—তাই তো! এতক্ষণ আমিও তো ভেবে দেখিনি, কি ভাবে কি হয়ে গেল। প্রসব বেদনা নেই—প্রসব হ'ল! ধাত্রী নেই—ধাত্রীর কোনও সাহায্যও নেই—অথচ—অথচ—তুমি সহজভাবেই আমার সোনারচাঁদকে কোলে করে গৃহে প্রবেশ করলে! বেদনা নেই—স্রাব নেই—নাড়িছেদ নেই—অথচ—অথচ—এ যে সব অদ্ভুত—অস্বাভাবিক—অলৌকিক ব্যাপার! আমিও যে বোকা বনে যাচ্ছি মা!

স্বর্ণ। বাবা, আজ আমার সমস্ত দেহ, সমস্ত মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়—আনন্দে চিৎকার করে বল্‌ছে—এ তোর সাধারণ ছেলে নয় স্বর্ণ, এ তোর সাধারণ ছেলে নয়! যার জন্যে তোর স্বামী গণ্ডী দিতে দিতে নীলাচলে গিয়েছিলেন, সেই নীলাচল-নাথকেই ফিরিয়ে এনেছেন্ তোর স্বামী! সেই নীলাচল-নাথই আজ তোর কোল আলো করে বসেছেন্। বাবা, মনে পড়ে আজ সেদিনকার কথা, যেদিন উনি এসে বল্‌লেন্—নীলাচলে জগন্নাথদেবের সম্মুখে দাঁড়াতেই কি একটা তীব্র জ্যোতিঃ এসে আমার অঙ্গে প্রবেশ করল, সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গের ক্ষত, ক্ষতের যন্ত্রণা সব যেন জুড়িয়ে গেল!

ওঁর এই কথা তন্ময় হয়ে শুন্‌ছি এমন সময়ে—ঠিক যেমন তীব্র জ্যোতির কথা উনি আমায় বল্‌ছিলেন—ঠিক্ ঠিক্ সেই রকম এক অত্যুজ্জ্বল তীব্র জ্যোতিঃ ওঁরই গা থেকে এসে মিলিয়ে গেল আমার দেহে! আর তারপরেই জান্‌তে পারলুম, আমি সন্তান-সম্ভবা! এখনও যেন আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি সেই জ্যোতিঃ—সেই আলো—এই শিশুর সর্ব্বাঙ্গে, এই শিশুর সর্ব্বদিকে—!

(স্বর্ণ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন শিশুর প্রতি)

গৌরী। (সাশ্চর্য্যে) বলিস্ কি মা ! বলিস্ কি !

স্বর্ণ। (স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়) হ্যাঁ বাবা ! আরও কত কি ! আরও কত কি দেখ্‌লুম—কত কি শুনলুম—এই দশ মাস দশ দিন— !

(চারিদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে—সন্তর্পণে)

হ্যাঁ বাবা ! আমার শ্বশুরবাড়ীর শ্যামসুন্দর স্বপ্নে এসে আমাকে নিজে বলে গেছেন্—আমি এসেছি, স্বর্ণ, আমি এসেছি। আমি এসেছি তোর কাছে !

(পুনরায় স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে, কাতরভাবে)

বাবা—বাবা—এ ছেলে থাক্‌বে তো ! বল বাবা—তুমি আশীর্ব্বাদ কর ! নয়তো আমি পাগল হয়ে যাবো— ।

গৌরী। (স্বর্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া) হ্যাঁ মা হ্যাঁ ! যিনি তোমাদের এত সাধনার ধন, যিনি তোমাকে আর আমার আনন্দ কিশোরকে এতখানি কৃপা করে নিজে এসে ধরা দিয়েছেন্— তিনি তোমাদেরই অঞ্চলনিধি হয়ে, আর্ত্ত-জীবের চোখের জল মুছিয়ে দেবেন্ ! এ আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি— !

*　　*　　*　　*

(চরাচর বিশ্ব অদৃশ্য হইয়া গেল। অন্তরীক্ষ হইতে স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্
এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম
নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥

ক্রমে এই শব্দ মিলাইয়া গেল ও ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইল—)

তৃতীয় দৃশ্য

শান্তিপুর। গ্রাম্য পথ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিতেছে। গ্রামবাসীগণ কেহ কেহ যাতায়াত করিতেছে। একজন বাউল একতারা হস্তে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে।

—গীত—

আ-নন্দ-ভবন চাঁদ অনুখন বাড়ল।
মন্দ-মধুর হাসে জনমন মোহিল॥
আধ আধ বুলি
আধ চরণে চলি
জনমন হরি কভু ভূমে পড়ি লুটাল।
গগনের চন্দ্রমা ভূমে পড়ি লুটাল॥
স্বর্ণময়ী চিত হরষে উছল।
আ-নন্দ-ভবন চাঁদ অনুখন বাড়ল॥
ধূলি-ধূসর অঙ্গে
ঠুমকি ঠুমকি রঙ্গে
চমকি আনন্দ-মন এ চাঁদ চলল,
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু নূপুর বাজল॥
আনন্দ-ভবন চাঁদ অনুখন বাড়ল॥

(কোনও কোনও পথিক ভিক্ষা দিল। কেহ বা দাঁড়াইয়া গীত শুনিতে লাগিল। বাউল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।)

চতুর্থ দৃশ্য

শান্তিপুর। আনন্দকিশোরের বাটীর সম্মুখভাগে শ্যামসুন্দরের মন্দির। মন্দিরের বদ্ধদুয়ারে বালক বিজয় করাঘাত করিতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বিজয়। (দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে) খোলো—খোলো বল্‌ছি। আমার ভাঁটা ফিরে দাও। শ্যামসুন্—ও শ্যামসুন্! শ্যামসুন্! খোলো বল্‌ছি দরজা! খুল্‌বে না? দেবে না আমার ভাঁটা? দেবে না? শ্যামসুন্, খোলো না, খোলো না তোমার দরজা। খোলো—খোলো—

(“বিজয়—ও বিজয়—” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রসাদ-হস্তে স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।)

স্বর্ণ। (বিজয়কে দেখিয়া) তাই বলি। চারদিক্ খুঁজে খুঁজে হায়রান্! বলি বিজয় আমার গেল কোথায়? আর তুমি কিনা এইখানে—

বিজয়। (সমভাবে দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে) খোলো বল্‌ছি খোলো—

স্বর্ণ। (নিকটে অগ্রসর হইয়া) ও কি? ও কি হচ্ছে বাপ্?

বিজয়। ছাখো না মা! কি দুষ্টু! আমার সঙ্গে খেল্‌তে খেল্‌তে আমারই ভাঁটা নিয়ে পালিয়ে এলো!

স্বর্ণ। কে পালিয়ে এলো বাবা?

বিজয়। কে আবার? ঐ যে দুষ্টু মন্দিরের ভেতর গিয়ে লুকিয়েছে।

(পুনরায় দ্বারে করাঘাত)

খোলো, ভাল চাও তো খোলো—ফিরিয়ে দাও আমার ভাঁটা—

স্বর্ণ। কে তোমার ভাঁটা নিয়েছে বাপ্ ?

বিজয়। শ্যামসুন্ গো শ্যামসুন্ ! অমন দুষ্টু আর কে আছে ? আবার ছাখো না মা, চুরি করে কেমন লুকিয়ে রয়েছে। ভেবেছে, আমার হাতে পার পাবে। দেখি কতক্ষণ তুমি পালিয়ে থাকো—! (পুনরায় দ্বারে করাঘাত) শ্যামসুন্—ও শ্যামসুন্—শ্যামসুন্—

স্বর্ণ। আঃ কি বল্‌ছ বাবা বিজয়! শ্যামসুন্দর তোমার ভাঁটা চুরি করেছে ?

বিজয়। হ্যাঁ গো মা, হ্যাঁ। তুমি তালাটা একবার খুলে দাও না। দেখি, ও কেমন আমার ভাঁটা রাখে! দাওনা মা, দাওনা!

স্বর্ণ। (বিজয়কে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া লইয়া) আরতির প্রসাদ নিয়ে তোমায় কত খোঁজাখুঁজি করে বেড়াচ্ছি। এসো বাবা। প্রসাদ নাও। এখনও কিছু খাওনি। খেয়ে নাও। তারপর দরজা খুলিয়ে দিচ্ছি।

বিজয়। না।

স্বর্ণ। ছি বাবা, এই নাও, ধর—

বিজয়। না।

স্বর্ণ। নাও বাবা, প্রসাদ ফেল্‌তে নেই! আগে খেয়ে নাও।

বিজয়। না।

স্বর্ণ। কথা শোনো—শুন্‌তে হয়।

বিজয়। না খাবনা, খাবনা, খাবনা। আমি কিছুতেই খাব না। আমি কিচ্ছুটী খাব না। আগে দরজা খুলিয়ে দাও—শ্যামসুন্ আগে আমার ভাঁটা ফিরে দিক্—

(দৌড়াইয়া গিয়া আবার দ্বারে জোরে জোড়ে করাঘাত। জনৈকা প্রতিবেশিনী ও পূজারীর প্রবেশ।)

পূজারী। কি হয়েছে গো বিজযের মা!

স্বর্ণ। (মস্তকে অর্দ্ধাঞ্চল টানিয়া) কি আর বল্‌বো! বিজয়কে নিয়ে আর তো পারি না। একটার পর একটা বায়না। বল্‌লে শুন্‌বে না, বোঝালে বুঝ্‌বে না। বলে শ্যামসুন্দর ওর ভাঁটা চুরি করেছে। ফিরে না দিলে ও আর কিচ্ছুটী মুখে দেবে না। বলুন্ তো ঠাকুর মশাই, এ কি অনাছিষ্টির কথা!

পূজারী। ভেতরবাড়ী থেকে দরজার শব্দ শুনে ছুটে এলাম। বলি, দরজায় এখন কে ঘা দেয়? তা তোমার বিজয়েরই এই কাণ্ড!

(বিজয়ের নিকটে গিয়া হাত ধরিয়া ফিরাইয়া আনিয়া)

কি করছো বাবা বিজয়! মন্দিরের দরজাটি যে ভেঙ্গে যাবে?

বিজয়। ইস্! আমি নাকি অত বড় দরজা ভাঙ্‌তে পারি?

পূজারী। তবে কেন দরজায় ঘা দিচ্ছ?

বিজয়। বারে! আমার ভাঁটা চুরি করে ভেতরে গিয়ে লুকিয়ে আছে যে!

পূজারী। কে?

বিজয়। কে আবার? মা'কে তো বল্‌লুম। শুন্‌তে পেলেন্ না?

পূজারী। (সহাস্যে) শ্যামসুন্দর?

বিজয়। হুঁ গো হুঁ! (হঠাৎ পূজারীর হাতটি চাপিয়া ধরিয়া) একবারটি দরজাটা খুলুন্ না ঠাকুরমশাই! একবারটি খুলুন্।

পূজারী। আচ্ছা বিজয়, এ তুমি কি বল্ছো? শ্যামসুন্দর কি কখনও তোমার ভাঁটা নিতে পারে?

বিজয়। কেন পারবে না?

পূজারী। ও যে পাথরের বিগ্রহ দেখ্ছো না? ও কি করে তোমার ভাঁটা নেবে বিজয়?

বিজয়। বারে! পাথরের যদি তবে আমার সঙ্গে এতক্ষণ খেলা কর্‌লো কেমন করে?

পূজারী। তোমার সঙ্গে খেলা কর্‌লো?

বিজয়। কর্‌লো না? তবে ভাঁটা নিয়ে পালালো কি করে?

পূজারী। না বিজয়ের মা! তোমার এ ছেলেকে আমি পারলুম্ না। এর দুষ্টুমিরও অন্ত নেই। একে বোঝাবার ক্ষমতাও আমার নেই। (প্রস্থানোদ্যত)

বিজয়। (কাতরভাবে) ও ঠাকুরমশাই, যাবেন্ না, যাবেন্ না। দরজাটা একবার খুলুন্! আমি মিথ্যা কথা বলি না। একবার খুলুন্।

(অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া পূজারীর প্রস্থান। বিজয় তাঁহার দিকে অভিমানভরে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

স্বর্ণ। এখন এ ছেলেকে নিয়ে আমি কি করি পিসি?

প্রতিবেশিনী। কি আর করবে বাছা। ছেলেমানুষে অমন পাঁচটা বায়না ধরে। আবার পাঁচ কথায় ভুলিয়েও নিতে হয়।

স্বর্ণ। এ কি ভোলবার ছেলে, হারাণের পিসি! ওই যে জিদ্ ধরলে, ওকি সহজে ছাড়বে! আচ্ছা বলতো হারাণের পিসি, ওর কথা শুনে মন্দিরের দরজা যদি খুলে দি, এখনই তো গিয়ে শ্যামসুন্দরকে ধরে টানাটানি করবে। তারপর? ভাঁটা পাবে কোত্থেকে? মাঝখান্ থেকে ঠাকুর ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে তো?

প্রতি। না, না। দরজা খুলবে কেন?

স্বর্ণ। তা নয় তো ওই যে কিছু খাবে না বললে, ওই কথাই ও ধরে থাকবে। কার সাধ্যি ওকে আর কিছু খাওয়ায়।

প্রতি। তা'বলে উপোস করে থাকবে?

স্বর্ণ। থাকবেই। এমন জিদ্ আমি ভূ-ভারতে দেখিনি। এখন আমি কি করি বল দেখি?

প্রতি। তা বাছা! সত্যি কথা বলতে কি তোমার বিজয়ের সবই যেন ছিষ্টিছাড়া। গাঁয়ের আর পাঁচটা ছেলের মত তো তোমার বিজয় নয়! যেখানেই সাধু সন্ন্যাসীর আড্ডা, সেইখানেই দেখি গিয়ে বসে আছে তোমার এই বিজয়। সেদিন অত রাত্তিরে দেখি, তোমার এইটুকু ছেলে কিনা একলা বাড়ী ফিরছে ও পাড়া থেকে। একটু ভয় নেই, ডর্ নেই গা! বলে, কেষ্টযাত্রা শুনে ফিরছে। আমি তো ভেবে পাই না, কেমন করে তুমি ওকে একলা ছেড়ে দাও।

স্বর্ণ। আমি কি ছেড়ে দি পিসি, না ওকে ছেড়ে একদণ্ড তিষ্ঠুতে পারি? ওই তো পালিয়ে পালিয়ে ওই সব করে বেড়ায়। কাল সন্ধ্যে থেকে রাত পর্য্যন্ত ও কোথায় ছিলো একবার জিজ্ঞেস্ করো দেখি? আমি তো সারাপাড়া 'বিজয়' 'বিজয়' করে কেঁদে মরি!

শেষে দেখি কি জানো? ছেলে আমার ভাগবত পাঠ শুন্‌ছেন্‌ গোবিন্দ গোঁসায়ের চণ্ডীমণ্ডপে!

প্রতি। যাও বাবা বিজয়! মা'র কথা শুন্‌তে হয়। যাও খাওগে। জিদ্‌ করতে নেই। মা ডাক্‌ছে যাও।

স্বর্ণ। (হস্ত আকর্ষণপূর্ব্বক) এসো বাবা!

বিজয়। (শক্ত হইয়া) আমি খাব না।

স্বর্ণ। দেখ্‌লে তো?

প্রতি। মা এত করে বল্‌ছে, কেন খাবে না বাবা?

বিজয়। আমার ক্ষিদে নেই। আমি খাব না।

প্রতি। তবে কি করবে?

বিজয়। ঘুমুবো। আমার ঘুম পেয়েছে।

(প্রতিবেশিনী স্বর্ণকে ইসারা করিয়া বিজয়কে লইয়া যাইতে বলিল)

স্বর্ণ। বেশ। না খাও, ঘরে চলো। রাত হয়েছে! (বিজয়কে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে যাইতে স্বগতঃ) কর্ত্তা স্বর্গে যাবার পর থেকে এ আমার কি হোলো বল দেখি হারাণের পিসি! একে একদণ্ড ছেড়েও থাকৃতে পারি না, কাছে রেখেও নিশ্চিন্ত নই। শ্যামসুন্দর! তোমার মনে কি আছে, তুমিই জানো!

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

শান্তিপুর। আনন্দকিশোরের বাটীর অন্দরে শয়নকক্ষ। কক্ষের একপার্শ্বে একখানি খাট। দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণের পট, নিতাই গৌরের পট ও একখানি আচার্য্য ও সীতাঠাকুরাণীর পট ঝুলিতেছে। কক্ষের এককোণে একটী পিলসুজের উপর মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছে। বিজয়কৃষ্ণের সহিত কথা বলিতে বলিতে স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।

স্বর্ণ। এই সেদিন তুমি আন্‌কোরা নতুন কাপড়খানা ছিঁড়ে এক কৌপীন্ তৈরী করে ফেল্লে। আব সেই কৌপীনখানা পরেই খালি গায়ে ঐ মাঠে যে সব সন্নিসী এসেছিলেন্ তাঁদের মাঝখানে গিয়ে কতকগুলো ছাইভস্ম মেখে বসে রইলে। এ সব কি করতে আছে বাবা? এতে আমার মনে কত কষ্ট হয়!

বিজয়। কেন? কষ্ট হ'বে কেন?

স্বর্ণ। কষ্ট হ'বে না? শিষ্য যজমান্ বাড়ী থেকে যা আসে, তাইতে কোনওরকমে আমাদের চলে যায। এতে তুমি যদি নতুন নতুন কাপডগুলো অমন করে ছিঁডে ফ্যালো, তা'হলে কত ক্ষতি হয় বলত বাবা! আবার কবে কে দেবে, তবে না?

বিজয। নাই বা দিলে? আমার তো কৌপীন্ আছে। বেশ মজা করে প'রে সন্নিসী সাজ্‌বো। হ্যাঁ মা, ওই সন্নিসীরা বেশ, না? ওঁরা কোথায় থাকেন্?

স্বর্ণ। ওঁরা আবার কোথায় থাক্‌বেন্? ওঁরা কি আমাদের মত সংসারী যে ঘরবাডী করে থাক্‌বেন্? ওঁরা দেশে দেশে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান্। ওঁরা বনে জঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে বসে

ভগবান্‌কে ডাকেন্। আমাদের মত ঘরবাড়ী বেঁধে সংসার তো করবেন্ না?

বিজয়। (সাগ্রহে) মা!

স্বর্ণ। কি বাবা?

বিজয়। আমি সন্নিসী হব!

স্বর্ণ। ছি বাবা, ওকথা মুখে আন্‌তে নেই। তুমি আমার কাঙালের ধন, নয়নের মণি। তুমি কোন্ দুঃখে সন্নিসী হবে। এখন্ চলো। রাত্তির হয়ে গেল। খাবে চলো।

বিজয়। (গম্ভীর হইয়া) আবার!

স্বর্ণ। (যেন কিছুই মনে নাই এইভাবে) কি আবার?

বিজয়। বারে! এই তো বল্‌লুম্। আমার ক্ষিধে নেই, আমি খাব না। ব্যস্।

স্বর্ণ। দেখ বাবা। মা'র কথা শুন্‌তে হয়। তুমি কত ভাল ছেলে! মা'র কথা অমান্যি করলে পাপ হয়, জানো না?

বিজয়। কেন জান্‌বো না? আমি কি তোমার কথা অমান্যি করি?

স্বর্ণ। করো না? তোমাকে রোজ বলি, খেলাধূলা করে সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরবে। সে কথা শোন? যেখানে কেষ্টযাত্রা, রামায়ণ-গান, ভাগবৎ-পাঠ, বারোয়ারী, যাত্রাগান সেইখানে গিয়েই তো বসে পড়বে। আর একবার বস্‌লে তো বাড়ীর কথা মনেই থাকে না। এই মা'টীর মনে কত ভাবনা হয়, তাও মনে হয় না? অত রাত্তিরে একলা একলা বাড়ী ফিরতে ভয়ও করে না তোমার?

বিজয়। কেন? ভয় কিসের? যেখানে যত রাত্তিরই হোক্ না কেন, তুমি তো আমাকে বাড়ী আন্‌বার জন্যে লোক পাঠাও।

স্বর্ণ। (সবিস্ময়ে) আমি লোক পাঠাই? সে কি?

বিজয়। (সহাস্যে) হুঁ হুঁ! মনে করেছো, আমি কিছু জানি না!

স্বর্ণ। কি জানো? আমি রোজ লোক পাঠাই?

বিজয়। তা না তো কি? পরশুদিন দুর্গাপুর থেকে কে আমাকে আনালে?

স্বর্ণ। (সবিস্ময়ে) দুর্গাপুর! সে তো আটক্রোশ পথ? পরশু তুমি সেই দুর্গাপুরে গিয়েছিলে?

বিজয়। তা না তো কি? ওখানে খুব ভালো যাত্রা ছিল যে! শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়িছি। তারপর অনেক রাত্তিরে তোমার সেই লোক—যাকে রোজ রাত্তিরে আমাকে আন্‌তে পাঠাও, সে হাতে লণ্ঠন নিয়ে খড়মের চট্‌পট্ শব্দ করতে করতে এসে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বল্‌লে—"চল, এখন বাড়ী চল।" চেয়ে দেখি, যাত্রা কখন্ ভেঙ্গে গেছে, লোকজন সব চলে গেছে। ফরাসের ওপর আমি একলা শুয়ে আছি।

স্বর্ণ। (সভয়ে) তারপর?

বিজয়। তারপর সে আমাকে তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ী আস্‌বার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগ্‌লো।

স্বর্ণ। (সভয়ে) তারপর?

বিজয়। তাবপর আর কি? ওর সঙ্গে বাড়ী চলে এলুম্। আগাগোড়া সে আমাকে লণ্ঠন ধরে পথ দেখিয়ে বাড়ী পর্য্যন্ত

এগিয়ে দিয়ে তবে গেল। আচ্ছা মা, আমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সে ঐ তালগাছটায় উঠ্‌লো কেন?

স্বর্ণ। (শিহরিয়া বিজয়কে কোলের নিকট টানিয়া লইয়া) বাবা বিজয়! আর কখনও রাত্তিরে বেরিও না বাপ্‌! এই শান্তিপুরে অনেক ব্রহ্মদৈত্য বাস করে। কোন্‌দিন একলা পেয়ে ঘাড় মট্‌কে মেরে ফেল্‌বে। লক্ষিটী বাপ্‌, আর কক্ষণো রাত্তিরে একলা বেরিও না!

বিজয়। কেন মা? ও তো কোনদিন আমায় ঘাড় মট্‌কায়নি। ওতো খুব ভালো। ও কতবার আমাকে কত বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। সেদিন আমাদের দলের সঙ্গে আর এক দলের খুব ঝগ্‌ড়া মারামারি হচ্ছিল। ও যদি দলের ভেতর থেকে আমাকে টেনে বার করে না আন্‌তো, তা'হলে আমার কি আর রক্ষে ছিল! ওপাড়ার ছেলেরা আমাকে মেরে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে ফেল্‌তো। হুঁ!

স্বর্ণ। শ্যামসুন্দরের দয়া, তাই তুমি আর কা'রো হাতে পড়নি। পড়লে আর রক্ষে ছিল না বাবা। ঠাকুর শ্যামসুন্দর! এ ছেলেকে তুমিই রক্ষে কোরো ঠাকুর! তুমিই রক্ষে কোরো! (প্রণাম)

বিজয়। তিনি কে মা?

স্বর্ণ। তিনি কে আমি বুঝেছি। উনি আমাদের কুলদেবতা শ্যামসুন্দরের পূজারী ছিলেন্। নাম ছিল পুরন্দর ঠাকুর। শ্যামসুন্দরের সেবার-জিনিষ উনি অপহরণ করতেন্ বাবা। সেই অপরাধেই এই গতি পেয়েছেন। সে যাক্! এখন খাবে এসো! আর কত রাত করবে?

বিজয়। (সক্রোধে) আবার!

স্বর্ণ। বুঝেছি ! তোমার 'হাঁ' কে "না" করবো এ ক্ষমতা তো আমার নেই ! বেশ, তোমার খাবাব এই ঘরেই ঢাকা দিয়ে রাখ্‌ছি ! ক্ষিধে পায়, ইচ্ছে হয়, উঠে খেও। এখন শোবে এসো ! *

(শয্যা বিছাইয়া বিজয়কে শয়ন করাইলেন। পরে রন্ধনশালা হইতে খাবার আনিয়া কক্ষের এক কোণে যত্নপূর্ব্বক ঢাকা দিয়া উহার সম্মুখে একখানি আসন পাতিয়া রাখিলেন। পার্শ্বে এক গ্লাস জলও ঢাকা দিয়া রাখিলেন। পরে ঠাকুর-প্রণাম করিয়া বিজয়ের পার্শ্বে শয়ন করিলেন। ক্রমে উভয়েই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।...

কক্ষের মধ্যে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ আসিয়া পড়িতে লাগিল। সেই জ্যোতিঃ ক্রমে বালক বিজয়কৃষ্ণের দেহটীকে উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। ঐ জ্যোতির মধ্যে দেখা গেল বালক শ্যামসুন্দর সন্তর্পণে এদিক্‌ ওদিক্‌ চাহিতে চাহিতে নিঃশব্দ পদক্ষেপে ধীরে ধীরে নিদ্রিত বিজয়ের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

* এই সময় হইতে শ্যামসুন্দরের প্রবেশকাল পর্য্যন্ত নেপথ্যে সুমধুর বেহাগ ধীবে ধীরে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

শ্যাম। (চাপাকণ্ঠে) বিজয়! (বিজয় নিদ্রা যাইতেছে)

শ্যাম। বিজয়!

(বিজয় নিঃশব্দে নিদ্রা যাইতেছে)

শ্যাম। (বিজয়ের নিকটে গিয়া) বিজয় ওঠো।

বিজয়। (নিদ্রা-বিজড়িত কণ্ঠে) কে ?

শ্যাম। আমি এসেছি! ওঠো!

বিজয়। (পূর্ব্ববৎ) কে এসেছো ?

শ্যাম। চেয়ে দ্যাখো!

বিজয়। (অৰ্দ্ধ জাগরিত অবস্থায় অর্দ্ধোত্থিত হইয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে শ্যামসুন্দরকে দেখিয়া) শ্যামসুন্...... !

শ্যাম। (ঈষদ্ধাস্যে) হাঁ। আমি। তোমার শ্যামসুন!

বিজয়। (ধড়্‌মড়্‌ করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া দুইহাতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে) শ্যামসুন্‌! তুমি! তুমি এসেছো!

শ্যাম। হ্যাঁ বিজয়। না এসে যে থাকৃতে পারিনি ভাই!

বিজয়। কেন শ্যামসুন্‌ ?

শ্যাম। তুমি যে কিছু খাওনি ? তুমি যে উপবাসী রয়েছ ?

বিজয়। (অভিমানভরে) তা'তে কি ?

শ্যাম। তুমি না খেয়ে শুয়ে আছো, এতে আমার কষ্ট হয় না ?

বিজয়। (অভিমানভরে) আমি খাইনি, তা'তে তোমার কষ্ট হ'বে কেন ?

শ্যাম। হ'বে না ? তুমি খাওনি বলে আমিও যে খাইনি ভাই। আমিও যে উপবাসী রয়েছি। পূজারী আমার ভোগ আরতি

করে গেল। দেখে এসো, আমি এখনও কিচ্ছুটী মুখে দিইনি ভাই!

বিজয়। (বিজয় কাঁদিয়া ফেলিল) শ্যামসুন্! ভাই! আমার জন্যে তুমি এখনও না খেয়ে আছো? আমাকে এত ভালবাসো শ্যামসুন্?

শ্যাম। বাস্‌বো না! তুমি আমি কি ভিন্ন? তোমা ছাড়া কি আমি থাক্‌তে পারি, না কখনও থাক্‌তে পারবো? এই তো আমাদের খেলার সুরু বিজয়! এখনও জীবনভোর কত খেলা খেল্‌তে হ'বে আমাদের। কত খেলা! এখনই আড়ি দিলে চল্‌বে কেন ভাই?

বিজয়। আমি তো আড়ি দিইনি শ্যামসুন্।

শ্যাম। তবে আমাকে না খেতে দিয়ে উপবাসী করে রেখেছ কেন? আমার বুঝি কষ্ট হয় না?

বিজয়। আমার যে রাগ হয়েছিল?

শ্যাম। (স্মিতহাস্যে) ভাঁটার জন্যে? আমাদের খেলায় এবপর কতবার তোমার কত ভাঁটা লুকোবো! তবে না খেলা জম্‌বে! এখনই এত রাগ করলে চল্‌বে কেন ভাই? কাল সকালে মন্দিরের দরজা খুলেই পূজারীঠাকুর তোমার ভাঁটা ফিরিয়ে দেবে'খন। তা'হলেই হ'বে তো?......

(বিজয় কাঁদিতেছে)

কাঁদ কেন ভাই বিজয়?

বিজয়। তুমি যে এখনও খাওনি শ্যামসুন্! আমার জন্যে তোমার কত কষ্ট হয়েছে! আর আমি কখ্‌খনো তোমার ওপর রাগ করবো না। আমার ভাঁটা নিলেও না।

শ্যাম। তবে খেতে বোসো।

বিজয়। আগে তুমি খাও।

শ্যাম। বেশ তো! দু'জনেরই তো ক্ষিধে পেয়েছে। এসো না, দু'জনেই খাই।*

(উভয়ে খাবারের ঢাকা খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। সহাস্যে এ উহার মুখে, ও ইহার মুখে গ্রাস তুলিয়া দিতে লাগিল)

শ্যাম। (আহারান্তে উঠিয়া সহাস্যে চাপাকণ্ঠে) আমি পালাই—শীগ্‌গির শুয়ে পড়ো! নয়তো মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যাবে!

(বিজয় মায়ের দিকে ফিরিয়া চাহিতেই শ্যামসুন্দরের অন্তর্ধান। পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিঃও অদৃশ্য। বিজয় তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল)

স্বর্ণ। (নিদ্রারঘোরে) বিজয়, ঘুমুতে ঘুমুতে কি সব বলাবলি করছো? ঘুমাও বাপ্।

বিজয়। এই তো ঘুমুচ্ছি মা।

(বিজয় ও স্বর্ণ নিদ্রা যাইতে লাগিল। †

* নেপথ্যে—আহারের শেষ পর্য্যন্ত জয়জয়ন্তীর মধুর আলাপ শ্রুত হইতে লাগিল।

† এইস্থল হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুনরায় জয়জয়ন্তীর আলাপ।

কিঞ্চিৎ পরে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দ পাদক্ষেপে চতুর্দ্দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে একে একে তিনজন ভীষণ-দর্শন দস্যুর প্রবেশ। উহাদের একজন গৃহের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। অপর দুইজন ধীরে ধীরে শয্যার নিকট আসিল। ইহাদের একজন নিমেষের মধ্যে নিদ্রিত বিজয়ের মুখ চাপিয়া ধরিল। অপর দস্যুটী সঙ্গে সঙ্গে বিজয়কে "পাঁজাকোলা" করিয়া তুলিয়া লইল। পরে ক্ষিপ্রগতিতে বালক বিজয়কে লইয়া তিনজন দস্যুই অদৃশ্য হইয়া গেল।

স্বর্ণময়ী অঘোরে ঘুমাইতেছেন।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

ডাকাতে-কালীর মন্দির। চতুর্দ্দিকে গভীর অরণ্য। সম্মুখে মন্দির-অভ্যন্তরস্থ কালী-বিগ্রহ দেখা যাইতেছে। মন্দিরদ্বারের উভয় পার্শ্বে বসিয়া দুইজন দস্যু ধুনুচিতে ধুনা জ্বালিয়া দিতেছে। মন্দির মধ্যে বিগ্রহ-পূজার পুষ্প নৈবেদ্যাদি থরে থরে সাজানো হইতেছে। দেবীর সম্মুখে অঙ্গনের মধ্যস্থলে যূপকাষ্ঠ। পার্শ্বে একখানি বৃহৎ খাঁড়া রক্ষিত। দস্যুসর্দ্দার ভৈরব ও পূজারী-ব্রাহ্মণে কথোপকথন চলিতেছে। কাল—রাত্রি।

দস্যুসর্দ্দার ভৈরব। কেমন ঠাকুর, পূজোর জন্যে যা যা বলেছ, সব ঠিক্ ঠিক্ পেয়েছ তো?

পূজারী। তা আর পাবো না? বলি পূজোটা কা'র দেখ্তে হ'বে তো! এতো আর রামা শ্যামা গরীব গেরস্তর পূজো নয় যে, চাল আন্‌তে কলা নেই, কলা আন্‌তে মূলো নেই, শেষ পর্য্যন্ত মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ করে, মূল্য ধরে কোনরকমে সেরে নিতে হ'বে! এ হোলো গিয়ে ষোড়শোপচারে মায়ের পূজো—আর বলি তো বলি নরবলি! কালী-করালবদনী! আজ তোর নররক্তের তৃষ্ণা প্রাণভরে মিটিয়ে নে মা! ভৈরব সর্দ্দারের মনস্কামনা পূর্ণ কর্।

ভৈরব। হাঁ। মায়ের পূজোর কোনও ত্রুটী না হয় ঠাকুর। এ আমাদের মান্‌সিক পূজো। মা আমাদের ডাক্‌লে কথা শোনে। এখানে ফাঁকী চল্‌বে না, তা বলে দিলুম্। এবার ডাকাতি করতে যাবার আগে বলে গিয়েছিলুম—'দেখিস্ মা! এই ডাকাতিটা করে যদি ফিরতে পারি, তবে ষোড়শোপচারে তোর পূজো দিয়ে

নিজের হাতে তোর কাছে নরবলি দেব। অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালকের তাজা রক্তে তোকে অভিষিক্ত করবো।' আজ মা আমাদের মুখ তুলে চেয়েছেন্। মা আমাদের কথা শুনেছেন্। জীবনে এতবড় ডাকাতি আমি কখনও করিনি, আর এত ধন দৌলতও কখনও লুটতে পারিনি। ঠাকুর! মায়ের পূজোয় কোনও ক্রুটী না হয়! আজ তোমায় দক্ষিণে যা দেব, তা'তে জীবনে আর তোমার পূজো করে খেতে হ'বে না।

পূজারী। তাহ'লে সব প্রস্তুত?

ভৈরব। সব প্রস্তুত।

পূজারী। ব্রাহ্মণবালককে স্নান করিয়ে আন্তে পাঠিয়েছো?

ভৈরব। এই তো পাঠালুম্ ঠাকুর!

পূজারী। বেশ! তবে পূজোয় বসি?

ভৈরব। বসুন্। আর বিলম্ব কিসের? দেখ্ছো না ঠাকুর, মা'র আমার আর বিলম্ব সইছে না!

পূজারী। তথাস্তু।

(পূজারী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজায় বসিলেন। মন্দিরদ্বার পার্শ্বে পূর্ব্বমত দুইজন দস্যু ধূপধুনা জ্বালিতে লাগিল। ভৈরব মন্দির দ্বারে জোড়হস্তে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট রহিল। পূজারী পূজা করিতে লাগিলেন। কয়েকজন দস্যু অঙ্গনের

উভয় পার্শ্বে আসিয়া জোড়করে
দাঁড়াইয়া পূজা দেখিতে লাগিল।
পূজারী ধ্যান করিতেছেন—)

পূজারী। (ধ্যান) ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ বামাধোর্দ্ধ করাম্বুজাম্।
অভয়াং বরদাং চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃ পাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্ত-মুণ্ডালীগলদ্রুধির চর্চ্চিতাম্॥

(ভৈরবের সহিত অন্যান্য দস্যুগণ
'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিতেছে।
উহারা থামিলে মন্ত্র শুনা যাইতেছে—)

শবরূপ-মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্।
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্॥

(পূজারী স্বীয় মস্তকে পুষ্প
রাখিলেন। এমন সময়ে বালক
বিজয়কে স্নান করাইয়া দুইজন দস্যু
তাহাকে ধরিয়া আনিয়া মন্দির দ্বারে
উপস্থিত করিল। সকলের 'মা'
'মা' বলিয়া চীৎকার।)

পূজারী। ওঁ চামুণ্ডামট্টহাসাং বিকটিতদশানাং ভীমবক্ত্রাং
ত্রিনেত্রাং নীলাম্ভোজ প্রভাভাং প্রমুদিতবপুষং
নারমুণ্ডালিমালাম্। খড়্গং শূলং কপালং নরশিখরখচিতং

খেটকং ধারয়ন্তীং প্রেতারূঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং
ভাবয়েচ্চণ্ডরূপাম্ ।

(ধ্যানান্তে উঠিয়া আসিয়া বালক
বিজয়ের মস্তকোপবি ধেনুমুদ্রা
প্রদর্শনপূর্ব্বক—)

ওঁ এহ্যেহি জগতাং মাতর্জননী জগতাং গৃহ্ণ গৃহ্ণ
ইমং বলিং সিদ্ধিং দেহি দেহি শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু
সর্ব্বসত্বং মে বশমানয় ওঁ শ্রীং দক্ষিণাকালিকায়ৈ স্বাহা
এষ বলির্নমঃ ।

(পূজারীর ইঙ্গিতে বিজয়কে
যূপকাষ্ঠের নিকট আনযন করা হইল।
ভৈরবও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিয়া
যূপকাষ্ঠের নিকট দাঁড়াইল ।)

ভৈরব। (অন্যান্য দস্যুদিগের প্রতি) ভাই সব, হুঁসিয়ার! চারদিকে নজর রাখ্!

১ম দস্যু। ভয় নেই সর্দ্দার! এ জঙ্গলে যমও সাহস করে আস্‌তে পারবে না ।

ভৈরব। তা জানি। কিন্তু তবু সাবধান্! আমার মনে বল্‌ছে, শুভকর্ম্মে অনেক বাধা আসে। জঙ্গলেব চারদিকে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা সব ঠিক্ আছে তো?

২য় দস্যু। আলবৎ। কা'র ঘাড়ের ওপর মাথা আছে তোমার কথা অমান্যি করবে সর্দ্দার!

ভৈরব। তবে আর বিলম্ব কি ঠাকুর! তোমার পূজা শেষ করে নাও। আজ এই ব্রাহ্মণ-বালকের তাজা রক্তে মা'কে তৃপ্ত করতে পারলে, মা'র প্রসাদে আমরা দুনিয়ার দৌলত্ লুটে নেব। জয় মা!

(সকলের চীৎকার "জয় মা"। পূজারী যূপকাষ্ঠের নিকটে আসিয়া খড়্গে পুষ্প দিয়া—)

পূজারী। খড়্গায় নমঃ। তীক্ষ্ণধারায় শুদ্ধায় তস্মৈ খড়্গায় তে নমঃ। ওঁ কালি কালি বিকটদংষ্ট্রে করালিনি শত্রূন্ খাদয় খাদয় ছেদয় ছেদয়, মারয় মারয়, কালি কালি পিব পিব রুধিরং কালিকায়ৈ নমঃ।

(পূজারী খড়্গ দুই হস্তে তুলিয়া বিজয়ের স্কন্ধে স্পর্শ করাইল। পরে ঐ খড়্গ ভৈরবের হস্তে দিল। সকলের চীৎকার "মা" "মা"—। বিজয়ের মস্তক যূপকাষ্ঠে রক্ষা করা হইল। পূজারীর ইঙ্গিতে ভৈরব দুইহস্তের বজ্রমুষ্টিতে খড়্গ ধারণ করিয়া উহা শূন্যে তুলিতেই নেপথ্যে চিত্তবিভ্রমকারী বিকট হাস্য শোনা গেল। ভৈরব খড়্গ শূন্যে উত্তোলন করিয়া ক্ষণেকের জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বিজয়ের উপর খড়্গাঘাত করিবার পূর্ব্বেই চকিতের মধ্যে এক দীর্ঘাকার, রুক্ষকেশ, আরক্তলোচন ভীষণদর্শন পুরুষ

অট্টহাস্যে দিগ্বিদিক্ প্রকম্পিত করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া ভৈরবের হস্ত হইতে খড়্গ ছিনাইয়া লইয়া উহা এরূপ ভীষণবেগে চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে লাগিল যে ভৈরব, পূজারী এবং অন্যান্য দস্যুগণ সভয়ে 'উন্মাদ' 'উন্মাদ' বলিয়া চীৎকার কবিতে করিতে যে যেদিকে পারিল পলাইয়া গেল। অট্টহাস্য করিতে করিতে ঐ পুরুষ ছুটিয়া যূপকাষ্ঠের নিকট আসিয়া—)

পুরুষ। (বিজয়ের মস্তক যূপকাষ্ঠ হইতে মুক্ত করিতে করিতে) কৃষ্ণ রে আমার! আয় বাপ্!

(বিজয়কে স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া অট্টহাস্য। পরে মন্দিরের সম্মুখে ছুটিয়া গিয়া বিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া—)

ওরে আমার মা যশোদা! আজ ছেলের রক্ত খাবার জন্যে ছিন্নমস্তা সেজে এসেছিস্! রাক্ষুসী! চেয়ে দ্যাখ্। নিয়ে গেলুম্ তোর কৃষ্ণকে! কাঁদ্—বেটী কাঁদ্! আমার কৃষ্ণের বিজয় দেখে আমি হাসি—আর তুই কেঁদে মর্!

(অট্টহাস্য। পরে বিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া—)

কাদ্‌ছিস্! আয়—আয়—সঙ্গে আয়—আমার বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে আয়—

(বিজয়কে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শান্তিপুর। পথ। পথের দুইপার্শ্বে সারি সারি বৃক্ষের অন্তরালে মহকুমা ডেপুটী ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। ঈশ্বর ঘোষাল এই সদরপথে দাঁড়াইয়া হস্তে এক প্রকাণ্ড চাবুক লইয়া আস্ফালন করিতেছেন। সম্মুখে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া আছে তাঁহার সহিস। ঈশ্বর ঘোষালের তর্জন গর্জনে ভয়ে তাহার দেহ থর্ থর্ করিয়া কম্পিত হইতেছে। কাল—অপরাহ্ন।

ঈশ্বর ঘোষাল। তোরা দু' দুটো সহিসে মাসের পর মাস মাইনে নিচ্ছিস্, আর কাঁড়ি কাঁড়ি অন্ন ধ্বংস করছিস্ কি এই জন্যে? এ্যা!

সহিস। দোহাই হুজুরের। আমাদের কোনই কসুর নেই।

ঈশ্বর। বটে! তোদের কোনও কসুর নেই। কসুর কি তবে আমার? পাজী, বেত্‌মিজ্‌, আজ তোদের চাবুকে সিধে করবো! আমার এত দামের ঘোড়া, সখ্ করে কিনে এনে তোদের দু' দুজনকে রেখেছি তার তোয়াজ করবার জন্যে। আর আজ কিনা, সেই ঘোড়াকে ঘোড়াই লোপাট্! (বেত্রাঘাত) জানিস্, আমার নাম ঈশ্বর ঘোষাল! আমার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়!

সহিস। জানি হুজুর!

ঈশ্বর। তবে! এখন বল্, আমার ঘোড়া কোথায়?

সহিস। সত্যি বল্‌ছি হুজুর!

ঈশ্বর। বল্‌!

সহিস। এই আমি আর কালু, তা'কে দলাই মলাই করে, চান্‌ করিয়ে, ছোলা দিয়ে, যেমন বেঁধে রেখে রোজ খেতে যাই, তেমনি আজও আমরা দু'জনে খেতে গিয়েছিলুম্‌। ফিরে এসে দেখি, আস্তাবল খালি! ঘোড়া নেই! তখনই আমরা দু'জনে ছুটে বেরিয়ে যাই খুঁজ্‌তে। সারাদিন কোথাও তার খোঁজ্‌ না পেয়ে হুজুরকে এসে খবর দিয়েছি!

ঈশ্বর। (চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া) আর কালু কোথায়? তাকে দেখ্‌ছি না কেন?

সহিস। সে এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে হুজুর!

ঈশ্বর। হুঁ! সন্ধ্যে হয়ে এল, এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে! আমাকে বোকা বোঝাচ্ছিস্‌, না? একটা সিকি নয়, দোয়ানি নয়, একটা জলজ্যান্ত চারপেয়ে ঘোড়া! কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আস্তাবল থেকে উবে গেল? না? (চাবুকের আঘাত) বল্‌ বেটা পাজী, সত্যি কথা বল্‌। তোরা দু'জনে ষড়যন্ত্র করে টাকার লোভে আমার ঐ দামী ঘোড়াটাকে আল্‌বৎ বিক্রী করেছিস্‌!

সহিস। না হুজুর! না। আপনি আমার মা বাপ্‌, আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি—

ঈশ্বর। (পা সরাইয়া লইয়া) খবর্‌দার্‌! আমার পায়ে হাত দিবি না বেটা মিথ্যেবাদী, চোর, নেমক্‌হারাম্‌। আমি আজই যদি তোদের হাজতে চালান্‌ না দি, তো আমার নাম ঈশ্বর

ঘোষালই নয়। এখনও ভাল চাস্ তো বল্, আমার ঘোড়া কোথায়— ?

(ছুটিতে ছুটিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কালু সহিসের প্রবেশ।)

কালু। ঘোড়া পাওয়া গেছেন্ হুজুর !

ঈশ্বর। (সাশ্চর্য্যে) পাওয়া গেছে ? কোথায় ? কোথায় ?

কালু। হোই—পশ্চিম-পাড়ার মাঠে এজ্ঞে। শুধু ঘোড়া নয়, হুজুর ! যারা আপনার ঘোড়াকে নিয়ে সট্‌কেছেলো, তানাদের একজনও হোই ঘোড়ার সাথেই এখানে এস্‌তেছে—

(ধীর নির্ভীক্ পাদক্ষেপে বিজয়ের প্রবেশ)

এই যে—এই যে—এনাই তানাদের সর্দ্দার হুজুর !

ঈশ্বর। (কিশোর বিজয়কে আপাদমস্তক নিরীক্ষণপূর্ব্বক সবিস্ময়ে) সর্দ্দার ! এই ছোক্‌রা ? বলিস্ কি ?

কালু। এজ্ঞে ঠিক্‌ই বল্‌তেছেন্ হুজুর ! আমি তো খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে নাকসেদম্ হয়ে চোখের জলে নাটাপাটা। বলি, ওমা হাড়াইচণ্ডীরে— ! হেই চাকরী করতি এসে, সাহেবের ঘোড়াটাও গেলেন্, আর আমার গর্দ্দান্‌টাও গেলেন্ ! তা আমার কথাটা নেগেছেন্ ! (স্মিতহাস্যে আপনমনে প্রণাম)

ঈশ্বর। সে কি ?

কালু। এজ্ঞে ! নেগেছেন্ ! মায়ের কানে কথাটা নেগেছেন্ ! চোখ্ মেল্‌তেই দেখি একপাল ছোক্‌রা, হোই মাঠের মধ্যি হেই হেই, ডি ডি কর্‌তিছে, আর হুজুরের ঘোড়া চার পা তুলে ধেই ধেই করি নাচ্‌তিছেন্। আর তার পিঠে বসে এই সর্দ্দার ! এজ্ঞে !

ঈশ্বর। বটে! তারপর?

কালু। এজ্ঞে আমারে দেখেই না ছোক্‌রার দল চোঁ চাঁ চম্পট্! কিন্তু এজ্ঞে! সাবাস্ বুকের পাটা হেই সর্দ্দারের! কারো সাথে চম্পট্ না দিয়ে, হেই বেমালুম্ খাড়া রইলেন্ আমার সামনে। মুখে রা'টি পর্য্যন্ত নেই, এজ্ঞে! তা ও-ভালোমান্‌সীতে এই কেলে সহিস্ ভোলেন্ না, এজ্ঞে! বলি, ও কম্মটী যা হোয়েছেন্, তার তো আর চারা নেই। এখন সাহেবের কাছে এসে গদ্দান্‌টী রেখে যেতে এজ্ঞে হোক্! তা এই এয়েচেন্ হুজুর!

(সেলাম)

ঈশ্বর। (চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিজয়ের প্রতি) কে হে তুমি ছোক্‌রা? তোমার এত বড় সাহস্ যে, আমার ঘোড়া নিয়ে পালাও!

বিজয়। (নিরুত্তর)

ঈশ্বর। কি হে ছোক্‌রা, কোনও কথা বল না যে! (চাবুক আস্ফালন করিতে করিতে) বলি, আমাকে চেনো? আমার নাম ঈশ্বর ঘোষাল! আমার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়! এখন ভাল চাও তো সত্য বল, কেন তোমরা আমার ঘোড়া ধরে নিয়ে গিয়েছিলে? মনে রেখো, মিথ্যে বল্‌লে আমার হাতে পরিত্রাণ নেই।

বিজয়। (ঈশ্বরের মুখের উপর নির্ভীক্ দৃষ্টি রাখিয়া) আমি গোস্বামী সন্তান। মিথ্যা বলি না।

ঈশ্বর। (বিজয়ের বাক্যে ঈষৎ থতমত খাইয়া) বেশ! তবে সত্য বল। কেন আমায় না বলে, আমার ঘোড়া ধরে নিয়ে গিয়েছিলে?

বিজয় সত্য কথা বলবো, তা'তে ভয় কি? সে দিন মালিপোতায় অম্বিকাবাবুর ঘোড়াও তো চড়েছিলুম্ এমনি লুকিয়ে। সেদিনও আমার সঙ্গীরা সকলেই তো চড়েছিল তাঁর ঘোড়া! অম্বিকা বাবুকে আমি তো মিথ্যা বলিনি। আজই বা কিসের ভয়ে মিথ্যা বলবো?

ঈশ্বর। (অধিকতর নম্রকণ্ঠে) তবে বল। কেন নিয়েছিলে আমার ঘোড়া?

বিজয়। ভাল ঘোড়া দেখলেই আমার চড়তে ইচ্ছে হয় তাই। আপনার ঘোড়া যে অম্বিকাবাবুর ঘোড়ার চাইতেও ভাল! চড়বো না?

ঈশ্বর। (মুগ্ধস্বরে) তোমার নামটী কি হে? কা'র ঘর আলো করেছ তুমি, জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে!

বিজয়। আমার বাবার নাম ৺আনন্দকিশোর গোস্বামী। আমার নাম শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ঈশ্বর। (বিজয়ের নিকটে আসিয়া সাদরে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে) সাবাস্! সাবাস্ তোমার সত্যনিষ্ঠা! সাবাস্ তোমার নির্ভীকতা! ডেপুটী ঈশ্বর ঘোষালের মুখের ওপর সাহস করে যে এমন অকপট সত্য বলবার বুকের পাটা রাখে, সে সামান্য ছেলে নয়! সে সামান্য বংশেরও সন্তান নয়।...

গোঁসাই! আজ এই দুর্দ্দান্ত ঈশ্বর ঘোষাল তোমার কাছে হার মেনেছে! ঈশ্বরের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, অদূর ভবিষ্যতে তুমি শান্তিপুরের, শান্তিপুরবাসীর মুখ উজ্জ্বল করো! (প্রস্থানোদ্যত হইয়া) আর যাবার সময় একটী অনুরোধ করে যাই গোঁসাই। রাখবে?

বিজয়। বলুন্।

ঈশ্বর। মনে রেখো, আজ থেকে এ ঘোড়া তোমার। কিন্তু যখনই চড়্‌তে ইচ্ছে হ'বে, নিঃসঙ্কোচে আমাকে এসে বল্‌বে। আমি আমার সহিস্‌কে দিয়ে ঘোড়ার মুখে বল্‌গা পরিয়ে, পিঠে জিন্ কসে দেব। ওর খালি পিঠে দড়ি বেঁধে চড়্‌লে বিপদ ঘট্‌তে কতক্ষণ? বল গোঁসাই, আমার কথা রাখ্‌বে?

বিজয়। (সবিনয়ে) রাখ্‌বো।

(পুনরায় বিজয়ের পিঠ চাপড়াইয়া নিজ গৃহাভিমুখে ঈশ্বর ঘোষালের প্রস্থান।)

কালু। (১ম সহিসকে) ওরে হাবাতে! তুই যে বড় আমারে মাঠের মধ্যি ফেলে একলা একলা পিট্টান্ দিলি?

১ম সহিস। না, দেবে না! ও সব যে-দস্যি ছেলের দল! বাপ্‌রে! ওদের ধর্‌তে গিয়ে ওদের হাতেই একপ্রস্থ লম্বমান্ হই, আবার সায়েবের কাছে এসে সায়েবের গুঁতোয় আর একপ্রস্থ ডিগ্‌বাজী খাই! বুদ্ধির ঢেঁকি কিনা! এ যা হোক্ এক ঝাপ্‌টায় সব হয়ে গেল।

কালু। তা এজ্ঞে যথার্‌তো। এজ্ঞে!

(সহিসদ্বয়ের প্রস্থান। বিজয়ের চার পাঁচজন সঙ্গী দৌড়াইয়া নিকটে আসিল। সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করিতে লাগিল—)

১ম সঙ্গী। ডেপুটী কি বল্লে রে?

২য় সঙ্গী। মেরেছে না কি?

৩য় সঙ্গী। গালাগালি কর্‌ছিলো। না?

৪র্থ সঙ্গী। তুই কি বল্‌লি বিজয় ?

২য় সঙ্গী। তোকে ধরে নিয়ে গেল না ?

(বিজয় নিরুত্তর, গম্ভীর)

৩য় সঙ্গী। কিছু বল্‌ছিস্ না কেন রে ?

বিজয়। (গম্ভীর স্বরে) তোরা পালিয়ে গেলি কেন ?

১ম সঙ্গী। বা—রে ! আমরা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়ে মর্‌বো নাকি ?

৪র্থ সঙ্গী। নাকি জেলে যাবো ? ও যে ডেপুটী সায়েব রে ! ধর্‌লে কি আর রক্ষে ছিল ?

বিজয়। এ'তটুকু সাহস নেই তো' পরের ঘোড়া চড়্‌তে গিয়েছিলি কেন ?

২য় সঙ্গী। তুইও তো গিয়েছিলি ?

বিজয়। আমি তো পালাইনি। তোরা পালালি কেন ? তোদের জন্যে আমার কত লজ্জা, কত দুঃখ হ'ল জানিস্ ?

৩য় সঙ্গী। আমরা তো পালাইনি ভাই। এতক্ষণ শুধু আড়ালে লুকিয়ে ছিলুম্। ডেপুটি চলে যেতেই তো আমরা এলুম্।

২য় সঙ্গী। ও যে-দুর্দ্দান্ত লোক, বিজয় ! ওকে যে ভয় করে !

বিজয়। ভয়ই তো পাপ ভাই ! সেদিন এই ভয়েই তো অম্বিকা বাবুর কাছে তোরা মিথ্যে কথা বল্‌লি ? না হয় দু'ঘা মার্‌তো ! মিথ্যে বলার পাপটা তো আর হোত না তোদের !

৩য় সঙ্গী। যাই বলিস্ ভাই। তোর মত অত সাহস আমাদের হয় না !

বিজয়। কেন হয় না? মিথ্যা বল্‌তে গেলেই তো ভয় হয়! মিথ্যে না বল্‌লে, আর ভয়ের কি আছে?

১ম সঙ্গী। ডেপুটীকে তুই কি বল্লি?

বিজয়। যা সত্যি তাই বল্লুম্।

২য় সঙ্গী। (সভয়ে) এঁ্যা! ওর আস্তাবল থেকে চুপি চুপি ঘোড়া খুলে নিয়ে যাবার কথা সব বলে দিলি! তারপর?

বিজয়। তারপর আর কি? সত্যি কথা শুনে, উনি আমাকে কত ভালবাস্‌লেন্। আবার ঘোড়ায় চড়্‌তে বল্‌লেন্?

৩য় সঙ্গী। মাইরি?

বিজয়। আমি কি মিথ্যে বলি?

(সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। পরে সকলেই অনুতপ্ত কণ্ঠে কেহ বিজয়ের হাত, কেহ তার কাঁধ ধরিয়া—)

সঙ্গীগণ (সকলে) আর আমরা কখনও মিথ্যে বল্‌বো না ভাই।

৩য় সঙ্গী। আজ আমাদের খুব শিক্ষা দিলি। তা তুই যখন আমাদের সঙ্গে আছিস্, তখন আর আমাদের ভয় কি?

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। এই যে ভাই বিজয়। তোকেই খুঁজ্‌ছি। যাবি?

বিজয়। কোথায়?

মাধব। মদনগোপালের বাড়ীতে আজ খুব কীর্ত্তন হ'বে। শুন্‌তে যাবি তো চল্। এতক্ষণে বোধ হয় আরম্ভই হয়ে গেল!

বিজয়। (সোৎসাহে) তবে আর দেরী করা নয়। চল্। (অন্য সঙ্গীদের প্রতি) তোরাও যাবি তো আয় না—

(মাধবের সহিত কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই তাহার পায়ের নিকট আসিয়া পড়িল একটি সদ্যঃ তীর-বিদ্ধ পক্ষী। তীরের তীক্ষ্ণ ফলক তখনও তাহার বক্ষে বিদ্ধ থাকায় পক্ষিটী যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে। দেহ তাহার রক্তাপ্লুত। বিজয় থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া—)

বিজয়। (আতঙ্ক-বিমূঢ় কণ্ঠে) এ্যঁা……!

(পরক্ষণেই পক্ষিটীর নিকট বসিয়া পড়িয়া তীব্র যন্ত্রণায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে)

একি দয়াময়! একি কল্লে? রামলাল, রামলাল, ও ভাই মাধব! আয় আয় শিগ্‌গির আয়। বল্ দেখি, কি করি এখন? কি উপায়ে বাঁচাই ইহারে?

(ক্ষিপ্রহস্তে পক্ষীর বক্ষ হইতে তীরটী উঠাইয়া বিজয় নিজ বস্ত্রাঞ্চল ছিঁড়িয়া ফেলিল ও উহার দ্বারা পক্ষিটীর ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে দিতে)

বাধা নাহি মানে এর শোণিতের স্রাব—
নারি বুঝি ধরিয়া রাখিতে
এর ক্ষীণ প্রাণটুকু!

আহা ! যাতনা সহিতে নারে—আর
আকণ্ঠ পিপাসায় ক্ষুদ্র চঞ্চুপুট
বার বার মেলিতেছে আকাশের পানে
বারির আশায় !

(ব্যস্তসমস্তে পাস্তুঘাসীর তীরধনুক হস্তে প্রবেশ। বিজয়ের ক্রোড়ে পক্ষীটিকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল)

রামলাল শীঘ্র যা,
পায়ে ধবি তোর
শীঘ্র আন্ জল—

(অতি সন্তর্পণে পক্ষিটীকে বক্ষে ধারণ করিল। এই সময়ে উপবিষ্ট বিজয়ের দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। সাশ্রুকণ্ঠে বিজয় বলিতেছে—)

ভগবান !
কেন না বিঁধিলে মোরে,
ত্যজি এই ক্ষুদ্র অসহায়ে ?
হায় হায় ! মূক এ শাবক।
ভাষা নাহি। বুঝাইতে নারে
কি তীব্র যাতনা এর।
প্রাণ বাহিরায়।
তবু না কহিতে পারে—
'প্রাণ যায়। রক্ষা করো মোরে !'

(রামলাল কচুরপাতায় করিয়া জল আনিয়া বিজয়ের নিকট ধরিল। বিজয় সযত্নে উহা পক্ষীর মুখে দিল। পরে উহার উপর সজল দৃষ্টি রাখিয়া)

এই বিশাল ধরণীর বুকে
এই ক্ষুদ্র প্রাণী কা'র
ক্ষতি করেছিল কিবা?
সামর্থ্য কোথায় এর—
হানিতে আঘাত কোনও জনে?
কিবা ক্ষতি হ'ত বিশ্বনাথ!
তোমার বিরাট বিশ্বে,
যদি এই ক্ষুদ্রতম শিশু
এক প্রান্তে থাকিত পড়িয়া?
কিম্বা দু'টী পাখা মেলি
অনন্ত আকাশে তব
যাইত ভাসিয়া,
তুলিয়া তরঙ্গ তব নীরব সঙ্গীতে!

(বিজয়ের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সঙ্গীগণ চতুর্দ্দিকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পান্তুঘাসী অতি সম্ভ্রমের সহিত ধীরে ধীরে বিজয়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল)

পান্তু। (ব্যথাভরা কণ্ঠে) দাদা-গোঁসাই!

বিজয়। (পান্তুর মুখপানে সজল নয়নে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে)

সব শেষ !
রাখিতে নারিনু ধরে,
শত চেষ্টা করে।
রেখে গেল অশ্রুভরা আঁখি দু'টী
আমার নয়নে—
অসহায় আর্ত্তি তার
মরমে আমার !

পান্তু। (কম্পিত স্বরে)—দাদা-গোঁসাই !

পাষাণ-হৃদয় আমি,
অতি নরাধম।
ক্ষমারও অযোগ্য আমি,
দয়া করে বুঝালে আমায় !

(বিজয়ের পদস্পর্শ করিয়া)

তবু—তবু—
আজ পদ স্পর্শ করি
করিনু শপথ—
ভিক্ষা করি ধরিব জীবন
তবু এই প্রাণী-হিংসা
করিব না আর।
ত্যজিলাম পাপ্-বৃত্তি এই
জীবনের তরে।
ত্যজিলাম এই ধনুঃশর !

(তীর ধনু দূরে নিক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শান্তিপুর। পথ। পথপার্শ্বস্থিত বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে দূরে দূরে এক একখানা পর্ণকুটীর দেখা যাইতেছে। পথে ক্বচিৎ এক আধজন পথিক মধ্যে মধ্যে নিজ গন্তব্যস্থলে চলিয়া যাইতেছে। একতারা হস্তে সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে একজন বাউলের প্রবেশ। মধ্যে মধ্যে দুই একজন পথিক কিছুক্ষণ উহার গীত শুনিতেছে, পরে চলিয়া যাইতেছে।

গীত *

বাউল।

(ওরে) চোখ্ থাকে তো ত্থাখ্ রে চেয়ে
এলো প্রাণের ঠাকুর তোর।
চিন্‌তে যদি পারিস্ নে না
চিনে তোর ঐ মনচোর॥

(এবার) স্বর্ণময়ী মা দেবকী
রাজরোষ রাজদণ্ড দেখি
কোলের ছেলে লুকিয়ে রাখি
(এনেছে) নে খুলে তোর মনের দোর।

* বাউল—একতালা।

বিজয়কৃষ্ণ

(ও সেই)   বৃন্দাবনের মাখন চোরা
নদেয় এসে হ'ল গোরা
(এবার)   শান্তিপুরে বর্ণচোরা
যা ছুটে নে শরণ ওর ॥

(ত্মাখ্)   সেই রাধার পীরিত ওর ঐ চোখে
সেই গোরার প্রেম ত্মাখ্ ওর ঐ বুকে
সেই আপনহারা জীবের দুখে
(ওতে)   নিতাইচাঁদের সেই সে ঘোর।
(আবার)   নিতাই ফিরে এলো তোর ॥

(ওযে)   বারে বারে এমনি আসে
তোদের সাথে কাঁদে হাসে
সহজে না দেয় ধরা সে
এমন চতুর স্বভাব ওর।
নে চিনে তোর মনচোর ॥

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

শান্তিপুর। কাল—অপরাহ্ন। নদীতীরে বৃক্ষাদি-শোভিত সদর পথ। একদল যুবক ঘাটনির্ম্মাণে ব্যস্ত। উহাদের কাহারও হাতে কোদালি, কাহারও হাতে কাটারি, কাহারও হাতে শাবল। উহারা কেহ বাঁশ কাটিতেছে, কেহ উহা নদীর তীরে প্রোথিত করিতেছে। কয়েকজন ধরাধরি করিয়া কর্ত্তিত বৃহৎ তালগাছ লইয়া বাঁশের খোঁটার ধারে ধারে ফেলিতেছে। বন, জঙ্গল হইতে আহৃত ও কর্ত্তিত বৃহৎ বৃহৎ খর্জ্জুর ও তালবৃক্ষ স্কন্ধে লইয়া কয়েকজন মধ্যে মধ্যে সদরপথ দিয়া লইয়া গিয়া ঐ ঘাটে রাখিয়া আসিতেছে। অনতিদূরে গ্রাম্য কুল-বধূগণ ও অনূঢ়া যুবতীগণ, কেহবা 'আঘাটা" হইতে কলস ভরিয়া জল লইতেছে, কেহবা সিক্তবস্ত্রে স্ব স্ব গৃহে ফিরিতেছে। সদরপথের একপার্শ্বে অন্য একদল যুবক উত্তেজিতভাবে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করিতেছে। ইহাদের মাথার চুল বাব্‌রিকাটা, গায়ে ধোপ-দোরস্ত পিরান বা পাঞ্জাবী, পরণে চুনটুকবা ধুতি ও পায়ে লপেটা জুতা। ইহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ উক্ত গ্রাম্যবধূ ও যুবতীগণের দিকে ফিরিয়া অন্যের অলক্ষিতে ইসারা করিতেছে। কেহবা উহাদের লক্ষ্য করিয়া মধ্যে মধ্যে শিষও দিতেছে।

ঘাট-নির্ম্মাণরত পূর্ব্বোক্তদলের তিনজন যুবক একটী কর্ত্তিত বৃহৎ বৃক্ষাংশ স্কন্ধে লইয়া ঘাটের দিকে যাইতেছিল। উহাদের লক্ষ্য করিয়া উক্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবকদলের একজন বলিয়া উঠিল—

যুবক। ওগো অঘোরনাথ বাবু! বলি, তোমাদের মোড়লটী কোথায়?

(বৃক্ষাংশ স্কন্ধে তিনজন থামিল)

অঘোর। কে? বিজয় দা?

ঐ যুবক। (ব্যঙ্গস্বরে) হ্যাঁ হে হ্যাঁ! তোমাদের সর্দার শ্রী শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ!

অঘোর। (ব্যঙ্গ উপেক্ষা করিয়া) ঐ মিত্তিরদের বাগানে গাছ কাটছে। কেন? কি দরকার?

ঐ যুবক। দরকার আছে বৈকি। নয়তো কি শুধু শুধু খোঁজ্ করছি?

ঐ যুবকের সঙ্গী। দরকার কি তা আর বুঝ্‌চো না চাঁদ্? আজ তোমাদের সঙ্গে আমাদের একটা দস্তুরমত বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া চাই। বুঝেচো?

(উহারা তিনজন বৃক্ষাংশটীকে ঘাটে রাখিয়া যুবকদের নিকট ফিরিয়া আসিল)

অঘোরনাথের সঙ্গী মাধব। দস্তুরমত বোঝাপড়াটা আবার কিসের শুনি?

ঐ যুবকের ২য় সঙ্গী। আমরা জান্‌তে চাই, এই ঘাট্‌টা তোমাদের, না আমাদের?

অঘোর। ঘাট্‌টা সকলেরই।

ঐ ১ম যুবক। তবে এখানে তোমাদের এত দাপাদাপি কেন? বল ত চাঁদ্?

অঘোরের সঙ্গী দুলাল। (আগাইয়া আসিয়া) তার আগে বল দেখি, তোমাদেরই বা এই ঘাটে এত দাপাদাপি কিসের?

ঐ যুবকের ৩য় সঙ্গী। আমাদের দাপাদাপি মানে?

দুলাল। তোমাদের দাপাদাপি মানে—এই সকাল নেই, দুপুর নেই, সাঁঝ্ নেই, সন্ধ্যে নেই, ঠিক যে সময়ে পাড়ার বৌঝিরা এইঘাটে চান্ করতে, গা' ধুতে, কি কাপড় কাচ্‌তে আস্‌বে, ঠিক সেই

সময়টাতেই তোমাদেরও যত চান্ করবার দরকার, গা ধোবার, সাঁতার কাট্‌বার ধুম ! মানে এই !

মাধব। আর তার সঙ্গে বিকেলবেলা এই ঘাটের পাড়ে বসে শিষ্ দেওয়া, আর বৌঝিদের দেখে—

তুমি কাদের কুলের বউ,
যমুনার জল আন্‌তে যাচ্ছ
সঙ্গে নেইকো কেউ।

ব'লে চোখ্ ঠেরে সঙ্গীত চর্চ্চা করা ? মানে এই ! বলি, লজ্জা করে না ? তোমাদেব নিজেদের বাড়ীর মা বোন্, বৌ-ঝি নেই ? বেহায়া, কুলাঙ্গার সব !

ঐ ১ম যুবক। (আস্তিন্ গুটাইয়া) এই ড্যাখ্ মেধো, মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌বি বল্‌ছি !—(নিজের সঙ্গীর প্রতি) ওরে ললিত ! এই দুলেবাগ্দীর বেটার সাহস্‌টা একবার দেখেছিস্ ! আমাকে বলে কিনা, "বেহায়া কুলাঙ্গার"—!

ললিত। দে—না—জুতিয়ে লম্বা করে ! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা !

শ্যামলাল। (হাতের কাজ ছাড়িয়া ঘাট হইতে উঠিয়া আসিয়া) কে কা'কে জুতিয়ে লম্বা করে রে মাধব ?

মাধব। এই যে ! ব্রাহ্মণ-কুলের কুলতিলক ! আমি দুলেবাগ্দীর বেটা, তাই মা'মাসীর জ্ঞান হারালেও জাতের মুখে, দেশের মুখে চুণ-কালি দিয়েও, উনি করবেন্ আমায় জুতিয়ে লম্বা— ! আর সন্ধ্যেবেলায় ব্রাহ্মণ-সন্তান্ আহ্নিক-পুজোর বদলে পিতৃশ্রাদ্ধ করবেন্ মদের বোতল দিয়ে !

ঐ ১ম যুবক। (চীৎকার করিয়া) কি বল্‌লি! ললিত্, গন্‌শা আয়তো—

(মাধবের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। মাধব এক ঝট্‌কান্ দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। ইত্যবসরে ললিত মাধবের পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিল ও সঙ্গে সঙ্গে মাধব ললিতের কণ্ঠ ধরিল। এমন সময়ে কোমরে গামছা বাঁধা, ধূলি মাখা দেহে, একটী সদ্যঃকর্ত্তিত বৃক্ষশাখা টানিতে টানিতে বিজয়ের প্রবেশ। চকিতে বর্ত্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া—)

বিজয়। (বজ্রগম্ভীর স্বরে) মাধব! (মাধব ললিতের কণ্ঠ ছাড়িয়া দিল) এই কি আমাদের "দুর্নীতি নিবারণী সভা"র কর্ম্মপদ্ধতি? (ললিতের নিকটে গিয়া) মাধবের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি ললিত্! তুমি ওকে ক্ষমা করো!

ললিত। (আস্ফালন করিতে করিতে) তোমার প্রশ্রয় পেয়েই না এই সব দুলেবাগ্দীর বেটা আমাদের গায়ে হাত তোল্‌বার সাহস্ পায়!

বিজয়। (শান্ত কণ্ঠে) গা'য়ে হাত তোল্‌বার প্রশ্রয় আমি কা'কেও দিই না ভাই। কিন্তু এই দুলেবাগ্দীও মানুষ। আমরাও মানুষ। এখানে মাধবের সঙ্গে তোমার আমার কোনও তফাৎ নেই, এটা ভুলে যেও না।

ঐ ১ম যুবক। এই জন্যেই তো ওরা এত মাথায় উঠেছে! তা যাকৃগে সে সব কথা! এখন্ আমরা তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে চাই বিজয়।

বিজয়। বেশ তো! করে নাও।

ঐ ১ম যুবক। খ্যাখো বিজয়, আমরা চিরকাল এই ঘাটে এসে চান্ করি, সাঁতার কাটি, বিকেলে বেড়াতে এসে বসি, গাল্‌গল্প করি! বলি, এ ঘাট্ তো আর কা'রো ইজেরা করা নয়! তবে তুমি তোমার দল্‌বল্ নিয়ে এসে, আমাদের বাধা দিয়ে, গা'য়ে পড়ে ঝগ্‌ড়া বাঁধাচ্ছো কেন?

বিজয়। ঘাট্ কোথায় ভাই? ঘাট্ তো সবে তৈরী হচ্ছে সকলেরই সুবিধের জন্যে। তা এ জায়গাটা কা'রো এক্‌লার তো নয়ই। এ যে পাড়ার সকলেরই ভাই। আর ঝগ্‌ড়া? এ পৃথিবীতে কেউ আমার শত্রু নয়। ঝগড়া কর্‌বো কা'দের সঙ্গে বলো?

গণেশ। তবে গাঁময় রাষ্ট্র করে দিয়েছ কেন, যে আমরা আর এ ঘাটে আস্‌তে পার্‌বো না?

বিজয়। একথা সত্য। এ ঘাটে আর পুরুষদের আসা চল্‌বে না। এখন থেকে এ ঘাট্ ব্যবহার করবে শুধু পাড়ার মেয়েরা, বৌঝিরা, আমাদের মা বোনেরা।

ললিত। আর আমরা কি শুক্‌নো ডাঙ্গায় চান্ করবো, আর মাঠ কুপিয়ে জল তুল্‌বো?

বিজয়। না। তা কেন কর্‌বে? এ ঘাট্ মেয়েদের জন্যে যেমন তৈরী করে দিলুম্। এর কিছুদূরেই পুরুষদের জন্যেও তো আমরা ঘাট্ তৈরী করে দিচ্ছি! এই ভাঙ্গা ঘাটে চান্ করতে সকলেরই তো কষ্ট হোতো? এখন থেকে দু' দুটো বাঁধা ঘাট্ হোলো। আর তো কারো কোনো কষ্ট হ'বার কথা নয়।

আমাদের এ কাজে সকলেরই তো আনন্দ হ'বার কথা ভাই। বিবাদ্ বিসম্বাদ্ কেন ?

ঐ ১ম যুবক। তা না হয় বুঝ্‌লুম্। কিন্তু তোমার হুকুমেই যে আমাদের চল্‌তে হ'বে, এমন কি কথা ? তুমি তো আমাদের শাসকও নও, দণ্ডমুণ্ডেরও কর্ত্তা নও !

বিজয়। (স্মিতহাস্যে) ওসব কিছুই নই ভাই। আমি সকলের সেবক। আমাদের এই 'দুর্নীতি নিবারণী সভা'র সকল সভ্যই এই গাঁয়ের, আমাদের দেশের, এই শান্তিপুরের সেবক বই আর কিছুই নয় !

(পণ্ডিত বনমালী ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ। বিজয়ের প্রণাম)

বনমালী। বাপ্ বিজয় ! তোমরা গাঁয়ের এত বড় কাজ করেছ শুনে ছুটে দেখ্‌তে এলুম্। সারা গাঁয়ের এতখানি কষ্ট, এতখানি দুঃখ, এতখানি লজ্জা, আজ তুমি নিবারণ কর্‌লে বাপ্ ! আমার মাথায় যত চুল আছে, তোমার তত বৎসর পরমায়ুঃ হোক্। তুমি যে আমারই চতুষ্পাঠীর ছাত্তোর ছিলে, একথা বল্‌তে, আজ গর্ব্বে আমার বুক্ ফুলে ওঠে !

(বনমালী পণ্ডিতকে দেখিয়া ললিত ও অন্যান্য যুবক সকলে একে একে রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে প্রস্থান করিল).

তা ওই সব হতভাগারা এসেছিল কেন ? ওদের দেখ্‌লেই তো ভয় হয় বাবা !

বিজয়। ওদের কথা ছেড়ে দিন্ পণ্ডিত মশাই। ওরা বড় হতভাগ্য—নয় তো—

(এমন সময়ে ঘাটে ছেলের দল চীৎকার করিয়া উঠিল—"গেল, গেল ছেলেটা ডুবে গেল—।" বিজয় ঘাটের দিকে ছুটিল।)

সকলে। জলের টানে চাঁড়ালদের ছেলেটা ভেসে গেল—ঐ—ঐ—

(বিজয় চকিতের মধ্যে জলে লাফাইয়া পড়িল)

বনমালী। (উদ্বিগ্নস্বরে) বিজয়! বিজয়! উঠে এসো! বান্ এসে গেছে—উঠে এসো—উঠে এসো—

সকলে। (সমস্বরে) বিজয় দা! বিজয় দা! উঠে এসো—

মাধব। পণ্ডিত মশাই! আর যে বিজয়দাকে দেখ্তে পাচ্ছি না। কি হবে......?

বনমালী। (সজল নয়নে) মধুসূদন? বিজয়কে রক্ষা করো ঠাকুর!

(সকলে সোৎসুক উৎকণ্ঠায় জলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বনমালী ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।)

সকলে। (সমস্বরে) ঐযে—ঐযে—আস্ছে—আস্ছে! বিজয়দা ফিরে আস্ছে—আমাদের বিজয়দা ফিরে আস্ছে—!

(জলসিক্ত দেহে, সিক্তবস্ত্রে বিজয় জলমগ্ন বালকটীকে স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়া পথের উপর শোয়াইয়া দিল। বিজয় তখনও হাঁপাইতেছে। সঙ্গীরা সকলে

আসিয়া বালকটীকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘেরিয়া দাঁড়াইল)

বনমালী। (সাশ্রুকণ্ঠে) জয় শ্রীমধুসূদন! জয় বিপত্তারণ! (জোড়করে প্রণাম)

অঘোর। বিজয়দা! একখানা শুক্‌নো কাপড় আনি—তুমি কাপড় বদ্‌লে ফ্যালো—

(বিজয় অঘোরকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া শশব্যস্তে বালকটীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। বালকের হাত দু'টীকে সরল করিয়া তাহার মাথার উপর রাখিল। পরে তাহাব পা দু'টীকে ধরিয়া একসঙ্গে দুমড়াইয়া, জানু দু'টী উহার পেটের উপর বার বার চাপিয়া ধরিতে লাগিল। এমন সময়ে বালকটীর জননী আলুথালু বেশে পাগলিনীর মত চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল)

জননী। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে) ওরে আমার ধনা রে! আমায় একলা ফেলে তুই কোথায় গেলি বাপ্! ওরে আমার কাঙালের ধন্‌রে—

(সকলে তাহাকে ধরিল ও আশ্বস্ত করিতে লাগিল)

মাধব। চুপ্! চুপ্! অমন করে চিৎকার করলে বিজয়দা ফাঁপড়ে পড়ে যাবে! কি কর্‌ছো ধনার মা? চুপ্ করো—চুপ্ করো—

ধনার মা। (অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে) চুপ্ কর্‌ছি, চুপ্ কর্‌ছি! তোমরা ভাল করে আমার বাছাকে একবার দেখ্‌তে দাও—

(বালকের দিকে অগ্রসর হইয়া ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল)

ওরে আমার ধনা রে—আমায় ফেলে কোথায় চল্লি রে বাবা—!

অঘোর। (দৃঢ়কণ্ঠে) আঃ! কি কর্‌ছো গা ধনার মা! দেখ্‌ছো না, ওকে বাঁচাবার জন্যে বিজয়দা কত চেষ্টা কর্‌ছে?

ধনার মা। (সবিস্ময়ে) বিজয়দা! এ্যাঁ! গোঁসাই দাদা? গোঁসাই দাদা আমার ধনার পায়ে হাত দিচ্ছে? ওরে বাবারে, কি হ'বে রে! ও গোঁসাইদাদা, ও ঠাকুর, তোমার ব্যাগত্যা কর্‌ছি, আমার ধনার পায়ে আর হাত দিও না। দোহাই তোমাদের, বাছার আমার নরকের পথ খুলে দিও না। ও ঠাকুর! আমাকে রক্ষে করো, আমার বাছাকে রক্ষে করো—

মাধব। (ধনার মা'কে ধরিয়া ধমক্ দিবার স্বরে) আঃ! চুপ্!

(এমন সময় ধনা অনেকখানি জল বমন করিয়া ফেলিল। বিজয়ের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বালকের দুইহাত আপনার দুইহাতে লইয়া মাথার উপর হইতে বক্ষ-পঞ্জরের দুইপার্শ্বে বার বার উঠাইয়া ও নামাইয়া এবং উহার মুখে ফুঁ দিয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস আনিবার চেষ্টা করিতে

লাগিল। সকলে রুদ্ধশ্বাসে এই প্রক্রিয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে—)

বিজয়। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) জয় শ্যামসুন্দর! তুমিই রক্ষে করলে ঠাকুর! এবার বেশ নিঃশ্বাস্ পড়্ছে!

বনমালী। এঁ্যা! বেঁচে গেল! (বিস্মিতনেত্রে ধনাকে দেখিতে লাগিলেন)

সকলে। (সোল্লাসে) চোখ্ মেলে চাইছে—চোখ্ মেলে চাইছে—

রাম। বিজয় দা! আজ তোমাকে মাথায় করে নাচ্তে ইচ্ছে হচ্ছে!

ধনার মা। (বিস্ময়ে, আনন্দে আত্মহারা হইয়া) ওগো আমার ধনা চোখ্ মেলেছে? কই? কই?

(ছুটিয়া গিয়া ধনাকে দুইহাতে বুকের মধ্যে লইয়া—)

ওরে আমার হারাণো রতন্ রে—

(হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল)

রাম। বিজয় দা। আজ তোমাকে মাথায় করে নাচ্তে ইচ্ছে হচ্ছে!

বনমালী। (বিজয়ের নিকটে আসিয়া) বাবা বিজয়! তুমি মানুষ নও! তুমি মানুষ নও! জীবের দুঃখ দূর করবার জন্যে, তুমি মানব-দেহ ধারণ করে এসেছ, আমাদের এই শান্তিপুরে। আমাদের অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচারে আজ দেশ ছেয়ে গেছে। হিন্দু আজ তার পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম ভুল্তে বসেছে। ব্রাহ্মণ আজ তার নিষ্ঠা হারিয়েছে! সতীর সতীত্ব আজ বিলাসীর পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে! শ্রীমন্ মহাপ্রভুর

পাদস্পৃষ্ট এই পুণ্য শান্তিপুরে, আচার্য্য অদ্বৈতের অপূর্ব্ব লীলা-মুখরিত এই পূত পবিত্র ধামে, আজ বয়ে চলেছে সুরাস্রোত, ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য চরিত্রহীন পাষণ্ডদের উদ্দাম্ উচ্ছৃঙ্খলতা! শান্তিপুরের আকাশ বাতাস আজ কেঁপে উঠেছে সবলের অত্যাচারে, দুর্ব্বলের হাহাকারে, সতীর আর্ত্তনাদে, ক্ষুধার্ত্তের ক্রন্দনে, নিষ্পেষিত মানবতার অসহায় অভিশাপে! পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য আজ হিন্দুর সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করছে, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করছে। আমরা আজ ধর্ম্ম হারিয়েছি। ধর্ম্ম হারিয়ে আজ আমরা দুঃখ দুর্দ্দশার চরমে এসে চারিদিক্ অন্ধকার দেখছি—আর আকুলকণ্ঠে ডাকছি সেই দুখঃহারীকে—ঠাকুর এসো! এখন্ না এলে আর কবে আসবে দয়াময়!

ওরে ছেলেরা, তোরা শুনে রাখ্। আমাদের ডাকে এত দিন পরে দয়াময়ের আসন্ টলেছে! টল্‌বে না? সে যে দয়ার ঠাকুর! সে কি থাকতে পারে রে? সে কি আর থাকতে পারে? তাইতো সে এসেছে—ওরে বাপ্‌সকল! এই ছাখ্ সে এসেছে!

চতুর্থ দৃশ্য

আনন্দকিশোরের বাটী। সম্মুখে প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে তুলসীমঞ্চ। প্রাঙ্গনের পরই খড়ে ছাওয়া টানা বারান্দা ও তৎসংলগ্ন শয়নকক্ষ। কাল—সন্ধ্যা। কক্ষের অভ্যন্তর হইতে স্বর্ণময়ী জ্বলন্ত প্রদীপ-হস্তে প্রাঙ্গনে নামিয়া আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে তুলসীতলায় প্রদীপটী রক্ষা করিয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন লাঠি-হস্তে খড়ম পায়ে প্রবেশ করিলেন। স্বর্ণময়ী প্রণামান্তে উঠিয়া দাঁড়াইতেই—

কৃষ্ণগোপাল। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছো কেন গো বৌঠান্?

স্বর্ণ। (মস্তকে ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া) বড় বিপদে পড়েই আপনাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলুম্।

কৃষ্ণ। কেন, হয়েছে কি বল দেখি?

স্বর্ণ। এই বিজয়ের কথা বল্‌ছিলাম্।

কৃষ্ণ। বিজয়? কি হয়েছে তার?

স্বর্ণ। একটা বিষয়ে ও আমায় বড় ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

কৃষ্ণ। বিষয়টা কি বৌঠান্?

স্বর্ণ। কয়েকদিন ধরে ও একটা বড় জিদ্ ধরেছে। ওর জিদ্ মানে কি, তা তো আপনি জানেন?

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) তা' আর জানিনা? বিজয়কৃষ্ণের জিদ্ মানেই তা সঙ্কল্প, আর সে সঙ্কল্প মানেই তার সাধন। ওর আর নড়্‌চড়্ নেই।

স্বর্ণ। তবেই বলুন, এখন আমি কি করি? ওকে ছেড়ে তো আমি একদণ্ডও থাক্‌তে পারবো না!

কৃষ্ণ! তা'তো জানি বৌঠান্‌। এই সেদিনও তোমার বিজয়কৃষ্ণ আর তোমার ব্রজগোপাল, কৃষ্ণ বলরাম সেজে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে ওদের ছোট্ট ছোট্ট হাত দু'খানি নেড়ে—"আমরা কানাই বলাই দু'ভাই" ব'লে যখন সুর কবে করে গাইতো আর ঘুরে ঘুরে নাচ্‌তো, তখন আমাদের মনে হোতো—বৌঠান্‌ আমাদের শান্তিপুরের মা যশোদা। কৃষ্ণকে ছেড়ে কি মা যশোদা এক দণ্ডও তিষ্ঠুতে পেরেছে? তা একটা কথা ভাবছি কি জানো বৌঠান্‌? বিজয়ের সঙ্কল্প মানে, একটা সৎ ও মহৎ বিষয়েরই সঙ্কল্প। ওতো সাধারণ ছেলেদের মত কখন তুচ্ছ জিদ্‌, কি অন্যায় আব্দার কর্‌তে জানে না! দেখে তো আস্‌ছি আগা-গোড়া! তা' এখন্‌ ও যেতে চাইছে কোথায়?

স্বর্ণ। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) কাশী!

কৃষ্ণ। (সাশ্চর্য্যে) কাশী?

স্বর্ণ। (রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিতে পারিলেন না। শুধু মস্তক-আন্দোলন দ্বারা জানাইলেন) হাঁ।

কৃষ্ণ। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে বলিয়া উঠিলেন) হয়েছে! হয়েছে বৌঠান্‌! মনে পড়েছে। বলেছি তো, এ তোমার সাধারণ. ছেলে নয়! এ তোমার সামান্য ছেলে নয়! মনে করে ছাখো দেখি বিজয়েব পূর্ব্বাপর কাণ্ড কারখানাগুলো? অন্নপ্রাসনের সময়ে আমরাও তো ছিলুম্‌! অত সুন্দর খেল্‌না, চক্‌চকে টাকা! সব ঠেলে ফেলে দিয়ে তোমার

বিজয় কিনা ধরে বস্‌লো ভাগবত ! তোমার বাপের বাড়ীর কথাটাও তো মনে আছে বৌঠান্ ? হামাগুড়ি দিতে দিতে তোমার বিজয় তো ডুবেই গিয়েছিলো পুকুরে। তোমরা কি ওকে ফিরে পাবার আশা করেছিলে ? সত্যি বল ? কিন্তু এই ছেলেই তো শেষে জেলেদের জালে বসে হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে এলো, তোমার কোলে ? এই বামুন্ কিছু ভোলে নি বৌঠান্। তখন বোধ হয় বছর পাঁচেকও নয়, কেমন না ? ওর হাতের সোনার বালা দু'টোর লোভে, ওকে চুরি করে নিয়ে গ্যালো দু' দু'টো চোর। শেষে কি হ'ল ? চোর দু'টোরই চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে, তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রাণান্ত করে, শেষে তাদের পথ ভুলিয়ে তোমার এই ছেলে ঘরে ফিরে এলো হাস্‌তে হাস্‌তে তাদেরই কাঁধে চ'ড়ে। পাড়ার সবাই তো দেখ্‌লে স্বচক্ষে ব্যাপারটা ! আর অতো কথায় কাজ্ কি বৌঠান্ ? এই ক'বছর আগে ? সেই ডাকাত্‌দের কথাটা মনে পড়ে তো ? তা'দের সেই ডাকাতে-কালীর মন্দির থেকে, কোথাকার কে এক অজানা পাগল্ তোমার বিজয়কে যে উদ্ধার করে আন্‌বে, একথা কি তোমরা কেউ ভাব্‌তে পেরেছিলে বৌঠান্ !

(স্বর্ণময়ী শিহরিয়া উঠিলেন)

তোমার এই অসাধারণ ছেলেটাকে আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করে আস্‌ছি ! ওর লেখাপড়ার কথাটাই ধরো দেখি একবার ! পাঠশালে ও এমন গুরুমশায়ের কাছে পড়া আরম্ভ করলো যে, ঠ্যাঙ্গাড়ে হয়েও সে ওর গায়ে কিন্তু কোনওদিনই হাত্ তুল্‌লো না, আর মরবার দিন গঙ্গারতীরে তোমার এই বিজয়কেই সাম্‌নে রেখে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ স্মরণ করতে করতে

চলে গেল দিব্যধামে! তখন্ আমরা জান্‌তে পারলুম্, তোমার এই অসাধারণ ছেলেটী তার পাঠ আরম্ভ করেছিলো বেছে বেছে ওই ভগবান গুরুমহাশয়েরই পাঠশালে, যা'কে অত বড় গুপ্ত সাধক বলে আমরা চিন্‌তে পারলুম্ কিনা তার শেষ সময়ে! তোমার বিজয় কিন্তু তা'কে চিনে নিয়েছিল আমাদের আগেই!

স্বর্ণ। ওসব কথা মনে পড়লে, আমার মায়ের প্রাণ তো! কেমন একটা অজানা ভয়ে বুক্‌টা আমার কেঁপে ওঠে!

কৃষ্ণ। কেন বৌঠান্? এতো ভয়েব কথা নয়! এতো আনন্দের কথা! যার জন্মদাতা পিতা এমন ভক্ত-শিরোমণি ছিলেন যে, গণ্ডী দিতে দিতে সেই সুদূর শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন করে এসে, শিষ্য-বাড়ীতে ভাগবত পাঠ করতে করতে শ্রীভগবানের নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন, তার আচরণ, তার চাল্‌চলন্ যদি ঠিক এমন্‌টী না হয়, তা' হ'লে মানাবেই বা কেন? এতো ভয়ের কথা নয় বৌঠান্, এ যে পরম আনন্দের কথা! আজ সারা শান্তিপুরের পণ্ডিতেরাও তোমার বিজয়ের মেধা দেখে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেছেন্! বনমালী পণ্ডিত বলে, 'তর্করত্ন হে, আমার টোলে ঐ "মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ" কর্‌তে কর্‌তেই তো কত ছেলের জীবন কেটে গেল; আর এই বিজয় এসেই কিনা এক বছরের মধ্যে সমগ্র "মুগ্ধবোধ" খানা শেষ করে ফেল্লে! তারপর আর তাকে পড়াই কি? কাব্য ধরালুম্। তাও দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভবভূতি, কালিদাস, বাণভট্ট সব আয়ত্ত করে নিজেই কাব্যবিশারদ্ হয়ে দাঁড়ালো!' কি গভীর জ্ঞান-পিপাসা তোমার এই বিজয়ের বৌঠান্! বনমালীর কাছেই আরম্ভ কর্‌লো ষড়্‌দর্শন পড়্‌তে! তারপর না সে এলো আমার চতুষ্পাঠীতে? কিন্তু বৌঠান্,

তোমায় আর কি বল্‌বো ? আমার কাছে এসে ও সাংখ্য দর্শনের এমন সব কূট প্রশ্ন উত্থাপন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লো যে, ওকে বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন কর্‌তে বলা ছাড়া মীমাংসার আর কোনও উপায় দেখলুম্ না। কিন্তু এতেও বিপত্তি বড় কম নয় !

স্বর্ণ। কেন ?

কৃষ্ণ। বৌঠান্ তুমি তো আর বেদান্ত অধ্যয়ন করনি। তোমাকে কেমন্ করে বোঝাই, তোমার এই অদ্ভুত ছেলেটীর অভিনিবেশ কি গভীর, এর মেধা কি বিস্ময়কর, এর প্রশ্নগুলি কি দুরূহ ? সারাজীবন আমি বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে এলুম্। কিন্তু আজ তোমার কাছে অকপট সত্য বল্‌ছি—তোমার বিজয়ের প্রশ্নগুলির সদুত্তর আমি সব সময় দিতে পারি না। তাই আমি তা'কে বলেছিলাম্, 'বিজয়, তোমার এসব প্রশ্নের উত্তর, তোমার এসব সমস্যার সমাধান, এদেশের কোনও পণ্ডিতের দ্বারা সম্ভব নয়। স্বয়ং শঙ্কর যেখানে বসে আছেন্, তাঁর শাস্ত্র এই বেদান্ত যথাযথ হৃদয়ঙ্গম্ কর্‌তে হ'লে, তাঁরই ধামে—অর্থাৎ কাশীধামেই যেতে হয়। বর্ত্তমানে বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব, আর তার অন্তর্নিহিত গূঢ় মর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করে বোঝাবার মত সামর্থী অধ্যাপক আমি তো এখানে দেখি না। আমার কথা তো ছেড়েই দিলাম্।

স্বর্ণ। (উৎকণ্ঠিত স্বরে) তবে উপায় ? এতো দেখ্‌ছি, আপনার কথা শুনেই ও কাশী যাবার জন্যে জিদ্ ধরেছে !

কৃষ্ণ। তাই তো দেখ্‌ছি ! কিন্তু আমি তো কল্পনাও কর্‌তে পারিনি যে, ঐটুকু ছেলে সেই কাশী, কাশী বলে কাশী, এখান থেকে

দু'তিনশো ক্রোশ পথ, পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে রওনা হবে! কি বল্‌ছো বৌঠান্! সে কি এদেশ! বিজয় কি উন্মাদ্ হয়েছে? সে কোথায়? আমি তা'কে বোঝাবো। সে ছেলেমানুষ। সে সব দুর্গম পথের কথা ওতো কিছুই জানে না। আমি তা'কে বোঝাবো।

স্বর্ণ। ওর জিদ্ তো জানেন্? ও কি সহজে শুন্‌বে? তবু আমি একটি ভরসা করে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

কৃষ্ণ। কি বৌঠান্?

স্বর্ণ। আপনি তো জানেন্। আমাদের কুলাচার-মতে উপনয়নের পর আমিই ওকে কুলমন্ত্র দিয়েছি। তবু শাস্ত্রমতে আপনিই তো ওর উপগুরুর পদ গ্রহণ করেছেন? এখন্ আপনি বিজয়ের শুধু অধ্যাপকই নন্, গুরুও। তাই আপনিই শুধু ওকে বুঝিয়ে নিষেধ করে নিরস্ত করতে পারেন্। এই ভরসাতেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। নয়তো ও আর কারো কথা শুন্‌বে বলে তো মনে হয় না!

(শিখাশোভিত মুণ্ডিত-মস্তক, কণ্ঠে তুলসীমালা, স্কন্ধে উপবীত, হস্তে কতকগুলি সূত্রে বাঁধা পুঁথি, বিজয়ের প্রবেশ। উভয়কে দেখিয়া বিজয় স্বর্ণময়ীকে, পরে কৃষ্ণগোপালকে প্রণাম করিল)

কৃষ্ণ। এই যে বিজয়! তোমার কথাই হচ্ছিল।

(বিজয় পদধূলি লইতে তাহার মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া)

এতক্ষণ কি চতুষ্পাঠীতেই ছিলে?

বিজয়। আজ্ঞে হাঁ। রত্নপ্রভা, ভামতীভাষ্য আর আমার অদ্বৈত-সিদ্ধিখানা নিয়ে এলাম্।

কৃষ্ণ। ভাল। ভাল। গৃহে বসেও তো আযত্ত করা উচিৎ।

বিজয়। ওগুলি সঙ্গে নিয়ে যাব বলে আন্‌লুম্।

কৃষ্ণ। ওগুলি সঙ্গে নিয়ে কোথায় যা'বে?

বিজয়। কেন? কাশী?

কৃষ্ণ। সে কি? কাশী? তুমি কি সত্য সত্যই কাশী যাবে নাকি?

বিজয়। আজ্ঞে হাঁ। আপনিই তো আমাকে বলেছেন্, কাশীতে না গেলে আমার প্রশ্নের উত্তর আমি এদেশে পাব না? আমার মনে যেসব সমস্যার উদয় হচ্ছে, তারও সমাধান হ'বে না?

কৃষ্ণ। সে কথা সত্য। কিন্তু বিজয়, তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাক্‌লেও আমি তো আজ পর্যন্ত কাশীধামে যাবার সাহস্ করতে পারলাম্ না। কাশী যাওয়া কি সহজ কথা! যান নেই, বাহন নেই। কতদিনের কত দুর্গম পথ পদব্রজে অতিক্রম করতে হবে! এ কি যাবো বল্লেই যাওয়া! না, না, এরূপ ছেলেমানুষী তোমার শোভা পায় না।

বিজয়। গুরুদেব, আপনি তো জানেন্, পাণ্ডিত্যের গৌরব লাভ করবার জন্যে আমি বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করি না। আপনি তো জানেন্, কিসের তৃষ্ণায় আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে? আর তা জানেন্ বলেই তো কৃপা করে আমাকে বলে দিয়েছেন্ কোথায় গেলে আমার এই তৃষ্ণা নিবারণ হ'বে। তবে আজ এরূপ বল্‌ছেন্ কেন?

কৃষ্ণ। বলে দিয়েছি সত্য। বিজয়, চাতকের তৃষ্ণাও কম নয়। তা'কে বলেও দিতে হয় না। সে নিজেই জানে, কিসে তার তৃষ্ণা নিবারণ

হয়। কিন্তু বলো তো বাবা, তার ইচ্ছামত কি মেঘের সঞ্চার হয়, না বর্ষণ হয়? সবই সময়-সাপেক্ষ। শুধু তাই নয়। মানুষের পক্ষে একটা সম্ভব অসম্ভব বলেও কথা আছে। তোমার এ যে অসম্ভব সঙ্কল্প বাপ্‌!

বিজয়। অসম্ভব!

কৃষ্ণ। হাঁ বাবা, অসম্ভব। সে কি দুর্গম পথ, সে পথে কত ক্লেশ, কত বিপদ, তা তুমি কিছুই জানো না। তাই এমন সঙ্কল্প করেছ। নয় তো সেই কাশীধামে না গিয়ে, আমার কি এই শান্তিপুরে জীবন কাটাবার কথা? না—না—বিজয়, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করো। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, ঘরে বসেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হ'বে। তুমি লাভ কর্‌বে তোমার চরম ও পরম সত্য।

বিজয়॥ (আপন মনে) কোথায় সে সত্য! কি সে সত্য! সবই তো মায়া! সবই তো মিথ্যা! জগৎ মিথ্যা, ভ্রম। এই মিথ্যার পরপারে যিনি সত্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে যতবারই ধরতে যাই, ততবারই তিনি সরে যান্‌ আমার বুদ্ধির অন্তরালে! কেমন করে তাঁকে ধর্‌বো? কেমন করে তাঁকে বুঝ্‌বো? জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তবে আমিও তো এ জগৎ ছাড়া নই। আমিও তো মিথ্যা। আমার বিচার-বুদ্ধি সেও তো মিথ্যা! আমার তাঁকে ধরবার চেষ্টা, আমার সে চরম লক্ষ্য—সেও তো ভ্রান্তির অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যায়—! সেখানে (প্রকাশ্যে) আপনিও বলে ওঠেন—মূলে মূলাভাবাৎ অমূলে মূলং নাস্তি! তখন আমার প্রাণ যে হাহাকার করে ওঠে গুরুদেব! আমি যে আর স্থির থাক্‌তে পারি না! কি সে

দুর্গম পথ—যে বাধার সৃষ্টি করে কণ্ঠরোধ করবে আমার অন্তরের এই তীব্র অনুসন্ধিৎসাকে ?

কৃষ্ণ। বৌঠান্, আমি অপারগ। তোমার এই ছেলেটীর মধ্যে আমি এমন এক অপূর্ব্ব তেজ, এমন এক বিশ্ববিজয়ী শক্তি, প্রত্যক্ষ করছি, যার কাছে এ সংসারের সকল বাধাই তুচ্ছ হয়ে যায়। একে প্রতিনিবৃত্ত করবার সামর্থ্য আমার নেই। আর একে প্রতিনিবৃত্ত করেও কোন লাভ নেই। তুমি স্মরণ করো তোমার শ্যামসুন্দরকে! বিজয়ের মহৎ সঙ্কল্প-সাধনে উৎসাহ দেবার শক্তি তিনিই তোমায় দেবেন্! আজ চলি বৌঠান্। বিজয়, শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, তুমি তোমার সর্ব্বপ্রচেষ্টায় সফল হও, জয়যুক্ত হও!

(প্রস্থান)

স্বর্ণ। তা' হ'লে তুই সত্যিই যাবি বিজয়?

বিজয়। তুমি প্রসন্নমনে অনুমতি না দিলে কেমন করে যাব মা?

(গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান। নেপথ্য হইতে গীত গাহিতে গাহিতে ব্রজগোপালের প্রবেশ)

গীত

ব্রজ। যশোদার নয়নমণি
মথুরায় যাবে জানি
কুঞ্জে কাঁদে রাধারাণী
মা যশোদা পাগলপারা-

মা, বিজয়কে তুমি আর বাধা দিওনা। ওর মন যখন্ টেনেছে, ও যাবেই। মাঝ্খান্ থেকে বাধা দিতে গেলে, ও যে কি করে বস্‌বে, তার ঠিক্ নেই। জানো তো ওর স্বভাব?

(স্বর্ণময়ী কাতরভাবে ব্রজ'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁর চোখে জল)

ব্রজ। (ব্যাকুলভাবে) আমি বল্‌ছি মা, বিশ্বাস করো। ওর জন্যে তোমার কোনও ভয় নেই। ও জলে যাক্, জঙ্গলে যাক্, পাহাড়ে যাক্, পর্ব্বতে যাক্, ওকে আগাগোড়া কে রক্ষে করে আস্‌ছে, তুমি দেখ্‌ছো না?

স্বর্ণ। (রুদ্ধকণ্ঠে) জানি। শ্যামসুন্দর সব বিপদেই বিজয়কে রক্ষে করে আস্‌ছেন্। কিন্তু আমার যে মায়ের প্রাণ! বোঝে কৈ ব্রজ?

ব্রজ। (দৃঢ়স্বরে) কেন বুঝ্‌বে না! এই সেদিনও ক্ষেত্তোব মণ্ডলের বাড়ীতে যখন আগুন লাগ্‌লো, দেখ্‌লে না? দাউ দাউ করে আগুন জ্বল্‌ছে, পাড়ার লোক সব ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হায় হায় কর্‌ছে, আর ক্ষেত্তোর নিজের মাথা চাপ্‌ড়াচ্ছে 'আমার ছেলেটা গেল, আমার ছেলেটা গেল' বলে। তখন্ তোমার বিজয়ই তো ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো সেই আগুনের ভেতর! তখন্ ওকি কারো কথা, কারো বারণ শুনেছিল? তখন তুমি কি ভাব্‌তে পেরেছিলে, ক্ষেত্তোরের ছেলেকে বুকে নিয়ে তোমার বিজয় অক্ষত শরীরে সেই ভীষণ আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আস্‌বে? আমার মন বল্‌ছে মা, ওর কোনও কাজে আমরা যদি অন্তরায় হই, তা'হলে তার ফল বিপরীত হবে। ও যে-ছেলে! কি করে বস্‌বে তার ঠিক্ নেই! বরং তুমি হাসিমুখে ওকে যেতে বলো। দেখ্‌বে তা'তে মঙ্গলই হ'বে!

একমনে ওকে শ্যামসুন্দরের পা'য়ে সঁপে দাও মা—কোনও বিপদ্ ওর কাছে ঘেঁস্‌তে পারবে না। শ্যামসুন্দরই ওকে রক্ষা করবেন্।

স্বর্ণ। (বাষ্পাকুলকণ্ঠে আপনমনে) বিজয়— !

(কক্ষাভ্যন্তর হইতে বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। (স্মিতহাস্যে) আমায় ডাক্‌ছো মা ?

স্বর্ণ। (ভাবমগ্ন চিত্তে) এ্যাঁ ? বিজয় ? হ্যাঁ। তাই হোক, তাই হোক্। আমি তোকে ধরে রাখ্‌বো না। তোর কাজ্ তুই করে যা বাপ্! আমি তোর পথের কাঁটা হবো না। তুই যে শ্যামসুন্দরের ! আমার তো নো'স্—আমি কেন বাধা দোব ? আমি কেন বাধা দোব ?

বিজয়। (সহাস্যে) তা' হ'লে তুমি আমায় প্রসন্নমনে অনুমতি দিচ্ছ মা ?

স্বর্ণ। ওরে হ্যাঁ—হ্যাঁ ! নয়তো শ্যামসুন্দর যে অপ্রসন্ন হবেন্— দেখছিস্ না !

(স্বর্ণময়ীর দুইচক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। ব্রজও চক্ষু মুছিল। বিজয় জননীর পদধূলি গ্রহণ করিল।)

পঞ্চম দৃশ্য

পাটনা। গঙ্গার তীরে মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজীউর বিগ্রহ দেখা যাইতেছে। কাল—সন্ধ্যা। পূজারী আরতি করিতেছিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গনে চারিজন বলিষ্ঠ-পুরুষ আরতি দর্শন করিতেছিল। আরতি-শেষে পূজারী প্রাঙ্গনে নামিয়া আসিলেন।

১ম পুরুষ। (চতুর্দ্দিক্ সন্তর্পণে নিরীক্ষণ করিয়া অনতিউচ্চস্বরে পূজারীকে) সর্দ্দার্! এ হপ্তাটা যে একেবারে নিরম্বু উপোষে গেল! একবেটা অতিথিরও তো দেখা নেই! এ হ'ল কি?

পূজারী। (বিষণ্ণস্বরে) তাইতো দেখ্ছি বটে! দেশে কি মড়ক্ লেগে গেল? একটা লোকেরও দেখা নাই?

২য় পুরুষ। আগে মানুষের কতো ধম্মে কম্মে মতি ছেলো। হামেশাই লোকে তিত্থিধম্মে বেরুতো, আর আমাদের রোজ্ই ও একটা না একটা শিকার জুট্তোই। এ তো ক্রেমে ক্রেমে শিকার জোটাই দায় হয়ে আস্তেছে দেখি।

পূজারী। তো বেটাদের লোভও বড় বেড়ে গেছে বটে। ও-মাসে যে-শিকারটা মাল্লি, তা'তেই তো সম্বচ্ছরের খোরাক্ মেরে নিলি! আবার সবুর্ কর্। এসব কাজে হাঁক্পাঁক্ কর্বি না রে বেটারা। সবুর্ কর্। সবুরে মেওয়া ফলে।

৩য় পুরুষ। সর্দ্দারের কথা, হক্ কথা। এ হাঁক্পাঁকানির কাম্ নয় রে যাদু! তক্কে তক্কে থাক্। তাক্ কর্তে থাক্। ও—এসে যাবেই।

পূজারী। ও মাসের কথাটা ছাড়ান্ দে। হ্যারে বেটারা, তারপরেও তো খুচ্ খাচ্ মেরেছিস্। বটে কি না ?

১ম পুরুষ। তা কি গর্‌মানি্ যাচ্চি ? আমি বল্‌তিছি, এ হপ্তাটার কথা। (সঙ্গীদের প্রতি) কিরে ! বল্‌না ? একটা মশা মাছিরও দেখা পেয়েছিস্ ? হ্যাঁ কি না ?

৪র্থ পুরুষ। (নিকটে আসিয়া) চুপ্ ! চুপ্ ! ঐ ছাখ্, কে আস্‌তেছে না ?

(সকলে পথের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া—)

২য় পুরুষ। আমাদের বীরভদ্দোব না ?

৪র্থ পুরুষ। নিজ্জস্ কোনও খবর্ আন্‌তেছে।

(বীরভদ্রের প্রবেশ)

বীর। সর্দার ! শিকার, শিকার !

সকলে। (সোল্লাসে) এদিকে আস্‌তেছে ?

(বীরভদ্র ইসারায় উত্তর দিল—'হাঁ')

পূজারী। শিগ্‌গির্ তো' বেটারা গা ঢাকা দে। সব তৈরী থাক্‌বি। রাত্তিরে সেই ঘণ্টার ইসারা ! ব্যস্। এখন যে যার গা ঢাকা দে। শিগ্‌গির্।

(ত্বরিতে সকলের প্রস্থান। বীরভদ্র পথের দিকে অগ্রসর হইয়া—)

বীর। এই যে। আসেন্। আসেন্। আপনার জন্যে আগে থাক্‌তে এসে, ঠাকুরমশাইকে আট্‌কে রেখেছি। বাড়ী যেতে দিইনি।

(বিজয়ের প্রবেশ। এক হাতে
ছোট একটী কাপড়ের গাঁট্‌রি, অপর হাতে
কতকগুলি পুঁথী লাল ফিতায় বাঁধা।

বিজয়। (গাঁট্‌রিটী মাটিতে রাখিয়া পূজারীকে) প্রণাম।

পূজারী। (দক্ষিণ-কর প্রসারিত করিয়া) কল্যাণ হোক্।

বিজয়। শুধু এই রাত্‌টা। সকালেই আমি চলে যাব।

পূজারী। বেশ্‌তো, বেশ্‌তো। অতিথি নারায়ণ! অতিথির সেবা, একি কম্ ভাগ্যের কথা বটে! তা ব্যস্ত হ'বার কি আছে? এই মন্দিরে কত অতিথি আসে। দু'দিন চারদিন থাকে আবার চলে যায়। আমি যতদিন আছি, কারো কোনও কষ্ট হ'তে দিই না। খাওয়া দাওয়া থাকা শোয়া—কোনও অসুবিধে নেই। সব ব্যবস্থাই আছে।

বীর। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠাকুরমশায়ের এখানে সব জোগাড়্ আছে। গঙ্গায় চান্ করুন্। সামনেই গঙ্গা। নিজের হাতে পাক্ করতে চান্? ওই ওপাশে রসুই ঘর। ওখানে কাঠ্‌কুটো উনুন্ সব পাবেন্। পেসাদ্ পেতে চান্? ঠাকুরমশায়ের বাড়ী থেকে তাও আস্‌বে। আর শোবার জায়গা? এই নাট্‌-মন্দিরে আপনার মত পঞ্চাশ জন্ এলেও জায়গার অভাব হ'বে না। দেখ্‌তেছেন্ তো?

বিজয়। (চারিদিক দেখিয়া) তা সত্য।

পূজারী। তবে আর বিলম্ব করে লাভ কি? জিনিষ প:ত্তোর সব নাট্‌মন্দিরে রেখে গঙ্গায় হাত মুখ ধুয়ে এসো বাবু। সারাদিনের হাঁটুনি। বড় কম কথা নয় তো! যাও বাবু, হাত মুখ ধুয়ে

এসে একটু জিরিয়ে নাও। তারপর রাধাকান্তজীর পেসাদ্ পেতে চাও তো, সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে বটে। আর যদি নিজে হাতে—

বিজয়। না, না! রাধাকান্তজীর প্রসাদ্ পাবো, এ তো ভাগ্যের কথা!

পূজারী। তবে আর কি? সাম্‌নেই গঙ্গা, হাত মুখ সব ধুয়ে এসো।

বিজয়। তাই যাই। এখনও আমার সন্ধ্যাহ্নিক হয়নি। গঙ্গাতেই সেরে আসি।

(গাঁটুরি খুলিয়া নিজের বস্ত্রাদি লইল এবং গাঁটুরির ভিতর হইতে টাকাকড়ি যাহা ছিল তাহা ও কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া লইল। পরে পুস্তকগুলি ও বস্ত্রাদি নাটমন্দিরে রাখিতে যাইতেই—)

পূজারী। ও থাক্—ও থাক্। তুমি ক্লান্ত বাবু। বীরু, সব নাটমন্দিরে তুলে রাখো—হাঁ সাবধানে তুলে রাখো। তা এখানে খোয়া যাবার কোনও ভয় নেই! যাও বাবু, সেরে এসো! দেরী কোরো না।

বিজয়। এই যাই। (প্রস্থান)

বীরু। (বিজয় প্রস্থান করিলে পর চাপাকণ্ঠে) সর্দ্দার! শদাবধি টাকা!

পূজারী। চুপ্! আমি কি কানা বটে!

(বীরভদ্র সোজ্জ্বল দৃষ্টিতে পূজারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

এখন তুইও গা' ঢাকা দে। সময় হ'লে ঘণ্টার আওয়াজ্ করবো। আগে ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে শোয়াই! তারপর! এখন সরে পড়্।

(বীরভদ্রের প্রস্থান। পূজারী বিজয়ের গাঁটুরি খুলিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, গাঁটুরিটী পূর্ব্ববৎ বাঁধিয়া রাখিল)

(স্বগতঃ) নাঃ। যা ছেলো, সব সঙ্গে নিয়ে গেছে বটে।

(স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে বিজয়ের পুনঃ প্রবেশ)

(বিজয়কে) একি? সন্ধ্যেবেলা চান্‌ও করে এলে দেখি যে!

বিজয়। এমন স্রোতস্বিনী গঙ্গা! স্নান না করে সন্ধ্যাহ্নিক করতে মন চাইল না। স্নান করে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল!

পূজারী। তা বেশ করেছো বাবু। তা' হ'লে এবার রাধাকান্তজীর পেসাদ্‌টী নিয়ে আসি বটে? নাকি, কিছু বিলম্বে আন্‌বো?

বিজয়। না। বিলম্বের প্রয়োজন কি? তবে একটা কথা বল্‌ছিলাম্?

পূজারী। কি কথা?

বিজয়। আগে কিছু প্রণামী না দিয়ে প্রসাদ্ গ্রহণ করবো?

পূজারী। তা'তে কি? আমার এ তো অতিথিসেবা! প্রণামী পাবার লোভ থাক্‌লে কি অতিথিসেবা হয় গো বাবু? এখন্ তো পেসাদ্ পেয়ে বিশ্রাম করো। তারপর কাল যাবার সময়, ইচ্ছা হয়, আমার রাধাকান্তজীকে যা ইচ্ছা দেবে। এখন এর জন্যে তাড়া কিসের বাবু? আমি যাই। পেসাদ্‌টী নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

বিজয়। (রাধাকান্তজীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া স্বগতঃ) এখানেও তুমি দাঁড়িয়ে আছ আমাকে আশ্রয় দেবার জন্য? এই ক'দিনের পর্য্যটনে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি দেখে, তুমি কি আমার আগেই এখানে এসে, আমার বিশ্রামের আয়োজন করে, আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ বন্ধু? এত দরদ্ আমার জন্যে? সেই ছোটবেলার ভালবাসা এখনও ভোল নি? শ্যামসুন্—আমার বাল্যের সাথী—আমার কৈশোরের প্রিয়! বলো তো বন্ধু, আজ আমি কোথায় চলেছি? কেন চলেছি? কেন আমায় ঘরছাড়া করে এতদুর নিয়ে এলে? আরো কতদুর সে কাশীধাম, যেখানে বসে আছেন স্বয়ং শঙ্কর, আমার মনের সন্দেহ, আমার মনের ভুল ভেঙ্গে দেবার জন্যে? মনের ভুল? সবই ভুল?

আমার জীবনের এতদিনের দেখা, শোনা, বোঝা, সব ভুল? সব মিথ্যা? হাঁ। নেই। তবু ভাবি আছে! বন্ধু, বন্ধু, এ আমি কোথায় চলেছি! এ কোন্ শুষ্ক মরুপথে আমায় টেনে নিয়ে চলেছো? এ পথে তুমিও যে আমার চোখে হারিয়ে যাচ্ছ—মিথ্যা হয়ে যাচ্ছ বন্ধু!

না, না, এসব আমি কি ভাব্‌ছি! আমি চলেছি সত্যের সন্ধানে। চরম সত্য। এ চিত্ত-চাঞ্চল্য আমায় শোভা পায় না। এ পথে স্নেহ মায়া মমতা সব বিসর্জ্জন্ দিতে হয়—! আমার স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর অশ্রুকেও অস্বীকার করে, চলে এসেছি আমি এত পথ—আমার সঙ্কল্পকে সামনে রেখে। ছি! ছি! এ ভাবাবেগ, এ কল্পনা-বিলাস আমাতে শোভা

পায় না। আমি যে চাই—সেই সত্যস্য সত্যম্! যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ!

(প্রসাদ-হস্তে পূজারীর প্রবেশ)

পূজারী। এই যে বাবু! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্ছো বুঝি, এত দেরী হচ্ছে কেন?

বিজয়। না।

পূজারী। না কি বাবু? দেরী একটু হয়েছে বটে, আমি স্বীকার কর্‌ছি। সংসারের ঝামেলা তো কম নয়! তা যাক্। এখন্ এসো—

(আসন পাতিয়া তৎসম্মুখে জল ও প্রসাদাদি রক্ষা করিয়া নিকটেই নিজে উপবেশন করিল)

ওই নাও। বলি, এখনও কি ভাব্ছো? এসো—এসো বাবু এসো। বসে পড়। রাধাকান্তজীর প্রসাদ! কত ভাগ্যে মেলে বটে!

(বিজয় ধীরে ধীরে আসিয়া আসনে উপবেশন করিল। পরে আচমন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল)

তা বাবুর কতদূর যাবার বাসনা?

বিজয়। (আহার করিতে করিতে) কাশী।

পূজারী। কা—শী! সে যে অনেকদিনের পথ বাবু? সেকি এখানে? বাবা বিশ্বনাথ এই পৃথিবী থেকে তাঁর সেই ধাম্‌কে তুলে নিয়ে, ধরে রেখেছেন্ ত্রিশূলের 'ওপরে বটে!

সেকি এ পৃথিবীতে বাবু, যে পায়ে হেঁটে সহজে গিয়ে হাজীর হ'বে! এ যে পায়ে হেঁটে স্বর্গে যাওয়ার তুল্য! ক'টা মানুষ সেখানে আজ পর্যন্ত যেতে পেরেছে বটে?

বিজয়। (আহারান্তে আচমন করিয়া) তা বটে! তবু আমাকে যেতেই হ'বে সেখানে।

(পূজারী বিজয়কে অঙ্গনের এক পার্শ্বে মুখ প্রক্ষালনের জল দিল। মুখ প্রক্ষালনান্তে বিজয় অঙ্গনের মধ্যস্থলে ফিরিয়া আসিল)

পূজারী। যেতেই হ'বে? কেনে বটে?

বিজয়। অধ্যয়নের জন্য।

পূজারী। অধ্যয়নের জন্য? কেনে? দেশে ঘরে তেমন্ পণ্ডিত নেই বুঝি? তা বাবুর আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

বিজয়। শান্তিপুর থেকে।

পূজারী। (সাগ্রহে) শান্তিপুর?

বিজয়। হ্যাঁ।

পূজারী। দেশ কি ওই শান্তিপুর বটে?

বিজয়। হ্যাঁ।

পূজারী। দেখ্‌ছি তো ব্রাহ্মণ। বাড়ীও শান্তিপুরে।

বিজয়। (ঈষদ্ধাস্যে) হ্যাঁ। আমরা শান্তিপুরের গোঁসাই?

পূজারী। (আগ্রহাতিশয্যে) শান্তিপুরের গোঁসাই? গোস্বামী? বাবুর ঠাকুরের নাম?

বিজয়। ৺আনন্দকিশোর গোস্বামী। লোকে 'ষড়ি-ধোয়া গোঁসাই' বল্‌তো।

পূজারী। (বিস্ফারিত নেত্রে) এঁ্যা! এ আমি কি শুন্‌ছি বটে!

(পূজারীর সর্ব্বাঙ্গ থর্‌ থর্‌ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। উহার ভাববৈগুণ্য দর্শনে বিজয় বিস্মিত হইল—)

বিজয়। (সবিস্ময়ে) কেন? তার কি হয়েছে?

পূজারী। (আর্ত্তকণ্ঠে) কি হয়েছে! কি হয়েছে, আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছো বাবু?

(সহসা বিজয়ের পদতলে পড়িয়া)

ভগবান্‌! ভগবান্‌! এ আমি কি কর্‌তে যাচ্ছিলুম্‌ বটে! রাধাকান্তজী! আজ তুমি আমায় কি ঘোর নরক থেকে রক্ষা কর্‌লে ঠাকুর! (ক্রন্দন)

বিজয়। (সাশ্চর্য্যে) এ কি! আপনি কাঁদ্‌ছেন্‌ কেন? কি হ'ল?

পূজারী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) কি হ'ল? তা কেমন করে বলি? কোন্‌ মুখে বলি? আমি যে নরাধম্‌! আমি যে ঘোর পাতকী! আমি এ কি করতে যাচ্ছিলুম্‌। রাধাকান্তজী! রাধাকান্তজী! (ক্রন্দন)

বিজয়। আচ্ছা, আপনি আমার পা ছাড়ুন্‌! আপনি স্থির হোন্‌—

(পূজারী বিজয়ের পা ছাড়িয়া তাহার পদতলে বসিল)

এখন্‌ বলুন্‌, আপনার কি হয়েছে? আমি তো কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। কি হয়েছে আপনার?

পূজারী। (সজল নয়নে) কি হয়েছে? হ্যাঁ, বল্‌বো, সব্ বল্‌বো! না বল্‌লে আর যে আমার উপায় নেই!

(কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। পরে কথঞ্চিত স্থির হইয়া বলিতে লাগিল—)

আমাকে যা দেখ্‌ছো বাবু, আমি তা নই। আমি পূজারীর ভেক্ নিয়ে বসে আছি, নরহত্যা করে লুণ্ঠনের আশায়। আমি ছদ্মবেশী দস্যু। আমি পূজারী নই—ভণ্ড! ব্রাহ্মণ নই—পিশাচ! এই নির্জ্জন্ স্থানে বহুদিন আমি এই পবিত্র মন্দির কলুষিত করে আস্‌ছি নিরীহ মানুষের রক্তে! (নিম্ন স্বরে) আশে পাশে অপেক্ষা করে আছে, আমার রক্ত-পিপাসু দস্যুদল! ওঃ! আমি কি কর্‌তে যাচ্ছিলুম্! গুরুপুত্র হত্যা! রাধাকান্তজী! কোনও দিনই তো তোমার সত্যকার পূজা করিনি? পূজার ভান্ করেছি বটে! তা'তেই এত দয়া! তা'তেই এত করুণা! আজ আমাকে গুরুপুত্র বধ থেকে রক্ষা করলে?

(ক্রন্দন। পরে ঈষৎ শান্ত হইয়া)

হ্যাঁ! তুমিই আমার সেই গুরুপুত্র! শুনেছো বাবু? তুমিই আমার সেই পরমারাধ্য গুরুদেব, সেই শ্যামসুন্দরের পরমভক্ত—সাধক-শিরোমণি ঘড়ি-ধোয়া গোঁসাই-এর পুত্র! আর আজ! আমি পাষণ্ড, নরাধম্, আমি তোমার ঐ অর্থ লুণ্ঠন কর্‌বার্ লোভে তোমাকে হত্যা কর্‌তে যাচ্ছিলুম্! ওঃ! আমার, কি উপায় হ'বে? আমার কি উপায় হ'বে? আমি ঘোর নারকী! আমার কি গতি হ'বে?

বিজয়। (শান্তকণ্ঠে) আশ্বস্ত হোন্! আজ আপনার পাপ-জীবনের শেষ!

পূজারী। (বিস্ময়ে) এঁ্যা!

বিজয়। হঁ্যা। আমি বল্‌ছি। আজ থেকে আপনি পাপমুক্ত শুদ্ধ জীবন যাপন কর্‌বেন্। এই যে তুষানল আপনার হৃদয়ে জ্বলে উঠেছে—এই যে তীব্র অনুতাপানল আপনার অন্তরে জ্বলে উঠেছে—এতেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আপনার জীবনের যত পাপ!

পূজারী। যাবে? যাবে? একি সম্ভব! একি সত্য!

বিজয়। হঁ্যা। সম্ভব। সত্য।

পূজারী। (বিজয়ের পদধারণ করিয়া) তবে ওগো আমার দয়াল! আমার উদ্ধারকর্ত্তা! আমি আর তোমাকে কাশী যেতে দেব না। না—না—কখ্‌খনো না। এই দুর্গম সুদূর পথে আমার মত কত পাষণ্ড দস্যু—আমারই মত বসে আছে নরহত্যা কর্‌বার্ জন্যে। লুণ্ঠন করে তোমার মত পথিকের সর্ব্বস্ব কেড়ে নেবার জন্যে। আমায় কথা দাও দয়াল, আর তুমি কাশী যাবে না?

বিজয়। (সাহাস্যে) তথাস্তু। কাশী আর আমি যাব না। বুঝেছি! কেন আমি এতদূর এসেছিলাম!

পটক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শান্তিপুর। আনন্দকিশোরের বাটী। কাল—মধ্যাহ্ন। বাটীর টানা-বারান্দার দাওয়ায় বিজয় বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিল। অধ্যয়ন সমাপন করিয়া বিজয় পুঁথি সূত্র দিয়া বাঁধিয়া উহা আধারের উপর রক্ষা করিয়া অঙ্গনে নামিয়া আসিল। যোগমায়া আসিয়া স্নানের জন্য গামছা ও তৈল লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বিজয়। (স্বগতঃ) ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। জগৎ মিথ্যা। এই ঘরবাড়ী, জলস্থল, আকাশ, ঐ সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র—সব মিথ্যা। উষার অরুণরাগে সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী হংসারূঢ়া ব্রহ্মাণীর যে আবাহনগীতি দিকে দিকে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে—তাও মিথ্যা। সন্ধ্যার ম্লানিমায় সারা দিবসের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখের অবসান-গীতি—তাও মিথ্যা। ওসব কিছু নয়—কিছু নেই। শুধু মনে হয়—আছে। মনের বিকার। মায়া……! যা সত্য সত্যই আছে—সে এই আমি নয়, তুমি নয়। উপাধিশূন্য জীবচৈতন্য। তত্ত্বমাসি শ্বেতকেতো! সেই আমি—সেই তুমি—আর সব মিথ্যা—মায়া—ভুল—! নাঃ। মাথা গরম্ হয়ে উঠ্‌ছে। স্নান্ করে আসি।

যোগমায়া। বেশী দেরী কর্‌লে মা কিন্তু রাগ করবেন্।

বিজয়। না দেরী কর্‌বো কেন? (স্বগতঃ) তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো—
তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো—

(বলিতে বলিতে যোগমায়ার নিকট হইতে গামছা ও সামান্য তৈল হস্তে লইয়া উহা গাত্রে মর্দ্দন করিতে করিতে প্রস্থান। যোগমায়া বিজয়ের দিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পরে বিজয়ের পুঁথিপত্র লইয়া কক্ষমধ্যে প্রস্থান করিল। অঘোরনাথের সহিত কথা বলিতে বলিতে স্বর্ণময়ীর প্রবেশ।)

স্বর্ণ। যাই বলো বাবা অঘোর। তোমরা দু'জনে কল্‌কাতার সংস্কৃত কলেজে যে কি পড়া পড়্‌ছো—আর কোন্‌দেশী জ্ঞান লাভ কর্‌ছো, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে।

অঘোর। কেন জ্যাঠাই?

স্বর্ণ। এই ত্থাখো না বাবা? কেঁদে কেঁদে মর্‌ছিলুম্‌। শ্যামসুন্দর মুখ তুলে চাইলেন্‌, ওর আর কাশী যাওয়া হ'ল না। মাঝ্‌পথ থেকেই ফিরে এলো; শ্যামসুন্দর মুখ তুলে'না চাইলে বিজয়কে কি আর ফিরে পেতুম্‌? কি বিপদের মুখ থেকেই না তিনি ওকে রক্ষে কর্‌লেন্‌! তা যাক্‌। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলো, না বাঁচ্‌লুম্‌। মনে কর্‌লুম, ভালই হ'ল। ঘরে বসে পড়াশুনো কর্‌বে, আর আমাদের শিষ্য যজমান্‌ যা পাঁচ্‌ সাত্‌ শ' ঘর আছে, তা'দের রক্ষে করে সংসারটা একরকম্‌ চালিয়ে নেবে। এই ভেবে বিয়ে থাও তো দিলুম্‌।

অঘোর। যাই বল জ্যাঠাই, বিজয়ের কনে'টী কিন্তু বড় ছোট হয়ে গ্যালো।

স্বর্ণ। তা বাবা, বিজয়ই বা আমাব কত বড়? আঠারোয় বিয়ে দিয়েছিলুম্, মাত্তোব বাবো বছবের ছোট বড়। মেয়েদের বাড়্, না কলাগাছেব বাড্! মা যোগমায়া আমার দেখ্‌তে দেখ্‌তে তো সেয়ানা হয়ে উঠ্‌ছে? ভাগ্যে দহকুলে ভাদুড়ীদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলুম্, নয়তো এমন সর্ব্বগুণেব সুলক্ষণা মেয়ে, এমন্ মা লক্ষ্মীটী আব কোথায় পেতুম্ বাবা?

অঘোর। (হাসিয়া) আসল্ কথা কিন্তু আমরা জানি!

স্বর্ণ। কি জানো অঘোর?

অঘোব। বল্‌বো?

স্বর্ণ। বলো।

অঘোর। ও বংশ-পরিচয়ের লোভে তুমি আদৌ বিজয়ের বিয়ে দাওনি। বাপ-মরা মেয়ে, অনাথিনী বিধবা মা কত কষ্টে মেয়েটীকে মানুষ কর্চ্ছে দেখে, ওদেব দুঃখে তোমাব প্রাণটী কেঁদে উঠেছিল। এই আসল্ কথা। নয়তো ছেলের বিয়ে দিয়ে কে আবার কনেব মা'কে শুদ্ধ নিজেদের সংসারে এনে তোলে? তুমিই বলো না?

স্বর্ণ। ওই নাও! বেয়ানের আমাব ওই মেয়েটী ছাড়া আর কে আছে বলো? একলা থাক্‌বে কি করে গো? তুমি তো মায়ের প্রাণ জানো না!

অঘোর। কেন জান্‌বো না? তোমাকে তো দেখ্‌ছি। তা সে কথা ছাড়ো। এখন্ আমাদের সংস্কৃত কলেজের কি দোষ দেখ্‌লে তাই বলো।

স্বর্ণ। তাই তো বল্‌ছিলুম্ অঘোর! ওই কলেজে পড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে বিজয় যেন আমার কেমন্ হয়ে যাচ্ছে। একলা থাক্‌লেই, কি সব আপনার মনে বলে। কখনো কখনো দেখি, আন্‌মনে বসে কি সব ভাব্‌ছে, ডাক্‌লে সাড়া পাওয়া যায় না।

অঘোর। তুমি তো বেদান্ত পড়নি জ্যেঠাই। নয়তো দেখ্‌তে, ও শাস্ত্র পড়্‌লে ওই রকমই হয়।

স্বর্ণ। কই বাবা? ওর সঙ্গে তুমিও তো পড়্‌ছো? তোমায় তো অমন্ দেখি না?

অঘোর। আমাতে আর বিজয়তে! কি যে বলো জ্যেঠাই! আমরা কি ভাব্‌তেই জানি, না পড়্‌তেই শিখেছি! কলেজের মধ্যে বিজয়ের মত জ্ঞান বুদ্ধি একটা ছেলেরও কি আছে—যে ওর সঙ্গে আমার তুলনা কর্‌ছো?

স্বর্ণ। তা অঘোর, তোমাদের ওই বেদান্ত পড়্‌লে কি ঠাকুর-দেবতায় আর তেমন্ ভক্তি ছেদ্দা থাকে না? বিজয়ের আমার কি নিষ্ঠে ছিল জানো তো? কিন্তু আজকাল দেখি, সবই যেন ওর অন্য রকম। এ তোমাদের কি শাস্তোর বাপু?

অঘোর। ঐ জন্যেই তো বলি। তুমি বেদান্ত তো পড়নি, নয়তো বুঝ্‌তে, সব ধর্ম্মের সারকথা ওতেই আছে।

স্বর্ণ। এই কথাটী তোমার মান্‌তে পারলুম্ না বাপু! উনি বল্‌তেন্, সব শাস্তোরের সেরা শাস্তোর যদি কিছু থাকে তো, সে ওই ভাগবত। জগতের সার মঙ্গলের কথা, আছে ওই ভাগবতে। আর সব শাস্তোরে যা আছে, তা শুধু কচ্‌কচি! ওঁর কথা কি মিথ্যে হ'তে পারে বাছা?

(স্নানান্তে বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। একটি অতিথি এসেছে মা। ওকে বিদেয় করো। একখানা কাপড় চায়। আহা, একখানা শতছিন্ন কাপড়ে কোনরকমে লজ্জা নিবারণ করে আছে। দেখ না মা—

স্বর্ণ। কৈ দেখি? কৈ গো বাছা?

(একটি জীর্ণবস্ত্র-পরিহিতা কাঙালিনীর প্রবেশ)

বৌমা, কুলুঙ্গিতে যে নতুন্ কাপড়খানা রেখেছি, আনো তো মা।

(কক্ষের মধ্য হইতে যোগমায়া একখানি বস্ত্র স্বর্ণের হাতে দিয়া গেল। স্বর্ণ উহাকে বস্ত্রখানি দিয়া)

এই নে বাছা! আহা মুখ্‌খানিও যে শুকিয়ে গেছে! খাওয়া হয়নি বুঝি?

কাঙালিনী। (শুষ্ককণ্ঠে) আজ হু'দিন পেটে ভাত্ নেই গো মা!

স্বর্ণ। আ—হা! গঙ্গায় চান্ করে কাপড়খানি পরে এসো। এখানেই না হয় হু'টী খেয়ে যাবে বাছা!

কাঙালিনী। (সাগ্রহে) আস্‌ছি মা।

স্বর্ণ। ওরে দাঁড়া, দাঁড়া। তোর মাথাটায় একটু তেল মাখিয়ে দি। বৌমা, একটু তেল দিয়ে যাও তো মা।

যোগমায়া। (নেপথ্যে) যাই মা।

(কক্ষমধ্য হইতে হাস্যোজ্জ্বল মুখে যোগমায়া আসিয়া স্বর্ণের হাতে তৈলের বাটি দিয়া গেল)

বিজয়। (সকৌতুকে) ওকি মা! কি জাতের মেয়ে! ছোঁবে?

স্বর্ণ। (ধমক্ দিয়া) তুই থাম্ বাপু!

(স্বর্ণময়ী কাঙালিনীর মাথায় নিজ হস্তে তৈল মাখাইতে লাগিলেন)

অঘোর। (বিজয়কে) ওটা কি হ'ল?

বিজয়। কি?

অঘোর। ওর জাতের খবর কেন? সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম না? কিন্তু জ্যাঠাই বেদান্ত না পড়েই এ জ্ঞান কোত্থেকে পেলো বলো দেখি?

(স্বর্ণ ছাড়িয়া দিতে স্নান করিবার জন্য কাঙ্গালিনীর প্রস্থান। নেপথ্য হইতে ব্রজগোপালের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

ব্রজ। চিদানন্দ ঘনশ্যাম
অপরূপ রূপঠাম
ভকতের প্রাণারাম,
হরে কৃষ্ণ হরে হরে।

এই যে বিজয়। ভালই হয়েছে। মা'কে বল্‌ছিলুম্ কি, এখন্ তোমার কলেজের যখন ছুটি রয়েছে, এইবেলা একবার কয়েকটি যজমান্‌বাড়ী না হয় ঘুরে এসো। আর ওই সঙ্গে রংপুরটাও হয়ে এসো।

স্বর্ণ। (বিজয়কে) হাঁ বাবা। আম্‌লাগাছির বড়গিন্নী তোমাকে একবার যাবার জন্যে বিশেষ করে বলে পাঠিয়েছেন্। ওরা হলেন্

জমীদার লোক। একটা বড় যজমান্ ঘর। ওদের কথা অগ্রাহ্য করা ভালো নয়।

ব্রজ। এখন্ ওরাই তো আমাদের বল্ ভরসা! যখন এত করে ডেকেছেন্, দেরী করা উচিৎ নয়। আমি বলি, কালই বেরিয়ে পড়ো। মা কি বল ?

স্বর্ণ। বেশ তো! গুছিয়ে গাছিয়ে দাও। বাছার আমার পথে যেন কোনও কষ্ট না হয়। তবে রংপুরে পৌছে গেলে, আর কোনও কষ্ট হ'বে না। জমীদারদের বড়গিন্নী বড় ভক্তিমতী। অমন্ গুরুভক্তি বড় একটা দেখা যায় না। উনি ওদের বড় সুখ্যাতি কর্‌তেন্। (বলিতে বলিতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ)

অঘোর। (বিজয়কে) তা হ'লে কালই রংপুর চল্লে ?

ব্রজ। না গেলে সংসার চল্‌বে কেন, বল ?

অঘোর। আজ্ঞে, তা' তো ঠিক্ই !

বিজয়। (অঘোরকে) কলেজ্ খোল্‌বার আগেই ফিরবো। তারপর দু'জনে একসঙ্গেই কল্‌কাতায় রওনা হওয়া যাবে, কেমন্ ?

অঘোর। বেশ। আমি তা'হ'লে এখন্ চলি ? (উচ্চৈঃস্বরে) জ্যাঠাই, আমি যাচ্ছি।

স্বর্ণ। (অভ্যন্তর হইতে) এসো বাবা, যে ক'দিন বিজয় বাইরে থাকবে, তুমি একবার ক'রে এসো।

অঘোর। (উচ্চৈঃস্বরে) আস্‌বো।

ব্রজ। হ্যাঁ। আমিও তো বাইরে বাইরেই থাকি। তুমি একটু একটু এসো অঘোর।

গীত

চিদানন্দ ঘনশ্যাম
অপরূপ রূপঠাম,
ভকতের প্রাণারাম
হরে কৃষ্ণ হরে হরে ॥

চরণ কমল'পর
মধুকর নিকর,
অধরে মুরলীধর
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥

তৃষিত তাপিত চিত
নাম-রসে তিরপিত,
দরশনে মুরছিত
হরে কৃষ্ণ হরে হরে ॥

(গীত গাহিতে গাহিতে ব্রজ'র প্রস্থান। বিজয় ব্রজ'র গীত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রঙ্গপুর। জমিদার-বাটীর বহির্কক্ষ। প্রাতঃকাল। বিজয় জমিদার বাড়ীর বড়গিন্নী জয়তারা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল।

জয়। আজ তা' হ'লে যেতেই হ'বে? আর দুটো দিনও থেকে যাবার উপায় নেই?

বিজয়। না। আমাদের কলেজের ছুটী শেষ হয়ে গেল। আর তো থাক্‌তে পারি না।

জয়। আবার কবে ভাগ্যে দর্শন্ পা'ব, তার তো ঠিক্ নেই? তাই বল্‌ছিলাম্। একটা দিনও তো মনের মত করে সেবা কর্‌তে পার্‌লাম্ না!

বিজয়। কি বল্‌ছেন্ বড়ঠাকরুন্? এর চাইতে সেবা যত্ন, মানুষে আর কি কর্‌তে পারে, তা'তো জানি না।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। বাবাঠাকুর, আপনার গয়লাপাড়ার শিষ্যিরা দেখা কর্‌তে এয়েচে।

জয়। তা'দের এখানেই ডেকে দে। আমি ততক্ষণ যাবার আগে পূজার জোগাড়্ করে নি।

(জয়তারার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ ও ভৃত্যের প্রস্থান। কোলাহল করিতে করিতে গয়লাপাড়ার শিষ্যগণের প্রবেশ। তাহারা একে একে বিজয়ের পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল)

১ম শিষ্য। (পদধূলি গ্রহণ করিয়া) হ্যাঁ বাবাঠাকুর, আজই নাকি আমাদের ছেড়ে যাচ্চো ?

বিজয়। (স্নেহার্দ্রস্বরে) হাঁ।

২য় শিষ্য। (পদধূলি লইয়া) কতদিন পরে দর্শন্ দিলে বাবাঠাকুর! এরই মধ্যে যাবার কি তাগিদ্ আছে যে, যেতেই হ'বে কও ?

বিজয়। আমাকে তো পড়াশুনা কর্‌তে হয় ? আর থাক্‌লে যে ক্ষতি হ'বে গোষ্ঠো।

৩য় শিষ্য। (পদধূলি লইয়া) তোমার আবার বিদ্যেশিক্ষের কি দর্‌কার্ দেব্‌তা ?

বিজয়। (হাসিয়া) কেন ? আমার কি জ্ঞানলাভের দরকার নেই দিনু ?

৪র্থ শিষ্য। (পদধূলি লইয়া) যারা অজ্ঞান্, তারাই তো জ্ঞান্ পা'বার জন্যে ছুটোছুটি কর্‌বে ? তুমি আমাদের দেব্‌তা। তোমার আবার কিসের জ্ঞান চাই ঠাকুর ?

৫ম শিষ্য। (পদধূলি লইয়া) হেঁঃ হেঁঃ। আমরাই তো তোমার চরণে জ্ঞানলাভ করে ধন্যি হ'বো গো। কি বল্ গোষ্ঠা ?

গোষ্ঠ। কথাই তো।

বিজয়। আচ্ছা ক'দিন তোমাদের তো সকল্‌কেই একে একে দেখ্‌লুম্। কিন্তু চন্নোকে দেখলুম্ না কেন বলো তো ? সে কোথায় ?

(শিষ্যগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল)

বিজয়। (উদ্বিগ্নস্বরে) কৈ ? তোমরা কিছু বল্‌ছো না যে ? কি হয়েছে তার ?

১ম শিষ্য। (ইতস্ততঃ করিয়া) আর দেব্‌তা, তার কথা আর বলো না।

বিজয়। (উদ্বিগ্নকণ্ঠে) কেন? কি হোলো তার? অন্তবারে যখন্‌ই এসেছি, সকলের আগে চন্নো ছুটে এসেছে আমাকে দেখ্‌তে। আর এবার আসা পর্য্যন্ত তা'কে একবারও দেখ্‌লুম্‌ না। এমন কি আজ যাবার দিনেও তার খোঁজ্‌ নেই? তার জন্যে আমার মনটা বড় চঞ্চল্‌ হচ্ছে যে দীনু!

দীনু। তা হ'বে বৈকি দেব্‌তা! তুমি যে আমাদের অন্তর্যামী নারায়ণ!

বিজয়। এখন্‌ বলো দেখি শুনি, কি হয়েছে তার?

গোষ্ঠ। চন্নোর যা হ'বার তা হয়েছে। আমরা তখনই ওকে বলেছিলুম্‌। ঘনার মা'র বদ্‌নামের কথা কে না জানে? তার ওপর মরবার সময়ে দাদাগোঁসাইদের কথামত একটা পেরাচিত্তির পর্যন্তা তার হ'ল না। কারো কথা না শুনে, কেন তুই ওই মড়া ছুঁতে গেলি?

৪র্থ শিষ্য। আমরা পোয় পোয় বারণ করেছিলুম্‌ দেব্‌তা। তা কি আমাদের কথা কানে তুল্‌লে? বল্‌লে—"নোক্‌ কম্‌ পড়্‌ছে, এ সময়ে কাঁধ্‌ না দিলে, কি ঘরে পড়ে পচ্‌বে?" ব'লে দাহ করে এলো।

বিজয়। (উৎসুক হইয়া) তার পর?

৩য় শিষ্য। তারপর আর কি বাবাঠাকুর! শাস্তোরের বিধেন্‌ তো আর পাল্টাবে না। দাদাগোঁসাইরা একবাক্যে বিধেন্‌ দিলেন্‌—ধোপা নাপিত্‌ বন্দো।

২য় শিষ্য। এই ক'হপ্তা একঘরে হয়ে চন্নোর কি হাল্‌টাই না হয়েছে বাবাঠাকুর! তা আমরা আর কি করবো? দাদা-গোঁসাইদের বিধেন্ তো আর অমান্যি কর্‌তে পারি নে!

বিজয়। এইজন্যে চন্নোকে তোমরা ত্যাগ করেছো!

৪র্থ শিষ্য। কি কর্‌বো দেব্‌তা? চন্নোর, তার ছেলেপিলে, বৌঝির কষ্ট চোখেও দেখ্‌তে পারি নে—এদিকে দাদাগোঁসাইদের বিধেন্, তাও তো ঠেল্‌তে পারি নে?

বিজয়। কি অন্যায়! কি অবিচার······!

(সকলে সোৎসুকনেত্রে বিজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।)

ঘনা'র মা'কে কাঁধ্ দিয়েছিলো বলে তোমরা তা'কে জাতে ঠেলে রেখেছ?

গোষ্ঠ। তবে বলি বাবাঠাকুর। চন্নোর পেরাচিত্তির করে জাতে ওঠ্‌বার বিধেন্‌ও পাওয়া গেছিল। কিন্তু ও কত গরীব জানো তো দেব্‌তা? তিন্‌শো টাকা ও কোত্থেকে পাবে?

বিজয়। তিন্‌শো টাকা জরিমানা!

দীনু। তি—ন—শো—!

বিজয়। অসহায় দরিদ্রের ওপর এ কি জুলুম্! এই জন্যে বুঝি সে এ ক'দিন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে? আমাকেও একবার দেখ্‌তে আস্‌তে পারে নি······?

(সকলে নির্ব্বাক্)

গোষ্ঠ! দীনু! চন্নোর কষ্ট যে আমি সইতে পার্‌ছি না!

দীনু। তা বাবাঠাকুর! পাপের তো পেরাচিত্তির আছে?

বিজয়। পাপ! কোথায় পাপ? কিসের পাপ? এক অনাথিনী বিধবা! বুঝিবা বিনা চিকিৎসায় রোগযন্ত্রণা ভোগ ক'রে ক'রে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। হয়তো বা অভাবের তাড়নাতেই জীবনের কবে কোন্ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে হ'ল তার পদস্খলন—! আর সমাজ! যে তা'কে তা'র দুর্দ্দিনে একবারও দেখ্‌লে না, তার রোগযন্ত্রণায় একফোঁটা ওষুধের ব্যবস্থা করলে না—সেই সমাজ শেষে তারই মৃত দেহটার উপর বর্ব্বর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হ'ল! কে এর বিচার করবে? চন্নো আমায় কত ভালবাসে! আমি তো জানি কত কোমল তার প্রাণ! ঘনা'র মা'র জন্যে তার কাতর প্রাণের করুণ ক্রন্দন্ আমি যে শুন্‌তে পেয়েছি দীনু! তাইতো সে থাকৃতে পারেনি! তাইতো সে সকল বাধা অগ্রাহ্য করে ছুটে গিয়েছিল অভাগীর দেহটার গতি করতে!

(সকলে কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিতে লাগিল)

আর তোমরাই করে রাখ্‌লে তা'কে একঘরে!

২য় শিষ্য। আমরা যে নিরুপায় দেব্‌তা!

বিজয়। নিরুপায়! কিসের নিরুপায়? তোমরা কি মানুষ নও? চিরকাল মুখ বুজিয়ে সয়ে যাবে সমাজের এই নির্ম্মম্ অত্যাচার? সমাজ? যে সমাজ মানুষকে বোঝে না, মানুষের দুঃখ বোঝে না—সে কি সমাজ? তার আবার কিসের শাস্ত্র? যে ভালবাস্‌তে শেখেনি, তার আবার শাসনের অধিকার কোথায়? প্রকৃত শাস্ত্র কি এত নির্ম্মম হ'তে পারে, তোমরা বিশ্বাস করো?

দীনু। আমরা যে মুখ্যু, দেব্‌তা। আমরা শাস্তোরের কি জানি?

বিজয়। নিশ্চয় জানো। তোমাদের মন জানে, প্রকৃত শাস্ত্র কি? বুকে হাত দিয়ে বলো দেখি, চন্নোর কি অপরাধ?

গোষ্ঠ। কিন্তু ধনার মা—

বিজয়। চুপ্ করো, চুপ্ করো! ওকথা মুখে আন্‌তে নেই। মানুষ, কেউ ছোট বড় নেই। মানুষ, মানুষ। সব মানুষই দোষে গুণে গড়া গোষ্ঠ, সব মানুষই সমান্। কেউ কারো চাইতে উঁচু নয়, কেউ কারো চাইতে নীচু নয়। ঘনার মা ভুল্ করেছে? আমি ভুল করি না? তুমি কর না? ঘনার মা দোষ করেছে, পাপ করেছে? আমি কত পাপ করি, তা কে জানে? তুমি কত দোষ কর, তা কে খবর রাখে? আমাদের সকলের জীবনেই ভুল ভ্রান্তি ঘটে—! তবে কি ক'রে বিচার করবে দীনু? কে কা'কে সাজা দেবে গোষ্ঠো? না—না! এ আমি সহ্য করতে পারছি না দীনু, এ আমি সহ্য করতে পারছি না! তোমরা এখনই তাকে নিয়ে এসো আমার কাছে। নয়তো আমিই তার কাছে ছুটে যাবো। আনো, আনো, শিগ্‌গির আনো চন্নোকে—আমার কাছে—

সকলে। আমরাই যাচ্ছি দেব্‌তা। তোমাকে যেতে হ'বে না—

(কয়েকজন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। অবিলম্বে চরণকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের পুনঃ প্রবেশ। চরণ কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল)

২য় শিষ্য। তুমি আজ চলে যাবে শুনে, ও থাক্‌তে পারেনি! তাই এসে ঐ আড়াল্ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমায় দেখে নিচ্ছিল। সামনে আসতে সাহস পায়নি বাবাঠাকুর!

বিজয়। (চরণে নিকটে গিয়া তাহাকে বক্ষে লইয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে—)
চন্নো—চরণ……

(চরণ "হাউ হাউ" করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সকলেই চক্ষু মুছিতে লাগিল)

কোন্ অপরাধে আমাকে তুমি একঘরে করছিলে চন্নো ?

(চরণ বিজয়ের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বিজয় তাহাকে দুই হস্তে তুলিয়া সকলকে বলিল—)

একে যদি তোমরা জাতে ঠেলে রাখো, তবে আমাকেও তোমরা পরিত্যাগ করো। চন্নোকে তো আমি ত্যাগ কর্‌তে পারবো না !

দীনু। ওকথা মুখে এনো না দেব্‌তা ! এমন দয়ালুকে ছেড়ে আমরা বেঁচে থাক্‌বো কি নিয়ে ?

বিজয়। তবে এখনি যাও। চরণকে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়ে, স্নান করিয়ে নিয়ে,আজই এর সঙ্গে পান ভোজন করগে। কেমন ? সকলে প্রস্তুত ?

সকলে। (সানন্দে) আমরা সকলে প্রস্তুত ?

বিজয়। তবে যাও—আর বিলম্ব করো না !

(দীনু ও গোষ্ঠ আসিয়া চরণের হাত ধরিল। চরণ বিজয়ের দিকে সজলনয়নে চাহিল)

যাও চরণ ! তোমাকে ত্যাগ কর্‌লে সমাজ কা'কে নিয়ে বেঁচে থাক্‌বে ! তোমার অন্তরের ঐ দরদটুকু আছে বলেই তো

এখনও আমাদের সমাজ মরেও মরেনি! তোমরাই যে সমাজের মেরুদণ্ড! যাও আর দেরী কোরো না—যাও।

গোষ্ঠ। আয় চন্নো! এমন দয়াল্ গুরু যাদের, তা'দের আবার ভয় কিসের রে? আয়—

(চরণকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান। অপর শিষ্যগণ বিজয়ের পদধূলি লইয়া একে একে সানন্দচিত্তে প্রস্থান করিল। অভ্যন্তর হইতে রূপার চৌকি, গাড়ু, গামছা প্রভৃতি লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ। একহস্তে আসন, অন্যহস্তে পুষ্পপাত্রে পুষ্প, মাল্য, চন্দন প্রভৃতি একটী রৌপ্য-আধারে লইয়া জয়তারার প্রবেশ। জয়তারা নিজ হস্তে বিজয়ের পাদ প্রক্ষালন করিয়া নিজ কেশ দ্বারা পদযুগল মুছিয়া দিল। পরে চৌকির উপর আসন পাতিয়া উহাতে বিজয়কে বসাইয়া গুরুপূজা ও গুরু-বন্দনা করিতে লাগিল। পরে বিজয়ের পদতলে মস্তক রক্ষা করিয়া—)

জয়তারা। অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

(বিজয় চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিস্ফারিত চক্ষে ঘন ঘন শ্বাস লইতে লইতে সে গভীর চিন্তায় মগ্ন

হইয়া পড়িল। জয়তারা গললগ্নীকৃতবাসে তাহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া পূজার দ্রব্যাদি তুলিয়া লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করিল)

বিজয়। ইনি এসব কি বলে আমায় প্রণাম্ করলেন্! আমি নাশ করে দেব এঁর অজ্ঞানান্ধকার! আমি খুলে দেব এঁর জ্ঞান-নেত্র—দিব্যচক্ষু! একি অসম্ভব কথা! অম্লানবদনে, দ্বিধাহীন চিত্তে আমি এঁর এই প্রণাম গ্রহণ করলুম্! যেন সত্য সত্যই আমি এঁকে দিব্যজ্ঞান দিতে সমর্থ! ঘোর কপটাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছি আমি! ঘোর কপটাচরণ!

অন্ধকার! চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার! অমানিশার এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে আজ আমি হারিয়ে ফেলছি নিজের অস্তিত্ব! যে উপাধিহীন জীবাত্মা, পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমগ্র সৃষ্টির রন্ধ্রে, রন্ধ্রে ঝঙ্কার তুলবে—সোঽহং সোঽহং ধ্বনি, কোথায় সে জীবাত্মা? কোথায় সে আমি? অনন্ত সংস্কারের সীমাহীন সমুদ্রে, অসংখ্য উপাধির উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত আমি আজ এসেছি এঁকে সংস্কারমুক্ত করে এঁর উপাধিশূন্য সত্তায় মোক্ষের অমৃত সিঞ্চন্ করবার জন্যে? মিথ্যাচার—মিথ্যাচার! পারবো না আমি এই কপটাচরণের পুনরাভিনয় করতে! হে পরমাত্মন্, হে আমার অন্তরস্থিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ! তুমি সর্ব্বত্র, সর্ব্বজীবে আছ জেনেও, আমি তোমায় আজও প্রত্যক্ষ করতে পারলুম্ না। পারলুম্ না বলে, আজ আমার প্রাণ শুষ্ক মরুভূমির মত তৃষ্ণায় কাতর হয়ে উঠেছে। তবু তোমায় সাক্ষী করে বলছি—যদি আমি কখনও আমার সেই সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত

হতে পারি—যদি আমি কখনও এইসব আর্ত্ত শিষ্যবর্গের আর্ত্তি নিবারণ কর্‌বার্‌ সামর্থ্য লাভ করি, তবেই আবার গ্রহণ কর্‌বো এইসব শিষ্যের প্রণাম ! নতুবা এই আমার গুরুগিরির শেষ ! এই আমার গুরুগিরির শেষ !

(এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে শোনা গেল—"পরকাল চিন্তা কর—পরকাল চিন্তা কর।" বিজয়ের সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল)

তৃতীয় দৃশ্য

শান্তিপুর। পথ। দুইজন শান্তিপুরবাসী কথোপকথন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পথ দিয়া এক এক জন পথিক চলিয়া যাইতেছে। কথোপকথনরত প্রথম ব্যক্তি প্রৌঢ়। দ্বিতীয়টী ক্ষীণ-দৃষ্টি, চশমাধারী বৃদ্ধ। কাল—অপরাহ্ন।

১ম পথিক। গোল্‌মেলে হয়ে উঠ্‌ছে।

২য় পথিক। খু—ব!

১ম পথিক। যাকে বলে ঘোরালো।

২য় পথিক। নিশ্চয়ই।

১ম পথিক। এর একটা হেস্তনেস্ত করে নিতে হ'বে।

২য় পথিক। হ'বেই তো।

১ম পথিক। ঐ তো যাচ্ছে। ডাকো না?

২য় পথিক। ডাকো।

১ম পথিক। (উচ্চৈঃস্বরে) ও বেজোগোপালবাবু। ও বেজোবাবু, বলি বেজো বাবু— (ব্রজগোপালের প্রবেশ)

ব্রজ। কি?

১ম পথিক। আমাদের কথার একটা জবাব্ দিয়ে যাও দেখি?

কি ব্রজ। কি বলো।

১ম পথিক। তোমার ভায়াটীর এ সব কি কাণ্ড কারখানার কথা শুন্‌ছি?

ব্রজ। কি শুন্‌ছেন্?

১ম পথিক। গোঁসাই গোবিন্দ ঘরের সন্তান্ হয়ে নাকি মড়া ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করেছে?

২য় পথিক। ডাক্তারি শিখ্‌তে গেলে ওসব একটু আধ্‌টু কর্‌তে হয়।

১ম পথিক। এত বড় গোস্বামী ঘরে জন্মেছে কি এই জন্যে ? এতদিন টোলে পড়্‌ছিল, ভালই করছিল। তারপর শুন্‌লুম্ সংস্কৃত কলেজে ঢুকলো বেদান্ত পড়্‌তে। তাও না হয় হোলো। কিন্তু শেষকালে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে একেবারে মেডিকেল কলেজে গিয়ে ছত্রিশ জাতের মড়া ঘাঁট্‌বার কি দরকারটা হোলো বেজোবাবু ?

ব্রজ। সংসারটা তো চলা চাই ?

১ম পথিক। কেন ? আনন্দকিশোরের তো কম করে সাতশ' ঘর শিষ্য। সংসার চল্‌বার ভাব্‌না কি ?

ব্রজ। সে সব কথা ছেড়ে দিন্ গোঁসাই। রংপুরে গিয়ে ওর মনে কি হোলো, এক-কথায় সাত্ সাত্‌শো ঘর শিষ্য ছেড়ে দিয়ে এলো। এখন্ একটা কিছু করা চাইতো ?

২য় পথিক। যাকৃগে, যাকৃগে।

১ম পথিক। তা নাহয় যাকৃগে। কিন্তু তোমার ওই গুণধর ভাইটীর যে আরো সব কীর্ত্তির কথা কানে আস্‌ছে ?

ব্রজ। আবার কি ?

১ম পথিক। শুন্‌ছি নাকি, মেডিকেল কলেজেও ভাইটী তোমার মহামারী কাণ্ড সুরু করে দিয়েছে। ছেলেদের নিয়ে দল বেঁধে কলেজের সাহেবকেই নাকি মারতে গিয়েছিলো ?

ব্রজ। না। তা ঠিক্ নয়। কলেজের সাহেব অধ্যক্ষ মিথ্যে মিথ্যে করে একটী ছেলের নামে ওষুধ-চুরির বদ্‌নাম্ দিয়ে বাঙ্গালীর জাত্ তুলে পর্য্যন্ত গালাগালি করে। বিজয় কি দুর্দ্দান্ত তেজস্বী ছেলে জানেন্ তো ? ছেলেদের নিয়ে সে তাই বিদ্যাসাগর

ম'শায়ের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে। এর ফলে বিদ্যাসাগর ম'শায় লাট সাহেবের কাছে দরবার করে সাহেবকে দিয়ে ঐ ছেলেদের কাছেই ক্ষমা চাইয়ে তবে ছাড়েন্!

২য় পথিক। যাক্‌গে, যাক্‌গে।

১ম পথিক। তা না হয় যাক্‌গে। কিন্তু বোগ্‌ড়োর তিন্ তিন্‌টে ধড়িবাজ্ অন্‌জাতের পাল্লায় পড়ে, এবার নাকি তোমার বিজয় দস্তুরমত ব্রহ্মসমাজে যাতায়াত স্বরু করেছে? হাঁ কি না বলো?

কি। হাঁ সে কথাও বল্‌ছি। শিববাটীর কিশোরি রায়, হারাধন বর্ম্মন্ আর গোবিন্দ দাস—এঁরা তিন্‌জন্‌ই শুন্‌লুম্—খুবই সচ্চরিত্র, সজ্জন্ আর ধার্মিক্। এঁরা—

১ম পথিক। থামো—থামো। এবার তেরোস্পর্শ হয়েছে! আর লুকোও কেন বেজোবাবু? ওরা যতই ভাল লোক বল না কেন, আসলে তো জাত্ হারাণো মেলেচ্ছ বেহ্ম!

২য় পথিক। যাক্‌গে, যাক্‌গে।

১ম পথিক। (চক্ষুরক্ত বর্ণ করিয়া) এও যাক্‌গে! তবে রে বিট্‌লে শয়তান্! ছোঁড়াটা জাত্‌ধম্ম দিতে বসেছে, আমাদের শান্তিপুরের গোঁসাইদের মুখে চুণকালি দেবার জোগাড় করেছে—এও যাক্‌গে!

২য় পথিক। (থতমত খাইয়া) যাক্‌গে, যাক্‌গে!

১ম পথিক। (ক্রুদ্ধস্বরে) ছাখ্ শিবের বাপ! ভাল চাস্‌তো, এখান্ থেকে চলে যা। চলে যা বল্‌ছি। আমি একটা শেষ কথা বলে তবে যাবো!

২য় পথিক। যাচ্ছি—যাচ্ছি! ও যাকৃগে, আমিই না হয় যাচ্ছি—

(প্রথম প্রতিবেশীর দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান)

১ম পথিক। দ্যাখো বেজোগোপাল্‌বাবু। এই যে বেম্ম-সমাজে যাতায়াত, এর ফল গড়াবে কিন্তু অনেকদূর! ওরা বেম্মাই বলো, আর খিষ্টান্‌ই বলো, সব এক। ওদের আচার, বিচার নেই, খাদ্যাখাদ্য জ্ঞান নেই, ওদের মধ্যে জাত্‌ বিচারের বালাই নেই। বিজয়কে যদি এখনও ফেরাতে পারো তো চেষ্টা দ্যাখো। নয়তো, একদিকে তোমার ওই গুণধর ভাই, আর এক্‌দিকে আমরা। এই দুইয়ের একটা তোমায় বেছে নিতে হ'বে, তা বলে গেলুম্‌।

(রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে প্রস্থান। ব্রজগোপাল চিন্তিত। বালিকা কন্যার হাত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে এক অন্ধ ভিখারীর প্রবেশ)

গীত

ওকি তোমার মত আমার মত
রামার মত শ্যামার মত,
ওকি গাঙের বাণে ভাস্‌তে এসে
ভেসে চলে যায়।
যেমন তুমি আমি যাচ্ছি ভেসে
তেমনি ভেসে যায়!

ওর জীবের দুঃখে বুক যে ফাটে
তাই বারে বারে আসে ছুটে
তোমার আমার চলার ঠাটে
ওকি ধরা দেয় !

ওর চলার ধারা এমনি বাঁকা
ওকে অসাধ্য যে ধরে রাখা
ওর দৃষ্টিতে যে সৃষ্টি ঢাকা
অপার করুণায়।

ওকি তোমার আমার পথে চলে
শেষে ওর পথে যে সবাই চলে
শেষে সব পথ যে শেষ হয়ে যায়
ওর চরণ কিনারায়।

(উভয়ের গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিতমুখে ব্রজ-গোপালেরও প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতা। আলোকমালা-সজ্জিত আদি ব্রাহ্মসমাজ। কাল—সন্ধ্যা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যের বেদীতে উপবিষ্ট। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত। ব্রাহ্মভক্ত ও ব্রাহ্মমহিলাগণ পৃথক্‌ভাবে উপবিষ্ট। এক পার্শ্বে কিশোরী রায়, হারাধন বর্ম্মণ ও গোবিন্দচন্দ্র দাস নিমীলিত চক্ষে বসিয়া আছেন। অপরপার্শ্বে বিজয়কৃষ্ণ জোড়করে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট।

মহর্ষি। (উপাসনা) হে নিরাকার পরব্রহ্ম! আমরা আত্মবিস্মৃত, মায়ামুগ্ধ, মলিনচিত্ত। আমরা অজ্ঞান, নিরন্তর পাপকর্ম্মে রত। ভ্রমেও তোমার অপার করুণা স্মরণ করি না। অনাথের নাথ তুমি, অনন্ত ক্ষমার আধার তুমি, অপার দয়ার নিধান তুমি, মঙ্গলময় তুমি। আমরা তোমার করুণার যোগ্য নই। তোমাকে বিস্মৃত হয়ে নিরন্তর যে পাপাচরণ আমরা করি, তার তাপে আমরা সতত দগ্ধ, সতত সন্তপ্ত। কৃপাময় প্রভো! কৃপা ক'রে আমাদের সকল পাপ ভস্মীভূত করে, আমাদের তোমার করুণার যোগ্য করে নাও। হে জ্যোতিঃস্বরূপ, হে পরমাত্মন্, হে সত্যস্বরূপ! হে মঙ্গলময়! আজ বড় সন্তপ্ত চিত্তে আমরা তোমার একান্ত শরণাপন্ন। হে মানব-জীবনের ধ্রুবতারা! কৃপা করে আমাদের সত্যের পথে চালিত কর।

ওঁ অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

মহিলা ভক্ত। *গীত

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতিঃ তুমি অন্ধকারে।
তোমারি জ্ঞানে, তোমারি ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে
তুমি জানাও যারে সেই জানে।

(সকলে প্রণত হইল। মহর্ষি বেদী হইতে নামিয়া নিকটস্থ কয়েকজন ভক্তের সহিত স্মিতহাস্যে আলাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ধ্যানরত কিশোরী, হারাধন, গোবিন্দ ও বিজয় ব্যতিত সকলের প্রস্থান। বিজয়ের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছিল)

বিজয়। (নিমীলিত চক্ষে স্বগতঃ) দয়াময়! জগতে আমার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কেউ নেই। ধর্ম্ম অধর্ম্ম আর আমি বুঝ্‌তে পারি না দেব! উপাসনা কি, উপাসক কে, উপাস্যই বা কে, শাস্ত্র চর্চ্চা করে, আজ আমার সে জ্ঞানও লুপ্ত হয়ে গেছে। আজ আমার হৃদয় তাপদগ্ধ মরুভূমির মত শুষ্ক। তৃষ্ণায় আমার বুক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দয়াময়। আজ আমি তোমার কাছে একবিন্দু তৃষ্ণার বারি ভিক্ষা চাইছি! দাও দেব, দাও! নয় তো আর যে আমি প্রাণে বাঁচি না। জ্ঞানে হোক্, অজ্ঞানে হোক্, পূর্ব্বে আমি ইষ্টদেবতার পূজা করে কি

*ব্রাহ্ম সঙ্গীত। ইমন কল্যাণ।

অপারআনন্দই ভোগ করতাম্। কিন্তু আজ আমি সে আনন্দেও বঞ্চিত। এ আমার কি হ'ল দেব! এ আমার কি হ'ল? এইমাত্র শুনলাম্, তুমি অনাথের নাথ! প্রভু, এই আমি তোমার শরণাপন্ন হ'লাম্। তুমি আমাকে রাখ। আর আমি কোথাও যাব না। তোমার দ্বারেই পড়ে রইলাম্! তোমার দ্বারেই পড়ে রইলাম!

(গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল। পরে কিশোরী, হারাধন ও গোবিন্দ স্ব স্ব আসন হইতে উঠিয়া সহৃদয় ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে বিজয়কে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বিজয় উঠিয়া জোড়হস্তে তিনজনকে নমস্কার করিল)

বিজয়। আপনাদের ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না।

কিশোরী। এমন কথা বলবেন্ না!

বিজয়। আমি জীবনে সত্য ভিন্ন মিথ্যা জানি না। সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলি না। সত্যই আপনাদের ঋণ জীবনে পরিশোধ করতে পারবো না। এতদিন ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত হীন ধারণা ছিল। মনে হ'ত, আপনারা শাস্ত্রের বিরোধী কতকগুলি অনাচারাসক্ত স্বেচ্ছাচারী মানুষ! কি ভ্রান্ত ধারণাই ছিল আমার! আর কি শুভক্ষণেই বগুড়ায় আপনাদের দর্শন পেলাম্! আপনাদের সঙ্গে আলাপ না হ'লে প্রকৃত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি, প্রকৃত ব্রাহ্ম কা'কে বলে, তা হয়তো জীবনেও বুঝতে

পার্‌তাম্ না। আপনাদের অনুরোধে এখানে না এলে, ব্রাহ্ম সমাজ কি বস্তু, তাও হয় তো জান্‌বার সুযোগ পেতাম্ না।

হারাধন। আমরা অতি নগণ্য জীব। আমাদের সম্বন্ধে এমন কথা মুখে আন্‌বেন্ না। বড় লজ্জিত হই।

বিজয়। আমার জীবনের কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তেই না আপনারা এসে আমাকে রক্ষা করেছেন্। অকূল সমুদ্রে ভেসে চলেছিলাম্ আমার এই শতছিদ্র জীর্ণ জীবন-তরীখানি নিয়ে! আপনারা এসে আমায় কূল দেখালেন! ভক্তিহীন নীরস শুষ্ক চিত্তে আকণ্ঠপিপাসায় যখন একবিন্দু তৃষ্ণার জলের জন্যে হা হা করে বেড়াচ্ছিলাম্, তখন আপনারা এসেই আমাকে সেই পিপাসার বারির সন্ধান্ দিলেন্। এ ঋণ কেমন করে শোধ্ কর্‌বো!

গোবিন্দ। পতিত-পাবন, অগতির-গতি যিনি, তিনিই আপনাকে কৃপা করেছেন্! শুদ্ধ-চিত্ত আপনি, তাই নিত্যশুদ্ধ পরম মঙ্গলময় আপনার শুদ্ধ-চিত্তে আসন পরিগ্রহ করেছেন্! আমরা কে?

কিশোরী। তা সত্য। তবে একথা ঠিক্ যে, তিনি সর্ব্বত্র আছেন্ এবং সবই তা'তে আছে, এ ধারণা কর্‌বার্ পূর্ব্বে সেই পরম পিতার শ্রীচরণে চিত্তনিবিষ্ট করা প্রয়োজন। নতুবা অদ্বৈতবাদ কথিত জ্ঞান বা তন্মূলক ধ্যান সম্ভব নয়। তাঁকে যদি না চিন্‌তে পারি, সেই মঙ্গলময়ের শরণ যদি একান্ত চিত্তে গ্রহণ না করতে পারি, তা' হ'লে প্রাণের অশান্তি কোনও দিনই নিবারণ হ'তে পারে না। এইজন্যই আমরা আপনাকে আমাদের এই মন্দিরে এসে, আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের উপাসনা শ্রবণ করতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেছিলাম।

হারাধন। এখানে এসে ও আচার্য্যের উপাসনা শ্রবণ করে, আপনার প্রাণের সেই অশান্তি যদি কিছুমাত্রও দূর হয়ে থাকে, তা' হ'লেই আমাদের পরম আনন্দের কথা।

বিজয়। আচার্য্যের কি প্রাণস্পর্শী উপাসনা! শুনলে প্রাণে যেন এক অভূতপূর্ব্ব চেতনা জেগে ওঠে। ওঁর উচ্চারিত প্রতিটী শব্দ শ্রোতার হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন্ করে।

গোবিন্দ। আপনি আবার আস্‌ছেন্ তো?

বিজয়। নিশ্চয়ই।

কিশোরী। তবে আবার এইখানেই সাক্ষাৎ হ'বে। আজ বিদায় গ্রহণ করি।

(তিনজনেই বিজয়ের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক একে একে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের গমন পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিজয় দাঁড়াইয়া রহিল এমন সময়ে নেপথ্যে সঙ্গীত ও নূপুর-ধ্বনি হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রুত হইল—"বিজয়, তোমার ভাঁটা কোথায় গেল?")

বিজয়। (সচকিত) এ কি! এ কি! এ যে বড় পরিচিত স্বর—এ যে আমার আজন্মপরিচিত স্বর! কই—? কই? ও কে গায়—?

(স্বর লক্ষ্য করিয়া প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষটী আলোকিত হইয়া উঠিল। বা'লকবেশী শ্যামসুন্দরের গীত গাহিতে গাহিতে ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত

বালক। লুকোচুরি—

আপনা সনে
আপন মনে
এ বৃন্দাবনে। (আজু)
(এ যে) মরম খেলা
আপনা ভোলা
মরমী সনে। (আজু)
ঘুমায়ে থাকি
আমারে ডাকি
(ও যে) পরায় রাখী
মনের মনে। (আজু)
(সে) যমুনার নীর
সুরধুনী তীর
উছলে অধীর
(ওর) ডাক শুনে। (আজু)
পূরব লীলা
খেলি এ খেলা
মরম দোলায়
দুলি দু'জনে
নব বৃন্দাবনে। (আজু)

(হাস্যমুখে নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

শান্তিপুর। হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক আহূত একটী সভার আয়োজন হইয়াছে। সতরঞ্চি ও গালিচা বিস্তৃত। একটী উচ্চ মঞ্চে সভাপতির আসন দেখা যাইতেছে। কাল—অপরাহ্ন। এখনও লোক সমাগম হয় নাই। ব্রজগোপাল ও কিশোরীলাল মৈত্র কথোপকথন করিতেছিল।

কিশোরী। ব্রজ, এখনও প্রতিনিবৃত্ত হও। আর সময় নেই। এখনই লোকজন্ আস্‌তে আরম্ভ হ'বে। ভেবে দেখ, তুমি কি কর্‌ছো।

ব্রজ। দেখ কিশোরী, ভেবে আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এখন্ আর কোনও উপায় নেই। আমি যে এই সভার আহ্বায়ক বলে সই করে ফেলেছি। এখন্ তা অস্বীকার কর্‌বো কি করে?

কিশোরী। কেন? সকলের সাম্‌নে সাহস করে দাঁড়িয়ে নিজের ভুল স্বীকার কর্‌বে।

ব্রজ। ভুল? কি বল্‌ছো কিশোরী? আমি তো সব জেনে শুনেই সই করেছি। শুধু যে ওদের কথায় উত্তেজিত হ'য়ে সইটা করেছি, ঠিক্ তা তো নয়!

কিশোরী। হাঁ, তাই। ওদের পাঁচজনের উত্তেজনাতেই তুমি এমন্ কাজ করেছো! নয়তো একই পিতার ঔরষে জন্মলাভ করে, একই মাতৃগর্ভে আশ্রয় পেয়ে, একই মায়ের দু'টী স্তন্ দু'জনে পান করে, একই মায়ের স্নেহ-যত্নে লালিত পালিত হয়ে, আজ তুমি বিজয়কে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ কর্‌তে যাচ্ছ, একথা আমি বিশ্বাস করি না। ভাই। ভাই বলে ভাই! বিজয়ের

মত ভাই! যার জন্ম-কর্ম্ম, সবই দিব্য, যার জীবনের প্রতিটী দিনের ঘটনা বিস্ময়কর, অলৌকিক! যে আজীবন সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী, যে মানুষের দুঃখে, মানুষের কষ্টে চির-আত্মহারা, যে মানুষের মঙ্গল ছাড়া অন্য চিন্তা কর্‌তে জানে না—সেই ভাই! তা'কে তুমি নিজের ইচ্ছায় সজ্ঞানে ত্যাগ কর্‌তে যাচ্ছ, এ অসম্ভব কে বিশ্বাস কর্‌বে?

ব্রজ। যে আমার আবাল্য সহচর! এক সঙ্গে খেলেছি, এক সঙ্গে উঠেছি, এক সঙ্গে বসেছি, এক সঙ্গে ঘুমিয়েছি। যা'কে ছেড়ে আমি একদণ্ডও থাক্‌তে পারিনি। গাছের একটা ফল পেড়ে, মুখে দিয়ে মিষ্ট লাগ্‌তেই, ছুটে গিয়েছি যা'কে দিতে—কিশোরী—আজ আমার সেই ভাইকে ত্যাগ কর্‌তে এসেছি শান্তিপুরের সমাজের সকলের সঙ্গে এক হয়ে! এযে কত বড় দুঃখ, কত বড় আঘাত, তা তুমি কি বুঝ্‌বে? আমি সাতে নেই, পাঁচে নেই। নাম-গান ক'রে আর ভাগবৎ নিয়েই থাকি। কিন্তু আজ আমার এ কি পরীক্ষা—কি জ্বালা, তা তোমায় কি করে বোঝাব?

কিশোরী। তবে?

ব্রজ। তবে? তবে কি, সত্য বল্‌বো? বিজয় যাই করুক্, যেখানেই যাক্—আমি তা'কে কোনদিনই ত্যাগ কর্‌তে পারি না। কিন্তু—

কিশোরী। কিন্তু কি?

ব্রজ। আমি সব দুঃখ সইতে পারি। কিন্তু মায়ের চোখের জল যে সইতে পারিনে কিশোরী। সেবার এসে বল্‌তে লাগ্‌লো—সব মানুষই সমান্, মানুষে মানুষে কোনও তফাৎ নেই। শুনে একটা

ছেলে বলে উঠ্‌লো—তবে পৈতেটা রেখেছ কেন গোঁসাই ? অমনি এককথায় বিজয় দিলে পৈতেটা ফেলে। শেষে মা আত্মহত্যা কর্‌বেন্ বল্‌তে তবে আবার পৈতে পর্‌লো। কিন্তু এবার সে কি বলেছে জানো ? বলেছে—এবার পৈতে নিতে বল্‌লে, সেই আত্মহত্যা কর্‌বে। মা চোখের জলে ভাস্‌ছে, আর বল্‌ছে—বিজয়কে আর আমি পৈতে নিতে বল্‌বো না রে— আর তা'কে পৈতে নিতে বল্‌বো না—! মার চোখের জল আর সইতে পার্‌লুম্ না ভাই! স্বেচ্ছায় সই করে দিলুম্ ওদের ওই পত্রে !

কিশোরী। তুমি তো বিজয়কে ত্যাগ কর্‌ছো। কিন্তু মা ? তিনি কি তা'কে শত বাধা, শত বিপদেও ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বেন্ ?

ব্রজ। অতটা ভাব্‌তে পারিনে। কিন্তু আজ আর ফের্‌বারও উপায় নেই কিশোরী !

(উত্তেজিতভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে অভ্যাগতগণের দলে দলে প্রবেশ। ব্রজ ও কিশোরী চুপ করিয়া গেল। দর্শকদিগের মধ্যে রামলাল, শ্যামলাল প্রভৃতি কয়েকজন বিজয়ের বাল্যসহচরও আসিয়া সভার একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল)

১ম ব্যক্তি। এই যে ব্রজ, এসে গেছ দেখ্‌ছি !

২য় ব্যক্তি। হাঁ মানুষের মত মানুষ বটে আমাদের ব্রজ !

৩য় ব্যক্তি। হিন্দু-সমাজের গৌরব—আদর্শ !

৪র্থ ব্যক্তি। দধীচি! দধীচি! হিন্দুসমাজ রক্ষার জন্যে, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্যে, নিজের বুকের একখানা হাড়—মা'র পেটের ভাই বুকের হাড় ছাড়া আর কি?—তা'কেও ত্যাগ কর্‌তে উদ্যত! ধন্য ব্রজ! তুমিই ধন্য!

সকলে। এসেছেন, এসেছেন্! তর্কালঙ্কার মশায় এসেছেন্! এই স'রে যা, স'রে যা, পথ ক'রে দে, পথ ক'রে দে—

(লাঠিহস্তে বৃদ্ধ জয়রাম তর্কালঙ্কারের প্রবেশ। সকলে তাঁহাকে সভাপতির আসনের নিকট লইয়া গেল)

তর্কালঙ্কার। ব্রজগোপাল এসেছে?

সকলে। এসেছে। আমাদের আগেই এসেছে।

বিদ্যালঙ্কার। সাধু! সাধু! বিদ্যেভূষণ, রাধানাথ, সীতানাথ, এরা কই?

(রাধানাথ, সীতানাথ, বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির প্রবেশ ও তর্কালঙ্কারকে প্রণাম)

এই যে এসেছো! তা বেশ, বেশ। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? সভার কার্য্য আরম্ভ করা যাক্! কি বল?

বিদ্যাভূষণ। প্রথমে আপনি আসন গ্রহণ করুন্।

তর্কালঙ্কার। তা কর্‌ছি, কর্‌ছি। (সভাপতির আসন গ্রহণ) তোমরা সকলেও উপবেশন কর।

(সকলের উপবেশন। সভার এক প্রান্তে কিশোরী ও ব্রজ দাঁড়াইয়া রহিল)

হ্যাঁ বিদ্যেভূষণ, তুমিই উপস্থিত সকলের সম্মুখে সমস্যাটি উত্থাপন কর?

বিদ্যা। সমস্যাই বটে! সমগ্র শান্তিপুরের সমস্যা, সমগ্র শান্তিপুরবাসীর সমস্যা, সমগ্র হিন্দুসমাজের সমস্যা। সমস্যাই বা বলি কেন? সমূহ বিপদ! পরম ভাগবত, "ঘড়িধোয়া গোঁসায়ে"র ছেলে ওই বিজয়কৃষ্ণ! আপনারা তো সকলেই তাকে জানেন্। ছোটবেলা থেকে ও যে কী গোঁয়ার দুর্দ্দান্ত, তা তো আপনাদের কারো জান্‌তে বাকী নেই। ছোটবেলায় যে সব ছেলের বাপ মরে, তাদের রীতিমত শাসন্ না কর্‌লে যা হয়, বিজয়কৃষ্ণের বেলাও ঠিক্ তাই হয়েছে বল্‌তে হ'বে। মা একদিনও ছেলেকে তো শাসন্ কর্‌লেন না! তাই আজ তার ফলও এমন বিপজ্জনক্ হয়েছে যে, আমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবিলম্বে না কর্‌লে, এই শান্তিপুরের সমাজ্‌টাই ছারেখারে যাবে। উৎসন্ন যাবে।

সকলে। আমরা থাক্‌তে তা হ'বে না। কিছুতেই না।

তর্কালঙ্কার। এখন প্রকৃত অভিযোগটা উত্থাপন করো বিদ্যেভূষণ। ওসব আলোচনায় কালক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন।

বিদ্যা। অভিযোগ আমাদের পর্ব্বতপ্রমাণ। শান্তিপুরের গোস্বামী-সন্তান হয়ে কিনা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ কর্‌লে! নিজের জাত্ ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রাহ্ম হয়ে গেল! মানে পুরাদস্তুর খৃষ্টান্! এখন কিনা হিন্দুর দেবদেবীকে অস্বীকার করে হিন্দুর পূজা অর্চ্চনাকে সে মিথ্যাচার বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে! শুধু কি তাই? ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেও সে এমন্ অনাচার, এমন্

ব্যভিচার সুরু করে দিয়েছে যে, ব্রাহ্মরাও আজ তাকে ম্লেচ্ছ বলে ত্যাগ করেছে। স্বভাব যাবে কোথায়? কল্‌কাতায় দেবেন্ ঠাকুর হ'ল গিয়ে ব্রাহ্মদের মাথা। তাব কাছে গিয়ে ব্রাহ্ম হয়ে, এখন তাকেও আর বিজয় আমলে আন্‌ছে না! দেবেন ঠাকুর ব্রাহ্ম হ'লেও পিতৃ-পিতামহের দেওয়া পৈতেটা আজও ত্যাগ করেনি। কিন্তু বিজয় সেই উপবীত ত্যাগ করে, তা'কেও হার মানিয়েছে। ফলে ব্রাহ্মরাও আজ তাকে পরিত্যাগ করেছে—মানে একঘরে করেছে। এখন কে এক কেশব সেনকে নিয়ে বিজয় একটা দল্ বেঁধে আর এক্‌টা নতুন্ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে—যেখানে শুনি ধর্ম্মের আর বালাই বল্‌তে কিছুই নেই, জাতের কথা তো সিকেয় উঠ্‌লোই! কি শোচনীয় অধঃপতন্ বুঝুন্। অন্‌জাতেও আজ তাকে জাতে ঠেলেছে! তাই না আজ তার নিজের সহোদর এই সভার আহ্বায়ক হয়েছে? তর্কালঙ্কার মশায় আমাদের সমাজের মাথা। আমরা আজ তাঁর কাছে আমাদের অভিযোগ উত্থাপন্ কর্‌লাম্। এখন তিনি এর প্রতিবিধান করে সমাজ্‌কে রক্ষা করুন্। কেমন্ হে রাধানাথ?

জনৈক শ্রোতা। আব ঐ সঙ্গে মেডিকেল কলেজে ঢুকে ছত্রিশ জাতের মড়া ঘেঁটে বেড়ানোর কথাটাও বলে দিন্ না বিদ্যেভূষণ মশায়?

অন্য শ্রোতা। সে আর বলে কি হ'বে? সেখানে গিয়েও তো আবার গণ্ডোগোল্ পাকিয়ে তাড়া খেয়েছে! 'ডাক্তার হওয়া তো আর হ'ল না!

কিশোরী। (সদর্পে) মিথ্যা কথা! (সকলে বিস্মিত হইয়া কিশোরীর দিকে চাহিল)

বিন্থা। কে ? বিজয়ের ভগ্নিপতি কিশোরী মৈত্র না ?

জনৈক শ্রোতা। ও বাবাঃ। ইনি যে মা'র পেটের ভায়ের চেয়েও আপন্ হয়ে উঠ্‌লেন্ দেখি !

তর্কালঙ্কার। তা কিশোরী, কি বল্‌তে চাও ?

কিশোরী। আমি বল্‌তে চাই, বিজয়কে মেডিকেল কলেজ থেকে কেউ তাড়িয়ে দেয়নি। সমাজের প্রচারকের পদ গ্রহণ করে বিজয় নিজেই মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করেছে।

জনৈক শ্রোতা। এতদিন ধরে ডাক্তারি পড়ে—শেষে কিনা ঠিক্ পরীক্ষা দেবার সময়টীতেই—ইচ্ছে করে কেউ কি কলেজ ত্যাগ করে না কি হে ? বলি আমরাও কিছু খবর রাখি। বুঝেছ ?

কিশোরী। খবর আপনারা কিছুই রাখেন্ না। বাগ্‌আঁচড়ায় একজন উপযুক্ত প্রচারক পাঠাবার জরুরী প্রয়োজন হয়েছিল বলেই, সমাজ বিজয়কেই উপযুক্ত প্রচারক মনোনীত করে তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

জনৈক শ্রোতা। ওরে ! ইনিও একজন প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম দেখ্‌ছি যে ! আমাদের মধ্যে বর্ণচোরা হয়ে আছেন্ !

তর্কা। তোমরা অনর্থক্ বিবাদ সৃষ্টি করো না। এখন সভার কর্ত্তব্য সম্পাদন্ করাই আমাদের কাজ।

বিন্থা। অভিযোগ তো উত্থাপন্ করেছি। এখন আমাদের সমাজের কর্ত্তব্য আপনিই স্থির করে দিন্। আমরা আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করে নেব।

সকলে। নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই।

তর্কালঙ্কার। খুবই পরিতাপের কথা। স্বর্গীয় আনন্দকিশোরের মত নিষ্ঠাবান্, ভক্তিবান্, পরম ভাগবতের পুত্র বিজয়কৃষ্ণ যে এমন হয়ে দাঁড়াবে, আমরা কোনওদিনই বিশ্বাস করতে পারিনে। কিন্তু এখন্ যা ঘটবার, তা ঘটে, গিয়েছে। অর্থাৎ বিজয়কৃষ্ণ স্ব-ইচ্ছায় আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ ত্যাগ করে পরধর্ম্ম, অর্থাৎ ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায় সে আমাদের পরিত্যাগ করেছে, অর্থাৎ স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ—এই শাস্ত্রবাক্যটীও সে অমান্য করেছে। এতএব আমরা নিরুপায়! অর্থাৎ বিজয়কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমরা ত্যক্ত হওয়ায় তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটেছে। যখন্ সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন, তখন্ তাকে আমাদের সমাজে গ্রহণ করার প্রশ্নই আর নাই। অর্থাৎ আমাদের হিন্দুসমাজে সে এখন্ অপাঙ্‌ক্তেয়, অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ। স্মৃতির অনুশাসন তো আমরা অমান্য করতে পারিনে!

বিদ্যা। এখন তোমরা সকলেই শুনলে তর্কালঙ্কার মশায়ের কথা। মানে, আজ থেকে বিজয় জাতিচ্যুত বলে আমাদের অপাঙ্‌ক্তেয়, অস্পৃশ্য হ'য়ে রইল। আমাদের সমাজে আর তার কোনও স্থান নেই।

জনৈক। মানে, একঘরে হ'ল। এই তো?

বিদ্যা। হাঁ।

(সভার এক প্রান্তে দণ্ডায়মান্ দর্শক-মণ্ডলীর মধ্য হইতে রামলাল, শ্যামলাল প্রভৃতি কয়েকজন "হাউ হাউ" করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অভ্যাগতগণ সবিস্ময়ে ঐদিকে দৃষ্টিপাত করিল)

তর্কালঙ্কার। কাঁদে কে বিদ্যেভূষণ?

কিশোরী। (অগ্রসর হইয়া) যারা বিজয়কে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে এসেছে, যাদের বিপদে আপদে বিজয় নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ছুটে যেত, তারাই আজ কাঁদ্‌ছে তর্কালঙ্কার মশাই! এ পৃথিবীতে সকলেই তো আর অমানুষ নয়! আছে, সভাপতি মশায়, এখনও দু'একজন মানুষ এ সংসারে আছে, যারা উপকার ভোলে না, যারা ভালবাসার অমর্য্যাদা করে না!

জনৈক। ওরে দেখ্‌লি তো! আমি বল্‌ছিলুম্ না? কিশোরী ডুবে ডুবে জল খায়? ওটাও ভেতরে ভেতরে বেহ্ম!

কিশোরী। না। আমি ব্রাহ্ম নই। কিন্তু আজ তোমাদেব আচরণে ব্রাহ্ম হ'তেই ইচ্ছে কর্‌ছে! তোমাদের এই সমাজে মানুষ কোথায়? এ সমাজে মানুষ থাক্‌লে কি আজ এখানে বিজয়ের নামে এমন বিষ উদ্গার হ'ত? বিজয় তোমাদের কি করেছে? কেন তার ওপর এত বিদ্বেষ ··· !

এই শান্তিপুরে যে অনাচার ব্যভিচার চলেছে, তা'তে গৃহস্থের কুলবধূ পথ চল্‌তে সাহস্ পায়নি। বিজয় দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে নিজের দল নিয়ে। এই শান্তিপুরের কত দরিদ্র, কত অনাথা, কত অসহায় বিজয়ের মুখ চেয়ে থাক্‌তো কখন, সে তাদের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে, কখন্ মরণাপন্ন রোগী, যাকে কেউ ছোঁয় না, তারই সেবা, তারই সুশ্রূষা করতে সে ছুটে আস্‌বে! এই শান্তিপুরে এমন কে আছে যে, বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পারে, বিজয় কোনওদিন কোনওরকমে তার সেবা কি সাহায্য করেনি! আর সেই বিজয়কে কি না তোমরাই এসে একঘরে করলে! এই তোমাদের সমাজ?

এ সমাজে থাকার অপেক্ষা' ব্রাহ্ম হওয়া শতগুণে ভাল, শতগুণে মঙ্গল।

জনৈক। বটে! বিদ্যেভূষণ কাকা, শুন্‌ছেন্! এরও একটা বিহিত আজই এখানেই আপনাদের করে যেতে হ'বে!

কিশোরী। এরও বিহিত কর্‌বে তোমরা? যারা এই রামলালের কান্না শুনে অবাক্ হয়ে ভাব্‌ছো—কেন এ কাঁদে? এই রামলাল! বিজয় না থাক্‌লে, আজ একে তোমরা দেখ্‌তে পেতে? এর বিপদে, একে অস্পৃশ্য ছোটলোক বলে, তোমরা একে স্পর্শ পর্য্যন্ত করনি—মনে পড়ে? আর সেই তোমরা করবে কি না আমার বিহিত? কারণ, আমি আজ সবার সাম্‌নে সত্যি কথা বল্‌ছি। এই তো?

তা করো, বিহিত করো। যে-সমাজ আজ বিজয়ের মূল্য বুঝ্‌লো না, যে অন্ধ-সমাজ আজ মাথার মণিকে বিষধর বলে পথের ধূলায় ফেলে দিলে—সে সমাজ আমাব বিহিত কর্‌বার্ পূর্ব্বে, আমিই তাকে অভিশাপ দিয়ে পরিত্যাগ করে গেলাম্। আমিই সে সমাজ ত্যাগ করে গেলাম ব্রজ—আমিই সে সমাজ ত্যাগ করে গেলাম্।

(ক্রোধে, অভিমানে, দুঃখে আত্মহারা কিশোরী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রামলাল, শ্যামলাল প্রভৃতি কাঁদিতে লাগিল। সভার সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ব্রজ মস্তক অবনত করিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল)

পটক্ষেপণ

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

এলাহাবাদ। ব্রাহ্মমন্দিরের অভ্যন্তর। সম্মুখে ঈষদুচ্চ বেদীর উপর আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন উপবিষ্ট। তিনি জোড়করে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া উপাসনা করিতেছেন। বেদীর নিম্নে দুইপার্শ্বে আচার্য্য বিজয়-কৃষ্ণ ও শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিমিলিত-নেত্রে ধ্যানমগ্ন। সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু জাতির বহু ব্রাহ্ম নরনারী উৎসুক চিত্তে উপাসনার উক্তি শুনিতেছেন। কাল—সন্ধ্যা।

কেশবচন্দ্র। হে পরমপিতা পরমেশ্বর! তুমি আছ, তাই আমরা আছি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমাকে আশ্রয় করেই প্রকাশমান্। আবার তুমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছ। জলে স্থলে, অনলে অনিলে, গ্রহে নক্ষত্রে সর্ব্বত্রই তুমি, তোমাতেই সব। তুমি ছাড়া কিছু নাই, কিছুই তুমি ছাড়া নয়। আমরা নিতান্ত মলিন-চিত্ত। তাই বুঝি না যে, অযাচিতভাবে তোমার কৃপা, তোমার করুণা নিরন্তর বর্ষিত হচ্ছে সর্ব্বজীবের উপর, সর্ব্বমানবের উপর। আমাদের প্রতিটী নিঃশ্বাস তারই প্রমাণ। আমাদের প্রতিটী বাক্য তার প্রমাণ। আমাদের প্রতিটী কার্য্য তার প্রমাণ। তুমি শাশ্বত, তুমি সত্য, তুমি মঙ্গলময়, তুমি প্রেমময়। প্রভু! আমাদের জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝায়, আশায় নিরাশায়, সুখে দুঃখে, সব সময়েই, সবেতেই যেন উপলব্ধি করতে পারি

তোমার গভীর প্রেম, যেন অনুভব কর্‌তে পারি তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য, যেন প্রত্যক্ষ করি তোমার অপার করুণা— অশেষ কৃপা! ওঁ ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলম্—

সকলে। (সমস্বরে) ওঁ ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলম্—ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্—ওঁ ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলম্।

জনৈকা ব্রাহ্ম বালিকা।

গীত *

ধন্য তুমি হে পরম দেব
ধন্য তোমারি করুণা প্রেম,
পূরিল আনন্দে বিশ্ব
হৃদয় কর শীতল। ধন্য॥
জয় জয়, জয় জয়
জগত মহান্ হে,
অন্তরে সদা বিরাজ—
যেদিকে আজি ফিরাই আঁখি
অতি অপরূপ হেরি তোমারি,
পূর্ণ হইল সকল কাম
মন-আনন্দে ভাসি। ধন্য॥

(কেশবচন্দ্র বেদী হইতে উঠিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একে একে সকলের প্রস্থান।

* রাগ বসন্ত—চৌতাল।

বিজয়কৃষ্ণ তখনও ধ্যানমগ্ন। প্রতাপচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

প্রতাপ। (কেশব চন্দ্রের প্রতি) অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব!

কেশব। (স্মিতহাস্যে) প্রেরণা আপনাদেরই!

প্রতাপ। না। প্রেরণা তাঁরই! ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

কেশব। ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

(জনৈক সৌম্যকান্তি, সুদর্শন পাদ্রী সাহেবের প্রবেশ। সাহেব প্রৌঢ়। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একটী শুভ্র ঢিলা আলখাল্লায় আবৃত। কৃষ্ণ কটীবন্ধন। হস্তে বাইবেল)

পাদ্রী। (কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রকে) টোমাডিগকে অভিবাডন্ করিটেছি।

কেশব। আমাদেরও অভিবাদন গ্রহণ করুন্।

পাদ্রী। আমি বাংলা বুঝিটে পারি। ওই ভাষা কিছু শিক্ষা করিয়াছি।

প্রতাপ। বড় আনন্দের কথা। আপনার জ্ঞানলিপ্সা প্রশংসনীয়।

পাদ্রী। প্রশংসা লাভ করিবার জন্য আমি বাংলা ভাষা শিক্ষা করি নাই। এডেশে আসিয়া আমার কর্ম্ম সম্পাডন্ করিবার জন্য উহা আমাকে শিক্ষা করিটে হইয়াছে।

কেশব। আপনি সুন্দর বাংলা বল্ছেন্। অতএব আপনার সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বল্বার প্রয়োজন্ দেখি না। এখন্—

(ইতিমধ্যে প্রতাপচন্দ্রের ইঙ্গিতে ভৃত্য, পাদ্রী সাহেবের জন্য একটী এবং অতিরিক্ত একখানি চেয়ার দিয়া গেল)

—আপনি বসুন্।

পাদ্রী। (সহাস্যে) হাঁ হাঁ, আমরা টোমাডের ন্যায় পৃঠিবীর উপর বসিটে অভ্যাস করি নাই। টোমরা বসিবে না ?

প্রতাপ। না সাহেব। আমাদের জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন্ না। এখন আপনার এখানে আসিবার কারণ কি, অনুগ্রহ করে বলুন্ ?

পাদ্রী। হাঁ। সেই কঠাই বলিবো। বিলাটে আমাডের কংগ্রেগেসন্এ (Congregationএ) সংবাড্ গিয়াছে যে, ভারটবর্ষে একটী নূটন্ ঢর্মের উড্ভব্ হইয়াছে। কিছুকাল্ হইটে ওই নূটন্ ঢর্ম এই ডেশে আমাডের পবিট্র খৃষ্ট ঢর্মের প্রচার-কর্মে বাঢা-প্রডান্ করিটেছে। এই নূটন্ ঢর্মটী কি ঢর্ম এবং কি প্রকার বাঢা প্রডান্ করিটেছে, টাহা অনুসণ্ঢান্ করিবার জন্য কংগ্রেগেসন্ (Congregation) আমাকেই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া এডেশে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন্। আমি বিলাট্ হইটে বম্বে হইয়া এই এলাহাবাডে আসিয়াছি।

কেশব। উত্তম কথা। আপনি কি জান্তে চান্ বলুন্ ?

পাদ্রী। (কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র ও ধ্যানমগ্ন বিজয়কৃষ্ণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই মণ্ডিরে টোমাডের মঢ্যে (বিজয়কে দেখাইয়া) এই ঢির্ স্থির্ অচল্ভাবে বসিয়া আছেন্, ইঁহার নাম্ কি ?

কেশব। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

পাদ্রী। উট্টম্। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, জিসাস্ খ্রায়েষ্ট্ (Jesus Christ) ভিন্ন পৃঠিবীর নর-নারীর আর কোনও উপাস্য নাই। টিনিই একমাট্র জগট্কে প্রেম করিয়াছেন্ এবং

টিনিই টাহাডের একমাট্র পরিট্রাটা। টিনি ভিন্ন টাহাদের সকলের পাপভার মোচন্ করিবার উপযুক্ত পুরুষ অন্য কে ঠাকিটে পারে? টোম্‌রা কোন্ ডেবটার পূজা কর এবং টোমাডের পরিট্রাটাই বা কে আছে? এই সকল বিষয় জানিটে টোমাদের নিকট্ উপষ্টিট্ হইয়াছি।

কেশব। ভাল কথা।

পাদ্রী। টোমাডের মড্যে যিনি এখনও উপাসনার ষ্টান্ পরিত্যাগ করেন্ নাই, যাঁহার নাম্ টুমি বিজয়কৃষ্ণ বলিলে, টাঁহার সহিট্টই আলাপ করিটে ইচ্ছা করিটেছি। টিনি যডি ডয়া করিয়া এখানে একটী চেয়ারে আসিয়া বসেন্, টবে স্থবিটা হইবে। কিণ্ট আমার ইচ্ছা হইটেছে না, উঁহার উপাসনা ভঙ্গ করি।

(এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণের মুদ্রিত চক্ষু ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইল। ক্রমে তাঁহার শরীরের স্পন্দহীন অবস্থাও ধীরে ধীরে অপসারিত হইল। তিনি "হরি ওঁ", "ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন)

কেশবচন্দ্র। (বিজয়কৃষ্ণের নিকটে গিয়া ও পাদ্রী সাহেবকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ইনি খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক। এখানে এসেছেন্ আমাদের কি ধর্ম্ম, তাই জান্‌বার জন্য। দেখ্‌ছি ইনি খৃষ্ট ছাড়া আর কিছু জানেন্‌ও না, মানেন্‌ও না।

বিজয়। অর্থাৎ এঁর নিজের ধর্ম্মের ওপর একান্ত নিষ্ঠা আছে। বড় আনন্দের কথা।

কেশবচন্দ্র। তা সত্য। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে, এদেশে এঁদের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে বড়ই অসুবিধা ঘটেছে। তাই এঁদের কংগ্রেগেসন্ (Congregation) বিলাত্ থেকে এঁকে পাঠিয়েছেন্, আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান্ করবার জন্যে। মানে, কি উপায়ে এঁদের এই অসুবিধাটা দূর হয়, তাই আবিষ্কার করতে আর কি!

বিজয়কৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে) তা আমরা এঁদের কি সাহায্য করতে পারি?

কেশবচন্দ্র। (সহাস্যে নিম্নস্বরে) আমাদের ধর্ম্মের উচ্ছেদ্ সাধন্! তা'হলেই এঁদের সুবিধা!

বিজয়কৃষ্ণ। (সাশ্চর্য্যে) ইনি কি তাই বলছেন্ নাকি?

কেশবচন্দ্র। না।

বিজয়কৃষ্ণ। তবে?

কেশবচন্দ্র। ইনি চাইছেন্ আলোচনা করতে।

বিজয়কৃষ্ণ। তা বেশ তো। করুন্ না।

কেশবচন্দ্র। আমাদের মধ্যে ইনি আলোচনাটা করতে চাইছেন্ আপনার সঙ্গে।

বিজয়কৃষ্ণ। আমার সঙ্গে!

কেশবচন্দ্র। হাঁ। ইনি বাংলা বেশ বোঝেন্, বলতেও পারেন্। বিশেষ অসুবিধা হ'বে না। চলুন্।

(উভয়ে পাদ্রী সাহেবের নিকটে আসিলেন)

পাদ্রী। (শশব্যস্তে চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ও বিজয়কে সম্মুখের দ্বিতীয় চেয়ার দেখাইয়া সসম্ভ্রমে) আপনি উপবেশন্ করুন্।

(বিজয়কৃষ্ণ দ্বিতীয় চেয়ারে বসিলে পাদ্রী সাহেবও চেয়ারে বসিলেন। কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া রহিলেন)

বিজয়কৃষ্ণ। (স্মিতহাস্যে) আপনি আমাদের কাছে কি জান্‌তে এসেছেন্ বলুন্ ?

পাদ্রী। (মুগ্ধদৃষ্টিতে বিজয়কে দেখিতে দেখিতে) আমি জানিটে আসিয়াছি, আপনাডের এই ব্রাহ্মঢর্ম্মের উট্‌পট্টি-ষ্ঠান্ কোঠায় ? আপনাডের এই ঢর্ম্মের ইটিহাস্ কি ? আপনারা কোন্ ডেবটার পূজা করিটেছেন্ এবং আপনাডের পরিট্রাটা কে ?

বিজয়। সাহেব, ধর্ম্ম তো অনেক প্রচার করেছেন্, গ্রন্থাদিও অনেক পড়েছেন্। এখন আমাদের এই ভারতবর্ষে এসেছেন্ ধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে, এই না ?

পাদ্রী। ইহা সট্য।

বিজয়। এখন এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থানে আপনাদের এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে অসুবিধা হচ্ছে, এই না ?

পাদ্রী। ইহা সট্য।

বিজয়। বেশ। আপনি আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন্। তা' হ'লে আপনার প্রশ্নের উত্তরও আমি সহজেই দিতে পারবো।

পাদ্রী। উট্টম্। প্রশ্ন উঠ্‌ঠাপন্ করুন্।

বিজয়। আমি আপনাকে ছয়টীমাত্র প্রশ্ন কর্‌বো। তার প্রথম প্রশ্নটী হ'ল—ধর্ম্ম কা'কে বলে? বলুন্—

পাদ্রী। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) আপনার ডিটীয় প্রশ্ন কি?

বিজয়। ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান্ কোথায়?

পাদ্রী। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) আপনার টৃটীয় প্রশ্ন?

বিজয়। আত্মা কা'কে বলে এবং তার স্বরূপ কি?

পাদ্রী। (সসম্ভ্রমে চেয়ার ত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) আপনার চটুর্থ প্রশ্ন?

বিজয়। সত্য কি বস্তু, আর সত্য কা'কে বলে?

পাদ্রী। (সবিস্ময়ে) পঞ্চম প্রশ্ন?

বিজয়। (স্মিতহাস্যে) মায়া—

পাদ্রী। মায়া?

বিজয়। হাঁ। মায়া কি বস্তু, আর মায়া কা'কে বলে?

(পাদ্রী সাহেব রুদ্ধকণ্ঠ—নির্ব্বাক্)

বিজয়। (স্মিতহাস্যে) সাহেব আমার ষষ্ঠ প্রশ্ন—অসত্য কি? আর পাপই বা কি?

(পাদ্রী সাহেব কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে—)

পাদ্রী। (ধীরে ধীরে—দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে—অসহায়ভাবে) আমি বহু ডিন্ বহু ষ্ঠানে টর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিটেছি। কিণ্টু এই সকল বিস্ময়কর প্রশ্ন কেহ আমাকে কখনও করে নাই। আমি আপনাকে অকপটে সট্য কহিটেছি—আপনার এই সকল প্রশ্ন আমার নিজ অণ্টরেও কোনও ডিবস্ উডয় হয় নাই।

বিজয়। ভাল। আপনি যা জানেন্, তাই বলুন্?

পাদ্রী। (জোড়হস্তে পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে) আপনাকে আমি আর কি বলিটে পারি? আপনার নিকট আমি অজ্ঞান্ শিশু! আমি এখন্ ডেখিটেছি, আমি কিছুই জানি না। শুধু জানি, জিসাস্ খ্রায়েষ্ট এবং এই হোলি বাইবেল্! (প্রস্থানোদ্যত)

কেশবচন্দ্র। (সাহেবের নিকটে আসিয়া) সাহেব, যাবার আগে দু'একটা কথা শুনে যান্। এই যে-দেশে আপনি ধর্ম্মপ্রচার করতে এসেছেন্, এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। একদিন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বুঝ্তে পারবে, সারা বিশ্বের তীর্থস্থান এই পুণ্য ভারতভূমি। এই বিশ্বতীর্থ ভারতবর্ষ থেকে সভ্যতা ও ধর্ম্ম প্রথমে যায় গ্রীসে। পরে গ্রীস্ থেকে ক্রমে তা সমগ্র য়ুরোপে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এই ভারতবর্ষ যে-মহাদেশের অন্তর্গত তার নাম, এসিয়াখণ্ড। এর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কোনও এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মেছিলেন্ তোমাদের যীশু খ্রীষ্ট। আমরা তাঁকে খুবই জানি। আমরা তাঁকে ভক্তি করি মহাপুরুষ-জ্ঞানে। কিন্তু সাহেব, তিনি আমাদের উপাস্য নন্। আমাদের উপাস্য—আপনাদের সেই যীশু খ্রীষ্টেরও যিঁনি পিতা-পরমেশ্বর। তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি অবিভক্ত। আমরা সেই এক, অদ্বিতীয়, অবিভক্ত, অমৃতের পুত্র। অমৃতস্য পুত্রাঃ বয়ম্। যদি আপনি এই ভারতভূমে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করতে চান্, তবে ফিরে যান্ আপনার দেশে। সেখানে উত্থাপন করুন্, আমাদের এই ছয়টী প্রশ্ন। পরে, যদি পান্ তার উত্তর, তবে ফিরে আস্বেন্ এদেশে, আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করতে।

(হিন্দুর ন্যায় যুক্তকরে প্রণাম করিতে করিতে পাদ্রী সাহেবের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

নবদ্বীপ ধাম। সদর রাস্তার উপর শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর হরিসভা। হরিসভার পশ্চাৎভাগ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত দেখা যাইতেছে। কাল—অপরাহ্ন। হৈ হুল্লোড় করিতে করিতে একদল যুবক আসিয়া পথের উপর হরিসভার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া তালি দিতে লাগিল এবং উহাদেরই মধ্য হইতে একজন চক্রের মধ্যস্থলে আসিয়া সকলের তালে তাল মিলাইয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। উহার গলদেশে চাদর, বগলে ছাতা, হাতে ছড়ি, নাকে সবুজ রংঙের চশমা ও মুখে পরচুলার গুম্ফশ্মশ্রু। এক যুবক নৃত্য করিতে করিতে হাস্যোদ্দীপক স্বরে গাহিতে লাগিল :—

গীত

তাক্ ধিনা ধিন্ ধিনা।
চশ্ মা নাকে দেনা॥
চাঁপ দাড়ি দে মুখে।
চাদর দোলা বুকে॥

ধিনাক্ নাতিন্ ধাতা।
হয় ছড়ি নয় ছাতা॥
হাতে করে নিবি।
বেহ্ম যদি হবি॥
ওরে ভাই বেহ্ম যদি হবি॥

ধিনাক্ নাতিন্ ধিন্।
মুরগী মটন্ ডিম্॥
খাবি চেটে পুটে।
আয় চলে আয় ছুটে॥

নিরাকারের পায়ে।
রাখ্‌বি মাথা নুয়ে॥
কইবি কথা ফাঁকা।
মিছরি মাখন মাখা॥

বেহ্ম যদি হবি—
ওরে ভাই বেহ্ম যদি হবি
সাজ্‌বি সায়েব বিবি॥
বামুন্ মুচি হাড়ি।
মুখ্ ঢাকা চাঁপ-দাড়ি॥
এক সাথে সব খা্‌বি।
বেহ্ম যদি হবি॥

ধিনাক্ নাতিন্ তিনা
চশ্‌মা নাকে দেনা
ওরে ভাই চশমা নাকে দেনা—

সকলে সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল—

ওরে দেনা—দেনা—দেনা—

(সঙ্গে সঙ্গে একজন একটী জুতার মালা আনিয়া নৃত্যগীতরত ব্যক্তিটীর গলায় পরাইয়া দিল। সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। নৃত্য গীত থামিয়া গেল। একজন যুবক অগ্রসর হইয়া আসিল—)

ঐ যুবক। এই! সাবধান্। সন্ধ্যে হয়ে আস্‌ছে। এখনি বাবাজীর কীর্ত্তনের দল্ সব্ এসে পড়্‌বে।

দ্বিতীয় যুবক। (যে ব্যক্তিটী নৃত্য করিতেছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া) ওরে জগা, জুতোর মালাটা গলা থেকে খুলে নিয়ে বগলে ওই ছাতাটার ভেতর লুকিয়ে ফ্যাল্।

(জগার তথাকরণ)

প্রথম যুবক। (জগাকে) এইবার যা। ঐ পাঁচিলের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়্।

(জগার প্রস্থান)

তৃতীয় যুবক। (সকলকে) নে নে, সতরঞ্চিটা ধর্—বিছিয়ে ফেলি। নয়তো বাবাজী এসে বকাবকি সুরু কর্‌বে। সন্ধ্যে হয়ে এলো।

প্রথম যুবক। হুঁঃ। আমাদের এই নবদ্বীপে কিনা বেহ্মর আমদানী! সাহস্‌টা একবার ছ্যাখ্!

(সকলে সতরঞ্চি ধরাধরি করিয়া হরিসভার অঙ্গনে বিছাইতে লাগিল ও কতকগুলি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া যথাস্থানে রাখিতে লাগিল)

দ্বিতীয় যুবক। ওরে বাবা! আমরা যদি লাগি, অমন্ দশ্ দশ্‌টা পইতে-পোড়া বেহ্মা বিজয়কে ওই গঙ্গার জলে নিঙ্‌ড়ে রেখে আস্‌বো।

চতুর্থ যুবক। আজকের ব্যাপারটা যদি ঠিক্‌মর্ত্ত সার্‌তে পারিস্, তা'হলে বিজয়ের সাত্ পুরুষ আর এই নদের মুখোও হ'বে না!

পঞ্চম যুবক। জগা না তাগ্ ফস্‌কায়!

৩য় যুবক। (নিকটে আসিয়া) এই বাবাজীর মাথা খারাপ্ হয়েছে। নয় তো কি বোলে ওই বেহ্মাটাকে হরিসভায় ঢুক্‌তে দিচ্ছে ?

২য় যুবক। আরে বাবাজী হ'ল গিয়ে নিরীহ ধর্ম্মভীরু মানুষ। কাউকে 'বাবা বাছা' ছাড়া একটা চড়া কথা বল্‌তে পারে না। ওর কথা ছেড়ে দে।

৩য় যুবক। থাক্‌তো আমাদের পিটুরি কাকা! ঢুক্‌তে দেওয়া দূরে থাক্—গলাধাক্কা দিয়ে বের্ করে দিতো।

১ম যুবক। আরে! শান্তিপুরে তো ওটাকে ধুলোবাঁশ্‌পাতা দিয়ে বিদেয় করেছে!

২য় যুবক। নিজের দেশে যার এত খাতির, সে আবার কোন্ মুখে নদেয় এলো বল্ দেখি।

৩য় যুবক। নাক্ কান্ কাটা, নাক্ কান্ কাটা। জাত্ হারিয়ে বেহ্ম হ'লে অমন্ হয়েই থাকে।

১ম যুবক। (দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা ঘণ্টেশ্বর! এত জায়গা থাক্‌তে বেহ্মা বিজয়টা আমাদের বাবাজীর এই হরিসভায় আস্‌ছে কেন বল্ দেখি? শেষে বেহ্ম-বক্তিতা ঝাড়্‌বে নাকিরে?

৩য় যুবক। ইস্! তাহ'লে চিলিয়ে ভূত্ ভাগাবো না!

২য় যুবক। রক্ত গঙ্গা—রক্ত গঙ্গা! তা'হলে রক্ত গঙ্গা হ'য়ে যাবে—এই আমি বলে রাখ্‌লুম্। এতটা শয়তানী যদি করে, তা'হলে আমার কিন্তু খুন্ চেপে যাবে। আর খুন্ চেপে গেলে আমি বাপেরও কুপুত্তুর! হুঁঃ বাব্বাঃ!

১ম যুবক। চুপ্! চুপ্! *

(খোল করতাল প্রভৃতি লইয়া কীর্ত্তনের দলের প্রবেশ। কীর্ত্তনীয়াগণ বিস্তৃত সতরঞ্চির উপর খোল করতাল প্রভৃতি লইয়া বসিলেন। বৃদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী আসিলেন। সকলে তাঁহাকে যথোচিৎ সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক আসরের মধ্যে আনিয়া বসাইলেন। বহু শ্রোতৃসমাগম হইলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল)

কীর্ত্তন

গোরারূপে ভুবন আলো
মদন মুরছা যায়।
রাধারে স্মরিয়া কিবা
ঢলে পড়ে গোরারায়॥

(বিজয়ের প্রবেশ ও প্রাচীর পার্শ্বে উপবিষ্ট এক বৈষ্ণবের নিকট উপবেশন)

* অভিনয়ের সৌকর্য্যার্থে এইখানে এই দৃশ্য শেষ করিয়া ইহার পর হইতে পৃথক্ দৃশ্যরূপে অভিনয় করাও চলিবে। নাট্যকার।

দু'নয়নে বহে ধারা
গলিত মুকুতা-পারা
চরণ-নখর-চাঁদে চাঁদ লাজে মরি যায় ॥
এমন চাঁদে দেখ্‌লাম্‌ না গো—
এ জীবন শেল-সম হ'ল—
আমার এমন গোরা দেখ্‌লাম্‌ না গো—
জীবন শেল সমান ভেল ॥

(এমন সময় প্রাচীরের উপর দিয়া পশ্চাদ্দিক্‌ হইতে জগা বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া জুতার মালা নিক্ষেপ করিল। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ওই জুতার মালা বিজয়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট বাবাজীর গলদেশে পতিত হইল। জগার মুখ নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল ও সকলে "হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিল। কীর্ত্তনও থামিয়া গেল)

বাবাজী। (গম্ভীরমুখে বিজয়কে) দেখ্‌লেন্‌ তো! দেখ্‌লেন্‌ তো প্রভু, এদের আক্কেল্‌।

(বিজয় ব্যথিত-দৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে চাহিলেন। ভিড়ের মধ্য হইতে উক্ত যুবকগণ একে একে সরিয়া পড়িল)

শ্রীচৈতন্যদাস। (করজোড়ে বাবাজীকে লক্ষ্য করিয়া) এই সব অর্ব্বাচীন্‌দের হ'য়ে আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি। আপনি এদের ক্ষমা করুন্‌ প্রভু!

বাবাজী। (গলদেশ হইতে জুতার মালা খুলিতে খুলিতে) আপনি কেন ক্ষমা চাইছেন্ প্রভু। আপনার এতে কি অপরাধ?

শ্রীচৈতন্যদাস। না—না! এই হরিসভায় বৈষ্ণবের অমর্য্যাদা ঘটেছে। এ মহাঅপরাধ! তাই আপনার নিকট এ দাস ক্ষমা প্রার্থনা করছে। ক্ষমা করুন্।

বাবাজী। (উঠিয়া) হয়েছে! হয়েছে! আপনি আর আমার অপরাধ বাড়াবেন না প্রভু!

(বাবাজী শ্রীচৈতন্যদাসকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বিজয় ব্যতীত অন্যান্য সকলেও একে একে প্রস্থান করিলেন। বিজয় আসিয়া শ্রীচৈতন্য দাসকে প্রণাম করিলেন। শ্রীচৈতন্যদাস বিজয়কে সাদরে নিকটে বসাইলেন)

বিজয়। (ছল ছল নেত্রে করজোড়ে) প্রভু!

শ্রীচৈতন্য। কি বাবা!

বিজয়। আপনি আমাকে কৃপা করুন্।

শ্রীচৈতন্য। সে কি বাবা!

বিজয়। আমি দীনাতিদীন, জ্ঞানহীন, মূর্খ!

শ্রীচৈতন্য। এ সব কেন বল্‌ছো বাপ্।

বিজয়। আমি আজ বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি—

শ্রীচৈতন্য। কি বুঝ্‌তে পার্‌ছো বাপ্?

বিজয়। অহঙ্কার—অভিমান—থাক্‌তে কিছুই হ'বার নয়।

শ্রীচৈতন্য। ঠিকই বুঝেছ বিজয়। অভিমান থাকতে কিছুই হ'বার উপায় নেই। দীনহীন কাঙাল হ'তে হ'বে—একেবারে কাঙাল হ'তে হ'বে!

বিজয়। উপনিষদাদি পাঠ করে যা বুঝিনি, ভক্তিরত্ন হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়ের উপদেশে "চৈতন্যচরিতামৃত" পাঠে আমি আজ তা বুঝিছি প্রভু!

শ্রীচৈতন্য। বুঝ্‌বেই তো বাপ্‌, বুঝ্‌বেই তো! এ যে তোমাদেরই ঘরের সামগ্রী!

বিজয়। (আকুলকণ্ঠে) প্রভু!

শ্রীচৈতন্য। কি বাপ্‌?

বিজয়। উপদেশ করুন্—কিসে ভক্তি লাভ হয়?

শ্রীচৈতন্য। ভক্তি? ভক্তি?

(শ্রীচৈতন্যদাস হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিজয়ও জোড়করে দণ্ডায়মান্ হইলেন। বিজয়ের প্রতি কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টি রাখিয়া সিদ্ধ চৈতন্যদাস থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁর সর্ব্বগাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মস্তকের শিখা পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—)

বলো, বলো, কি জিজ্ঞাসা করলে আমায়? বলো, বলো, গোঁসাই! ভক্তি কিসে হয়, এই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছো আমায়? অদ্বৈত-বংশধর হয়ে—আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন্

তুমি—তুমি আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছো—ভক্তি কিসে হয়? অফুরন্ত ভক্তিধন তোমার ভাণ্ডারে—তাকি আমি জানি না গোঁসাই? তবে এ ছলনা কেন প্রভু? আজ কৃপা করে নিজে এসে, যখন দর্শন দান কর্‌লে, তখন আবার এ ছলনা কেন?···

ওগো অদ্বৈত-নন্দন, জীবকে করুণা কর্‌তে এসে, এত আত্ম-গোপন, এত ছন্নভাব কেন? কিন্তু আর কতদিন লুকিয়ে রাখ্‌বে তুমি তোমার আপন স্বরূপ?

ওই যে—ওই যে দেখ্‌ছি—
তোমার ভক্তমনোলোভা দিব্যমূর্ত্তি!
করে দীর্ঘ-কমণ্ডলু,
শিরে দীর্ঘ জটাজাল,
পলাশ-লোচন!
গলে দোলে—
তুলসী রুদ্রাক্ষ-মাল,
তিলক-শোভিত ভাল!
আহা মরি! আহা মরি!
উর্দ্ধে তুলি দু'টী বাহু—
শ্রীশচী-নন্দন—
শ্রীশচী-নন্দন বলি
উর্দ্দিণ্ড নর্ত্তন!
গণ্ড ভেসে যায়
অবিরল অশ্রুধারে—

কীর্ত্তনের কলরোলে
ভেসে যায় দেশ।
হুঙ্কারে তোমার
মেদিনী কম্পিত হয়
মূর্চ্ছা যায় নরনারী
আত্মহারা হ'য়ে!
প্রভু, প্রভু, কৃপা কর,
কৃপা কর মোরে—!

(বিজয়ের চরণে প্রণত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিজয় বাবাজীর দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত)

তৃতীয় দৃশ্য

ভারত আশ্রম। নির্জ্জন কক্ষ। কাল—রাত্রি। কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি আসনে বিজয়কৃষ্ণ উপবিষ্ট। ঋজু দেহ নিশ্চল-নিথর। নিমীলিত নেত্র। বিজয়কৃষ্ণ গভীর ধ্যানে মগ্ন।

চতুর্দ্দিক হইতে মধুর রাগের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা ভাসিয়া আসিতেছে। ক্রমে মূর্চ্ছনা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

বিজয়কৃষ্ণের ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহার নয়ন উন্মীলিত হইল। বিজয় নিজের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

বিজয়। একি হ'ল! একি হ'ল! কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল সে অপূর্ব্ব জ্যোতির্লোক—সে সুমধুর সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা! এ আমি কোথায় এলাম্‥‥‥! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

প্রতিদিন এই হারিয়ে যাওয়ার নিদারুণ-আঘাত আর কত সইব দয়াময়? আর কত সইব? ওই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সুধাপাত্র বারে বারে কি এমনি ভাবেই চূর্ণ হয়ে যাবে? আস্বাদনের অবকাশটুকুও দেবে না! যদি দেবে না, তবে বারে বারে কেন এ প্রলোভন! কেন এ আকর্ষণ, কেন এ আশার মরীচিকা সৃজন?

কতবার নিভে যাবে দীপ,
কতবার জ্বালাব তাহারে?

(গভীর চিন্তামগ্ন। পরে দৃপ্তকণ্ঠে)

আছে, আছে। অবশ্যই এর কোথাও ফাঁকী আছে—কোথাও ফাঁক্ আছে। যা আমি কোনওদিন ভুলেও ধর্‌বার চেষ্টা করিনি। নিত্যবস্তুর অনিত্যতা কখনও সিদ্ধ হ'তে পারে না। যা পেলে, পাবার আর কিছু বাকী থাকে না, পাবার মধ্যে হারাবারও আর কিছু থাকে না—সেই পাওয়াই যদি পেয়ে থাকি, তবে আবার হারায় কেন ?······কেন ? ওগো কে আমার এই "কেন"র উত্তর দেবে ? কে আমায় এর উত্তব দেবে !

(ক্রন্দন। পরে কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া)

মনে পড়ে সে দিনের কথা ! কল্‌কাতার সমাজে আহ্বান করে এনেছিলুম্ সেই মহাত্মাকে। আমাদের সমাজ দেখে, সমাজে আচার্য্যের বেদী থেকে আমার প্রার্থনা শুনে, কত না আনন্দ সেই মহাত্মার ! আমার মুখ থেকে গীতা উপনিষদের জ্ঞানগর্ভ বাণী শুনে কত না আনন্দোচ্ছ্বাস তাঁর ! হতভাগ্য আমি। তাঁর সে আনন্দের অংশ তো গ্রহণ কর্‌তে পারলুম্ না ! কেমন করে পার্‌বো ? শান্তি কোথায় ? গীতা উপনিষদের মহতী বাণী উচ্চারণ করেছি মুখে, অন্তরে তার সাড়া কই ? সেখানে যে অমানিশার ঘোরান্ধকার, মহাশূন্যের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা !

মহাত্মা উপদেশ দিলেন্ নিজের গুরুর কাছে নিবেদন করতে আমার মর্ম্মবেদনা !, কি বিস্ময় চিৎকার করে উঠ্‌লো তাঁর প্রশ্নে—গুরু নাই ? তোমার গুরু নাই ? মানো না তুমি গুরুর প্রয়োজন ? বিশ্বাস করো না তুমি দীক্ষার অমোঘ শক্তিতে ? সামান্য অ আ ক খ শিক্ষালাভের জন্যও গুরু প্রয়োজন হয়, আর আধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ লাভের জন্য, সাধনমার্গে অগ্রসর হ'বার

জন্য, চরম ও পরম সত্য উপলব্ধির জন্য, আর যিনি অবাঙ্‌মনস-গোচর, যাঁর ইচ্ছামাত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ঘট্‌ছে, যাঁর কটাক্ষে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড নিমেষে নিমেষে সৃষ্ট হচ্ছে, পলকে পলকে মহাপ্রলয়ে নিশ্চিহ্ন, বিলীন্ হ'য়ে যাচ্ছে—তাঁকে লাভ কর্‌বার জন্য, তাঁর কৃপালাভে জীবনকে ধন্য, অমৃতময় করে নেবার জন্য, গুরুর প্রয়োজন নেই? শাস্ত্রজ্ঞ হ'য়ে এ তুমি কি বল্‌ছো বৎস?

সত্যই তো! ভূগর্ভে জল আছে, বায়ুমণ্ডলে অগ্নি আছে, অরণ্যে ভেষজ্ আছে, এ তো সবাই জানে। তবে কেন পিপাসার্ত্ত মৃত্তিকা খননের পরিবর্ত্তে জলপাত্র হস্তে জলাশয়ের নিকট ছুটে যায়? প্রদীপ হস্তে জ্বলন্ত অগ্নির সমীপে উপস্থিত হয়? পীড়ারোগ্যের উদ্দেশ্যে ভিষকের শরণাপন্ন হয়? বিশ্বমানব যাঁদের অবতার বলে পূজা কর্‌ছে—তাঁদেরও যে, দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হয়েছিল। মূঢ়! এও কি তুমি জান না?

কি পরিতাপ—কি লজ্জা সেদিন আমার! আমাদের সমাজ দেখে ঠিক্‌ই বলেছিলেন্ সেই মহাপুরুষ—সুন্দর মন্দির গড়েছো—কিন্তু এর ভিত্ কই—এ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে কা'র উপর?

কি মূর্খ! কি অর্ব্বাচীন্! কি বোধজ্ঞানহীন মূঢ় আমি! ধিক্! আমারে শতধিক্! কর্ণধারহীন হয়ে অকূলে পাড়ি? হ'বে না? হ'বে না আমার এ দুর্গতি! দিশাহারা নিমজ্জমান্ আর্ত্ত আমি! দিগন্তের ঐ ক্ষণিক বর্ণ-বৈচিত্র্য কতক্ষণ আমায় ভুলিয়া রাখ্‌বে? কেমন্ করে আমায় রক্ষা করবে? কেমন্ করে আমায় নিরাপদ ভূমিতে নিয়ে যাবে?

নিরুপায়—ওগো আমি নিরুপায়—' নিরাশ্রয়—! নিরাশ্রয়! নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ—জগদীশ রক্ষ—!

(ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমিতলে অবশভাবে উপবেশন। চতুর্দ্দিক হইতে পুনরায় সুমধুর রাগিনীর মূর্চ্ছনা ভাসিয়া আসিতে লাগিল ক্রন্দন করিতে করিতে বিজয় ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিকের স্বরমূর্চ্ছনা ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া শ্রুত হইল—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোবর্দ্ধন মদনমোহন॥

নেপথ্য হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল এবং ঐ জ্যোতির মধ্য দিয়া উক্ত সঙ্গীতের তালে তালে করতালি দিতে দিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন আচার্য্য অদ্বৈত। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উর্দ্ধবাহু ও উর্দ্ধনেত্র হইয়া শ্রীমন্ নিত্যানন্দ ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু উক্ত সঙ্গীতের তালে তালে বামে ও দক্ষিণে মহাভাবাবেশে ঢলিতে ঢলিতে আসিয়া ধ্যানমগ্ন বিজয়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখনও উক্ত সঙ্গীত

শ্রুত হইতেছে এবং আচার্য্য ভাবে বিভোর হইয়া করে করে তালি দিতেছেন ও শ্রীমন্ নিত্যানন্দ ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু উক্ত ভাবেই ঢলিয়া পড়িতেছেন। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর সঙ্গীত মূর্চ্ছনা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। ভাব-গদ্‌গদ দরদমাখা কণ্ঠে আচার্য্য ডাকিলেন—)

আচার্য্য। বিজয়!

(ধ্যানমগ্ন বিজয়ের ওষ্ঠদ্বয় স্ফুরিত হইল। তাহার নিমীলিত নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল)

আচার্য্য পুনরায় ডাকিলেন—বিজয়!

(বিজয় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তিন মূর্ত্তির দিকে বিমূঢ়বৎ চাহিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া আচায্য বলিলেন—)

আচার্য্য। বিজয়, আমি তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ অদ্বৈত। ইনি পরম দয়াল শ্রীমন্ নিত্যানন্দ, আর ইনিই সেই পরম-কারুণিক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! প্রণাম কর।

(বিজয় ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রথমে আচার্য্যের চরণে, পরে শ্রীমন্ নিত্যানন্দের ও তৎপরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে প্রণত হইলেন)

আচার্য্য। আজ তোমার পরম সৌভাগ্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃপাপরবশ হয়ে আজ তোমাকে স্বয়ং দীক্ষাদান কর্‌তে এসেছেন্। শীঘ্র স্নান্ করে, শুচি বস্ত্র পরিধান করে এসো।

(মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিজয়ের স্নানার্থে প্রস্থান। ক্ষীণ অস্পষ্ট আবহ সঙ্গীত পুনরায় স্পষ্টতর হইয়া চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥ ইত্যাদি।

(বিজয় স্নান সমাপন করিয়া আসিয়া আর্দ্রবস্ত্র একপার্শ্বে ত্যাগ করিয়া কক্ষের আলনাবিলম্বিত পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন। পরে জোড়হস্তে আসিয়া তিন মূর্ত্তিকে যথাক্রমে প্রণাম করিলেন)

আচার্য্য। আসনে উপবেশন কর।

(বিজয়ের আসন গ্রহণ। চতুর্দ্দিক হইতে উক্ত সঙ্গীত বায়ুমণ্ডল কম্পিত করিতে লাগিল। যেন চতুর্দ্দিকে বহুকণ্ঠে উচ্চগ্রামে গীত হইতে লাগিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বিজয়ের নিকট অগ্রসর হইয়া আসিলেন। চতুর্দ্দিকে করতাল সহযোগে মৃদঙ্গধ্বনি, শিঙ্গা-রব হইতে লাগিল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বিজয়ের কর্ণে মহামন্ত্র দান

করিলেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ ও আচার্য্য আনন্দে করতালি দিতে লাগিলেন। বিজয় মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইলে আচার্য্য বলিলেন—"বীজ বপন হ'ল। অবিলম্বে অঙ্কুরিত হ'বে।"

ধীরে ধীরে তিনমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন। সেই জ্যোতিঃ তরঙ্গও ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া গেল। উক্ত সঙ্গীত ও তৎসহ মৃদঙ্গধ্বান, শিঙ্গা-রব প্রভৃতিও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বিজয় ধীরে ধীরে ভূমি হইতে মস্তকোত্তলন করিলেন। কিন্তু সম্মুখে মহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া বিস্মিতনেত্রে চতুর্দ্দিক বিহ্বলচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে করিতে—)

বিজয়। একি! একি হ'ল!

কোথা গেল সীতানাথ করুণানিধান,
কোথায় নিতাই মোর তাপিত আশ্রয়,
কোথা গোরা প্রাণারাম অগতির গতি!
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে?
কোথা গেলে দরশন
পাইব আবার?
অথবা এ ইন্দ্রজাল!
মনের বিকার·········!

মনের বিকার ? বিভ্রান্ত চিত্তের ভ্রম ?
তাও কি সম্ভব ?……(চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ)
গভীর নিদ্রার ঘোরে এতো নহে স্বপন দর্শন !
স্বপন দর্শন ? যা কিছু দেখিনু তবে কিছু সত্য নয় ?
সবই স্বপ্ন, সবই মিথ্যা ?
তবে কি নিদ্রিত আমি ? জাগরিত নহি ?
এই তো সকলই আছে সম্মুখে আমার,
যেমন আছিল পূর্ব্বে যাহা যথাস্থানে !
তবু নহে সত্য এ সকল ?
জীবনের বৃহত্তর স্বপনের মাঝে
একি খণ্ড-স্বপ্ন আজি
রচি মায়াজাল,
সত্য মিথ্যা, জীবন মরণ,
নিদ্রা-জাগরণে
করি দিল একাকার— !
দিশা নাহি পাই
জীবিত অথবা মৃত,
সুপ্ত কিবা জাগরিত আমি—

(হঠাৎ ইতিপূর্ব্বে পরিত্যক্ত আর্দ্রবস্ত্র লক্ষ্য করিয়া তন্নিকটে গিয়া—)

একি ! একি হেরি !
এই তো মোর স্নান-বস্ত্র !
এই তো পরিধানে মোর
পট্টবস্ত্র দীক্ষা লভিবারে !

ওরে—ওরে—জেগে আছি আমি !
জেগে আছি আমি !
নহে স্বপ্ন, নহে মিথ্যা, নহে মায়াজাল !
সত্য, সত্য, সবই সত্য ওরে !
সত্য এ কাঙাল লাগি,
সত্য কৃপা করি, সত্য সীতানাথ এল
দয়াল নিতাই সাথে,
নবদ্বীপচন্দ্র
গোরা-গুণমণি লয়ে,
আপন সন্তান তরে।
সত্য আজি দীক্ষা মোর
মহামন্ত্র-বীজে !

(বিজয়ের দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল)

আর কেন ? চল মন সন্ধানে তাহার,
যাহার সিঞ্চনে হ'বে অঙ্কুরিত,
পল্লবিত মহামন্ত্র বীজ !

(প্রস্থানোদ্যত)

পটক্ষেপণ

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গয়াধাম। আকাশগঙ্গা পাহাড়। বিজয় গভীর ধ্যানে মগ্ন। কয়েকহস্ত দূরে শ্রীশশীভূষণ বসু উপবিষ্ট। মধ্যে মধ্যে তাহার তন্দ্রাকর্ষণ হইতেছে। পর্ব্বতগাত্রে অদূরে একটী পর্ণকুটীর দেখা যাইতেছে। স্থান নির্জ্জন। কাল—রাত্রি।

হটাৎ একটা খস্ খস্ শব্দে শশীভূষণের তন্দ্রার ভাব দূর হইয়া গেল। সে সভয়ে দেখিল, একটী বৃহৎ অজগর পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া ধ্যানমগ্ন বিজয়ের উরুদেশের উপর দিয়া ধীরে ধীরে তাহার স্কন্ধের উপর ফণা বিস্তার করিয়া দুলিতে লাগিল। ভীত শশীভূষণ সন্তর্পণে পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা একটী প্রস্তরখণ্ডে তাহার পদস্পর্শ ঘটায় প্রস্তরখণ্ডটী সশব্দে গড়াইয়া পড়িল। ওই শব্দে অজগরটী বিজয়ের গাত্র ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইল এবং বিজয়েরও ধ্যানভঙ্গ ঘটিল। বিজয় চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক শশীকে ওইভাবে দণ্ডায়মান্ দেখিয়া—

বিজয়কৃষ্ণ। কি হয়েছে শশী ?

শশীভূষণ। (কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) হ'বে আর কি ? বল্‌লে তো আর শুন্‌বে না। কোন্‌দিন অপঘাতে এই আকাশগঙ্গায় তোমার চিরসমাধি না ঘটে, আর আমাকেও সহমরণে না যেতে হয়, তাই ভাব্‌ছি !

বিজয়। কেন ?

শশী। কেন ? তোমায় রোজ্ বল্‌ছি, ধ্যান-ধারণাটা রাতভিতে এই পাহাড়ে জঙ্গলে না করে, গোবিন্দ রক্ষিতের বাসাতেই করো। তা'তো শুন্‌বে না। ও এইখানেই তোমার রোজ্ রাত্তিরে আস্‌তে হবে, আর আমাকে বসে বসে সারারাত তোমায় পাহারা দিতে হ'বে। জিদ্ যাহোক্ !

বিজয়। (স্মিতহাস্যে) জিদ্ তোমারও তো কম নয় শশী! এত করে বলি, তবু তুমিও তো আস্‌তে ছাড়ো না !

শশী। বেশ যাহোক্ ! "এসো না" বল্লেই হ'ল ? বলি, তুমি তো বলে খালাস্। এক্ষুনি কি হয়ে গেল জানো ? জান্‌লে আর একথা মুখে আন্‌তে না।

বিজয়। কি হ'ল ?

শশী। (হস্ত বিস্তারিত পূর্ব্বক) এই এত বড় এক ভীষণ অজগর ! এইমাত্র তোমার গা' বেয়ে কাঁধের ওপর উঠে—ফণা তুলে কি ফোঁস্ ফোঁস্ আরম্ভ করে দিলে ! উঃ ! এখনো আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ কর্‌ছে !

(বিজয় শশীর মুখের দিকে স্মিতহাস্যে চাহিয়া রহিলেন)

না ঠাকুর ! তুমি ওঠো। আর তোমার এখানে থাকা হ'বে না।

বিজয়। (শান্তস্বরে) ওতে কোনও ভয় নেই।

শশী। কি বল্‌ছো ঠাকুর ? ভয় নেই কি ?

বিজয়। হাঁ, ভয় নেই ওরা অমন্ আসে। অনিষ্ট করে না।

শশী। আর অনিষ্টের বাকী কি, তা'ত বুঝ্‌লুম্ না! শুধু বাকী ছিল একটা ছোবলের। তা বাকী থাক্। এখন আমার কথা শোনো। ফিরে চলো আমার সঙ্গে গোবিন্দবাবুর বাসায়। আর এমন্ দুঃসাহসের কাজে দরকার নেই।

বিজয়। (ধীরকণ্ঠে) না শশী, তা আর হয় না। তুমি ফিরে যাও।

শশী। আমি ফিরে যাবো? তোমায় এখানে একলা রেখে? বলো কি?

বিজয়। হাঁ শশী। তুমি কাজের মানুষ। রোজ্ রাত্তির জেগে এখানে আমাকে পাহারা দেবে, আর রোজ্ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমায় নিজের কাজকর্ম্মও কর্‌তে হ'বে। শরীরে সইবে কেন? তুমি ফিরে যাও। আমি আকাশগঙ্গা ত্যাগ করে আর ঘরে যাবো না।

শশী। (বিস্ময়ে) বলো কি? আর ফির্‌বে না?

বিজয়। না। ওই ব্রহ্মযোনী পাহাড়ে সাধু-দর্শন করে এখানে আস্‌তে আস্‌তে আমার আজ কি মনে হ'ল জানো? এই গয়াধামের এই পথে আমার মহাপ্রভু বিরহে উন্মাদ হয়ে "কৃষ্ণরে বাপ্‌রে মোর"—, "কৃষ্ণরে বাপ্‌রে কোথা?" বলে কি কান্নাই কেঁদেছিলেন্! বুক ভেসে গিয়েছিল তাঁর চোখের জলে! তাঁর সে বুক্‌ফাটা কান্না শুনে বনের গাছপালা পশুপক্ষী পর্য্যন্ত হাহাকার করে উঠেছিল—! সে কি বুক্‌ফাটা কান্না শশী! সে কি বুক্‌ফাটা কান্না! কৃষ্ণরে বাপ্‌রে কোথা—!

(বিজয় "হাউ হাউ" করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ-পূর্ব্বক—)

ফিরে যাও শশী—ফিরে যাও—আমি আর ফিরবো না—

(শশীও কাঁদিতে লাগিল)

বাসায় আমার পরিধেয় বস্ত্রাদি যা কিছু আছে—বিলিয়ে দিও দীন দুঃখীদের—

শশী। (বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে) ঠাকুর!

বিজয়। মহাপ্রভুও আমার এমনি করে সেদিন সকলকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন্। তুমি যাও। আমাব জন্য চিন্তা নাই। ওই কুটীরের ব্রহ্মচারিজী আছেন্, রঘুবরদাস বাবাজী আছেন্। বাবাজী বড় দয়াল। মহাত্মা আমায় বড় দয়া করেন্। কেঁদো না। যাও—

(অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে শশীর প্রস্থান।

"ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে" বলিতে বলিতে কুটীর হইতে রঘুবরদাস নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বিজয়ের নিকট আসিয়া, তাহাকে ক্রন্দনরত দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

বিজয়। (আকুলকণ্ঠে) বাবাজী! আমার কি হ'বে!

(বাবাজী নীরব)

আমি অধম কাঙাল! অজ্ঞানান্ধকারে দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ ভবঘোর থেকে কি আর আমার নিস্তার নেই? আর কবে আমার ভগবৎ পদে মতি হ'বে? দিন যে বয়ে যায় বাবাজী—!

রঘুবর। ঘব্‌ড়াও মৎ! গোসাই! ঘব্‌ড়াও মৎ।

বিজয়। হাঁ। এই কথাই বলেছিলেন্ আমাকে ত্রৈলঙ্গ স্বামী কাশীধামে—ঘাব্‌ড়াও মৎ! ভারত-আশ্রমে মহাপ্রভু যখন আমাকে দীক্ষা দিলেন্—আচার্য্যদেব তখন আমায় বলে গেলেন্—এই দীক্ষায় বীজ বপন করা হ'ল। এ ক্রমে অঙ্কুরিত হ'বে। তারপর কাশীধামে যখন ত্রৈলঙ্গস্বামী আমাকে দীক্ষাদান করলেন্, তখন আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম্—'আপনিই তবে আজ থেকে আমার গুরু হলেন্?' তিনি বল্‌লেন্, 'না বেটা, আমি তোর গুরু নই। আমি শুধ্ তোব কান কাম্‌ড়ে রাখলুম্। তোব গুরু তোব অপেক্ষায় বসে আছে বেটা। বখৎমে মিল্ যায়গা। ঘব্‌ড়াও মৎ।'

রঘুবর। হাঁ। 'ঠিক্ তাই।'

বিজয়। কিন্তু কই? কোথায় আমার সেই জন্মজন্মান্তরের পরম বান্ধব, পরম আত্মীয়, পরম আপন শ্রীগুরু? বখৎমে মিল্ যায় গা! সে বখৎ—সে সময় কি এখনও হ'ল না?

রঘুবর। হয়ে এসেছে গোঁসাই! হয়ে এসেছে! অধীর হোয়ো না। এ হেন দীন আত্মা, এমন ব্যাকুল অন্তর! আহা! তোমার গুরুদেবও যে তোমার জন্যে এমনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন্। তোমাকে বুকে তুলে নেবার জন্তে এমনি কাতর হয়ে পড়েছেন্! আর কি তিনি থাকৃতে পারেন? আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—অচিরাৎ তুমি তাঁকে লাভ কর্‌বে! অচিরে তুমি কৃতকৃতার্থ হয়ে যাবে!

বিজয়। (প্রণত হইয়া কাতরস্বরে) আশীর্ব্বাদ করুন্ বাবাজী! আশীর্ব্বাদ করুন্!

(বাবাজী বিজয়ের মস্তকে হস্তরক্ষা করিলেন। এমন সময়ে কয়েকটী রাখাল বালক সোরগোল করিতে করিতে ব্রহ্মচারিজীর সহিত প্রবেশ করিল।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে—দুই একটী পক্ষী মাঝে মাঝে কলরব করিয়া উঠিতেছে)

রঘু। কি খবর ব্রহ্মচারি ?

ব্রহ্ম। এই বালকেরা বল্‌ছে—উপরে নাকি এক তাজ্জব্ সাধুকে দেখা যাচ্ছে। তিনি আসন্ করে পর্ব্বত শিখরেই আছেন্—

(বালকগণ "জী হাঁ", "জী হাঁ", "তাজ্জব্—বিল্‌কুল্ তাজ্জব্ সাধু আগিয়া" বলিয়া কলরব করিতে লাগিল। শুনিয়া বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

রঘু। দর্শন্ করবে নাকি ?

বিজয়। হাঁ। নিশ্চয়ই। সাধুর কথা শুনে আমার বুকের ভেতর্‌টা যেন কেমন্ করে উঠ্‌লো। আমি এখনই যাই—!

(রঘুবর অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন। বালকগণ প্রস্থান করিল)

ব্রহ্ম। চলো, গোঁসাই। আমিও দর্শন্ করে আসি। যেতে যেতে গাছ থেকে দু'-চারটী ফল পেড়ে নেব'খন। শুধু হাতে তো সাধু দর্শন্ কর্‌তে নেই !

(বিজয় পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রঘুবর উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

আকাশগঙ্গার শিখরদেশ। একখানি শিলার উপব পবমহংস ব্রহ্মানন্দ স্বামী স্থিরযোগাসনে উপবিষ্ট। নিমীলিত নেত্র। মস্তকে জটাজাল, পবিধানে কৌপীন। দিব্যকান্তি দীর্ঘদেহ। মস্তকোপরি নক্ষত্রখচিত অনন্ত নীলাকাশ।. স্বামিজীর দিব্যদেহ হইতে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে। কাল—রাত্রির শেষ প্রহর।

পর্ব্বতারোহণে ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত দেহে বিজয়কৃষ্ণ ও তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রহ্মচারিজীর প্রবেশ। উভয়েব হস্তে সদ্যঃ আহৃত ফল। দ্রুত আরোহণের ফলে উভয়েই ঘন ঘন নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন। পরমহংসের উপর দৃষ্টিপাত হইবামাত্র বিজয়ের সর্ব্বাঙ্গ এমন অবশ হইয়া গেল যে, ব্রহ্মচারিজী তৎক্ষণাৎ তাহাকে না ধবিলে পড়িয়া যাইতেন। আত্ম-সম্বিত ফিরিয়া আসিতে বিজয় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—ব্রহ্মচারিজী! ব্রহ্মচারিজী! একি দেখ্‌ছি! এ যে আমার ঠাকুর—এ যে আমাব জন্ম-জন্মান্তরের জীবন-সর্ব্বস্ব! সাবাজীবন যে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার এই জীবনধনকে! ব্রহ্মচাবিজী! আমার এ জীবিত-নাথকে না দেখে আমি কেমন করে বেঁচেছিলুম্! (ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল)

ব্রহ্মচাবী। (অনুচ্চকণ্ঠে) বুঝেছি। বুঝেছি। চল, প্রণাম করে আসি।

(মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিজয় ব্রহ্মচারিজীকে অনুসরণ করিয়া পরমহংস সন্নিধানে গিয়া হস্তের ফল স্বামিজীর চরণতলে উভয়েই পরম শ্রদ্ধাসহকাবে রাখিয়া দিলেন। উভয়েই

ভূমিতে প্রণত হইলেন। পরে উভয়েই জোড়করে স্বামিজীর প্রতি চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর পরমহংসজী উভয়ের দিকে চাহিলেন। তাঁহার অন্তঃস্থলভেদী দৃষ্টিতে উভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। স্বামিজী ধীরে ধীরে দক্ষিণহস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে উভয়কে স্থান ত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং করজোড়ে পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। স্বামিজী পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন।···আকাশ অরুণাভ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত।······ধূলিধূসর দেহে ছিন্নবস্ত্রে উন্মত্তবৎ ছুটিয়া আসিয়া বিজয় শিলাসনতলে পতিত হইয়া আকুলকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—)

বিজয়। থাক্‌তে যে পার্‌লুম্ না! দেব! থাক্‌তে যে পার্‌লুম্ না! আমাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিন্। আমি নিরাশ্রয়—দীনহীন কাঙাল! আমাকে ফেরাবেন্ না! আমি তা' হ'লে আর বাঁচ্‌বো না নাথ! তা' হ'লে আর বাঁচ্‌বো না! এই আমি সঁপে দিলুম্, আমার দেহ মন প্রাণ, আমার জ্ঞান বুদ্ধি অহঙ্কার, আমার অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, ওই শ্রীচরণে! সঁপে দিলুম্ আমার আমাকে। গ্রহণ করুন্ নাথ—গ্রহণ করুন্! রক্ষা করুন্!

(বিজয়ের আকুল ক্রন্দনে পরম-হংসজীর ধ্যানভঙ্গ হইল। দরদভরা কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন—)

পরম। আও বেটা!

(পরমহংসজী বিজয়কে সাদরে তুলিয়া লইলেন আপন ক্রোড়ে। কর্ণে দিলেন মহামন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া এক মহাশব্দ উত্থিত হইল···। চকিতে বিজয়ের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এক অত্যুজ্জ্বল তড়িৎ নির্গত হইয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। শিলার উপরে বিজয় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। স্বামিজী অন্তর্হিত হইলেন।···

পূর্ব্বাকাশে প্রভাতের অরুণ-রাগ প্রকাশ পাইল। বিজয় তখনও শিলার উপর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে। ব্রহ্মচারিজীর সহিত রঘুবর দাস বাবাজীর প্রবেশ)

রঘুবর। তুমি বিজয়কে একলা ছেড়ে দিলে কেন? বিশেষ যখন্ তার ওইভাব দেখ্‌লে?

ব্রহ্ম। কি কর্‌বো বাবাজী? গোঁসাই কিছুতেই আমার সঙ্গে ফির্‌লো না। অনেক করে বোঝাতে আমায় বল্‌লে—ব্রহ্মচারিজী, আমায় একটুখানি এই পাহাড়ে থাক্‌তে দাও, আমি আর একটিবারমাত্র স্বামিজীকে দর্শন করে আস্‌বো।

রঘু। তা তুমি সঙ্গে রইলে না কেন?

ব্রহ্ম। থাক্‌তে দিলে কই? বল্‌লে, ব্রহ্মচারিজী, তুমি ফিরে যাও আমার জন্যে ভেব না।

রঘুবর। (চিন্তিতভাবে) তাইতো! এত বেলা হ'ল। গোঁসাই গেল কোথায়?

ব্রহ্ম। রাত্তিরে জায়গাটা ঠিক্ ঠাওর কর্‌তে পারিনি। মনে হচ্ছে, এইখানেই কোথাও আমরা স্বামিজীকে দর্শন করেছিলাম্।

(উভয়ে ইতস্তত: অন্বেষণ করিতে করিতে—)

রঘুবর। ওই যে—ওই যে—একটা শিলাসন দেখা যাচ্ছে। ওর ওপরে কে যেন পড়ে রয়েছে না?

ব্রহ্ম। হাঁ। হাঁ। লোকটির গা' দিয়ে আলোর মত কি যেন একটা চিক্ চিক্ কর্‌ছে দেখ্‌ছি। চলুন্ তো দেখি—

(উভয়ের বিজয়ের অচৈতন্য দেহের নিকট গমন। উভয়েই বিস্মিত। রঘুবর দাস বাবাজী বিজয়ের দেহটীকে কিছুক্ষণ ধীরভাবে নিরীক্ষণ করিলেন। পরে অচৈতন্য বিজয়ের কর্ণে বারংবার উচ্চৈস্বরে "হরি ওম্", "হরি ওম্" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিজয়ের চৈতন্য সম্পাদনে অপারগ হইয়া তিনি ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বিজয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন)

রঘুবর। (শশব্যস্তে) করো কি! করো কি ব্রহ্মচারী! সরে এস, সরে এস! ছুঁও না ও দিব্যদেহ! এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, এ সাধারণ ভাবসমাধি নয়? মহাদীক্ষালাভে বিজয় এখন মহাসমাধি মগ্ন। ইনি এখন স্বরূপে অবস্থান কর্‌ছেন। স্বেচ্ছায় অবতরণ না কর্‌লে, কারও সাধ্য নয়, এঁর বাহ্য-চৈতন্য সম্পাদন করে।

(মুগ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ বিজয়কে দর্শন)

আহা! এই দিব্যাবস্থা দর্শন করেও আমরা ধন্য হয়ে গেলাম্। কি মহাসৌভাগ্য আমাদের ব্রহ্মচারী! এহেন মহাত্মার দুর্লভ সঙ্গলাভ করেছি আমরা, একথা মনে করতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে! আহা কি করুণা! কি করুণা! করুণার সাগর করুণা করেই এতদিন আমাদের পুণ্যসঙ্গ দান করে এসেছেন। দেখ ব্রহ্মচারি, কিছুদিন থেকে আমাব মন বল্‌ছিল, এ সাধারণ পুরুষ নয়, এ সাধারণ ভক্ত নয়। ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে দিব্যলোক থেকে এই দিব্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে মর্ত্ত্যলোকে। ব্রহ্মচারি, আর ভয় নেই। জীবের আর ভয় নেই। জগন্নাথের আসন্ টলেছে, জগন্নাথের আবির্ভাব ঘটেছে, জগতের আর ভয় কি!···

(উভয়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে —)

ব্রহ্মচারী। বাবাজী, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

রঘু। যতক্ষণ না বাহ্য-সংজ্ঞায় ফিরে আসেন্, এই পবিত্র দেহ সাবধানে রক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারি, তুমি ববং মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যেও। আমি এখন্ এইখানেই অবস্থান কর্‌বো।

ব্রহ্মচারী। একাকী থাকবেন্ ?

রঘুবর। তাই উচিৎ। মৌনব্রত নিয়ে ভগবানের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করি, শুদ্ধচিত্তে এই পরমতীর্থের শুচিতা রক্ষা করি। আজ থেকে মহাতীর্থে পরিণত হ'ল আকাশ-গঙ্গার এই শিখরদেশ! আচ্ছা। তুমি এখন যাও।

(বিজয়কে ও পরে বাবাজীকে প্রণাম পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর প্রস্থান)

আমিও যাই। অবিলম্বে কিছু ধুনির কাঠ সংগ্রহ করে আনি।

(বাবাজীর প্রস্থান। সুমধুর রাগিণীর মূর্চ্ছনার মধ্য দিয়া সমগ্র দৃশ্যের উপর উপর্য্যুপরি কয়েকবার অন্ধকার ও আলোকের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। ক্রমে উষার আলোক প্রকাশ পাইল। সঙ্গীত মূর্চ্ছনাও ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

শিলাসনের উপর বিজয় উঠিয়া বসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে—)

একি! একি! একি দেখ্‌ছি আমার সম্মুখে! এ যে এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার অন্তর বাহির, ইহলোক পরলোক—সব যে একাকার হয়ে যাচ্ছে! এই যে আমার হৃদয়ের ধন, আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, রাজরাজেশ্বররূপে আমার সম্মুখে! কত নদনদী, পাহাড় পর্ব্বত, কত সমুদ্র, কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, কত নক্ষত্র, কত দেব-দেবী, ইহলোক-পরলোকবাসী সবই যে এই রূপের মধ্যে! পরিপূর্ণমানন্দম্! পরিপূর্ণমানন্দম্।

আজ আমার জন্মজন্মান্তরের যত অভাব, পূর্ণ হয়ে গেল—সব অমৃতময় হয়ে গেল !

(কিছুক্ষণ মৌন থাকিবার পর সহসা হা হা করিয়া ক্রন্দন)

বিজয়। (সক্রন্দনে) গুরুদেব ! গুরুদেব ! এ যে সব তুমি ? এ যে সবই তোমাতে ! কিন্তু একি ! একি ! সব কোথায় গেল ? গুরুদেব ! দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে ?

তোমা দরশন বিনা
প্রাণ যে ধরিতে নারি !······

(নেপথ্যে মৃদঙ্গ সহযোগে কোনও সাধুর প্রভাতী ভজন শ্রুত হইল। বিজয় উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন)

ভজন *

গুরু মোর স্বামী,
নয়ন-পথ-গামী
ভবতু মে—।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু,
তুমি সারাৎসার।
তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা
তুমি বষট্‌কার ॥

* ভাঁয়রো—তেওট

তুমি পিতা, তুমি মাতা
সর্ব্ব-দেবময়।
তুমি বন্ধু, তুমি দাতা
জীবের আশ্রয়॥
তুঁহু ত্রাণ, তুঁহু প্রাণ
অনাথ-শরণ।
কোমল কমল জিনি
ও দুটী চরণ॥
মোহে অন্ধ দীন
অধম অতি হীন
রক্ষতু মে।
গুরু মোর স্বামী
নয়ন-পথ-গামী
ভবতু মে॥

(সঙ্গীত থামিল। বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

বিজয়। (বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে) নাথ?

জনমে জনমে তুমি
মোর মরমিয়া,
তোমারে না দেখি প্রভু
ফেটে যায় হিয়া!

একবার এস দেব
সম্মুখে দাঁড়াও,
সারা জনমের অশ্রু
অর্ঘ্য নিয়ে যাও—
(শিখর-প্রান্তে গিয়া)
কই? এলে না?
তবুও এলে না দেব?
তবে—তবে আর—
কেন ধরি প্রাণ?

(শিখর দেশ হইতে লম্ফদানের উদ্যোগ করিবামাত্র বিজয়ের হস্ত সবলে আকর্ষণ করিলেন পরমহংস ব্রহ্মানন্দ। বিজয় বিস্মিত—পুলকিত)

পরমহংস। (গম্ভীরস্বরে) বৎস! অধীর হয়ো না! (সাদরে) এইতো তোমার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছি! বাহ্য দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাও না। তা'তে দুঃখ কেন?

বিজয়। নইলে যে সব অন্ধকারময় হয়ে যায়! থাক্‌তে যে পারি না দেব!

পরম। হাঁ। থাক্‌বে। থাক্‌তে হ'বে। আত্মস্থ হও। স্মরণ করে দেখ। মহাব্রত নিয়ে এসেছ তুমি। তাই যে স্ফুরণ তুমি চেয়েছ—সেই স্ফুরণ, সেই আত্ম-সংবিৎ, সেই শক্তি আমি তোমাতে সঞ্চার করেছি। এখন তোমার কার্য্য তুমি কর। ঘরে ঘরে তা বিতরণ করে যাও!··· বৎস! তুমি অদ্বৈত-সন্তান, আচার্য্যের-ধারা। এ কার্য্য তুমি ছাড়া আর কে কর্‌বে? এবার তুমি হিন্দুর মৃত-ধর্ম্ম সঞ্জীবিত কর, মৃত

বাংলার প্রাণ সঞ্চার কর! শক্তি সঞ্চার করে এবারের জীবোদ্ধার-ব্রত তোমার উদ্‌যাপন কর। বৎস, স্মরণ করে দেখ, এ যে তোমারই কাজ! সাধন কর, সাধন কর। সিদ্ধি তো তোমার করতলগত হয়ে আছে। অল্পদিনেই তা লাভ হ'বে। তারপরই আরম্ভ তোমার এবারের কাজ। মহাদীক্ষা-দানে জীবের উদ্ধার!

(পরমহংসের অন্তর্ধান। বিজয় উদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারিজীর প্রবেশ। "ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে" গাহিতে গাহিতে বিপরীত দিক হইতে বাবাজীরও প্রবেশ)

ব্রহ্ম। (প্রণাম পূর্ব্বক) বাবাজী কি প্রাতঃস্নান করে এলেন্?

রঘু। হাঁ!

ব্রহ্ম। আজ তো এগার দিন হ'য়ে গেল! গোঁসায়ের কি এখনও চৈতন্য সঞ্চার হ'ল না।

রঘু। না। এখনও ওই একই ভাব। ওই একই অবস্থা!

ব্রহ্ম। (সাশ্চর্য্যে) সেকি! এক আধদিন নয়, এগার দিন হয়ে গেল! দেহ অবিকৃত আছে তো? দেহে প্রাণ আছে তো?

রঘু। (সহাস্যে) একি তোমার আমার প্রাণ ব্রহ্মচারি, যে গেলেই হ'ল! এ যে জীবের জন্যে মহাব্রত নিয়ে আবির্ভাব! ব্রত পালন না করে যাবার উপায় কি? চল, চল, মহাত্মাকে দর্শন্ করবে চল—

(উভয়ে ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই পর্ব্বত শিখরে বিজয়কে দণ্ডায়মান্ দেখিয়া উভয়েই সহর্ষে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—)

জয় গুরু ! জয় দয়াল ! জয় বিজয়কৃষ্ণ !

(নেপথ্যে বহু মৃদঙ্গ করতাল এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। বহুকণ্ঠের সম্মিলিত কীর্ত্তনে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। কীর্ত্তন শ্রুত হইল—"সাজ ভাই সবে মিলে আজ হরি সংকীর্ত্তনে—)

তৃতীয় দৃশ্য

ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রম। কাল—সন্ধ্যা। আশ্রম-কুটীরের দেওয়ালে বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—

ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ

এইছা দিন নেহি রহেগা।

আত্ম-প্রশংসা করিও না।

পরনিন্দা করিও না।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

সর্ব্বজীবে দয়া কর।

শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ কর।

নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ।

কুটীরের মধ্যস্থলে আসনে উপবিষ্ট বিজয়কৃষ্ণ। নিমীলিত নেত্র। স্পন্দন-হীন দেহ। কণ্ঠে তুলসী ও রুদ্রাক্ষমালা। তিলক শোভিত ললাট। সম্মুখভাগে ঈষৎ দক্ষিণে তুলসীমঞ্চ। পার্শ্বে দণ্ড ও কমণ্ডলু রক্ষিত। তাঁহার বামপার্শ্বে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ। পশ্চাতে শ্রীধর, বিধু ঘোষ প্রভৃতি শিষ্যবর্গ করতাল বাজাইতেছেন। বিজয়-কৃষ্ণের সম্মুখে দুইদিকে দুইজন মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। উপস্থিত ভক্ত ও শিষ্যবর্গ কীর্ত্তনের ধূয়া ধরিতেছেন ও রেবতীমোহন বাবু গাহিতেছেন—

—কীর্ত্তন—

সাজ ভাই সবে মিলি হরিসংকীর্ত্তনে।
মাতাও মধুর তানে জগজ্জনে মধুমাখা হরিনামে॥
জীবন সফল কর ভাই হরিনামামৃত পানে।
শ্রীগুরু গোবিন্দ সনে, এমন সুযোগ আর পাবিনে॥
আনন্দে দুবাহু তুলে, ডাক দীনবন্ধু বলে
শুনেছি সে থাকতে নারে, ডাকলে তারে কাতর প্রাণে॥
নামটি হরির দীনবন্ধু, দীনদুখীজনের বন্ধু।
কে আছে ভাই পাপীতাপীর (সেই) পতিতপাবন হরি বিনে।
কোথায় দীনবন্ধু বলে, ভাস ভাইরে নয়ন-জলে
ডাক একবার হৃদয় খুলে (সেই) প্রাণের প্রাণ সাধনের ধনে॥

(উচ্চৈঃস্বরে সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন। বিজয়কৃষ্ণ আসনে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক একেবারে হুঙ্কার দিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। নিজ আসনে করযোড়ে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিলেন। পরে সহসা দক্ষিণ হস্ত সম্মুখদিকে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক "জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন" বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তপ্রবর শ্রীধর ও অন্যান্য সকলের উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য চলিতে লাগিল। কেহ কেহ "ঐ যে! ঐ যে!" বলিয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত

হইলেন। খোল-বাদক ঢলিয়া পড়িলেন। করতাল বাদক বেহুঁস্ হইলেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকে যেন পূর্ব্ববৎ খোল ও করতাল বাদ্য চলিতে লাগিল। কীর্ত্তন কালে অনেকেই অচৈতন্য হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে বিজয়কৃষ্ণ স্থির হইয়া নিজ-আসনে অবশভাবে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দুইনয়ন অশ্রুধারে ভাসিয়া যাইতেছে। কীর্ত্তন থামিয়া গেল। বিজয়কৃষ্ণ সকলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—)

"জ্বলে উঠেছে! জ্বলে উঠেছে! আমার মাণিক আজ সকলের ভিতর জ্বলে উঠেছে! আমার প্রভুর পদচিহ্ন—সর্পফণার পদ্মের মত— পদচিহ্ন, আজ সকলের মস্তকে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে! আমার অস্থিতে, আমার মজ্জায়, আমার শিরায় শিরায়, আমার ধমনীতে ধমনীতে জ্যোতির্দীপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর নাম!

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

চতুর্থ দৃশ্য

ঢাকা। গেণ্ডারিয়া আশ্রমের একটি প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষের বামদিক হইতে দক্ষিণদিকের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত আশ্রমবাসী শিষ্যবর্গের বিছানা সারি সারি গুটান রহিয়াছে। প্রত্যেকটী গুটানো বিছানার নিকট এক একজন শিষ্য উপবিষ্ট। কক্ষের মধ্যস্থলে আসনের উপর বিজয়কৃষ্ণ নিমীলিত-নেত্রে আসীন! আসনের সম্মুখভাগে ঈষৎ দক্ষিণে একটী তুলসী মঞ্চ। বিজয়কৃষ্ণের পার্শ্বে একটী কমণ্ডলু রক্ষিত আছে। তাঁহার পশ্চাৎভাগের ঈষৎ দক্ষিণে জগদ্বন্ধু মৈত্র।

বামপার্শ্বে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ নিজ-আসনে বসিয়া মহাভারত পাঠ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে একটি নির্ব্বাপিত হোমকুণ্ড। বিজয়কৃষ্ণের বামভাগে কুলদানন্দের পার্শ্বে শ্রীধব উপবিষ্ট। বিজয়কৃষ্ণের সম্মুখে অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিন চন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহাবিষ্ণু বাবু, রেবতী মোহন, সরল নাথ, কুঞ্জলাল ঘোষ প্রভৃতি বহু ভক্ত ও শিষ্য। সকলেই পাঠ শুনিতেছেন। কাল—অপরাহ্ন।

ব্রহ্মাচারী কুলদানন্দ পাঠ করিতেছেন—

"জন্মিলে মরণ আছে জানে সব লোক।
জন্ম-মৃত্যু দেহ ধরি না করিহ শোক॥
এসব ঈশ্বর লীলা শুন নরপতি।
সেই সে বুঝিতে পারে কৃষ্ণে যার মতি॥
চিরজীবী কেহ নহে শুন যুধিষ্ঠির।
কালেতে বিনাশ পায় ভৌতিক শরীর॥
অনিত্য শরীর এই শুনহ রাজন্।
নানামত ব্যাধি হেতু প্রাণীর নিধন॥

বিধাতা লিখিল যারে যেমন প্রকারে।
খণ্ডন না যায় তাহা, জনমিলে মরে॥
আপনার কর্ম্ম-হেতু মরয়ে আপনি।
চিরজীবী কেহ নয় শুন নৃপমণি॥
প্রথম বয়সে কেহ, কেহ মধ্যকালে।
শেষকালে মরে কেহ বার্দ্ধক্য হইলে॥
বড় ছোট নাহি জানি মরে সর্ব্বজন।
কর্ম্ম অনুরূপ জান পাণ্ডুর নন্দন॥
নানামত ব্যাধি আছে কেহ মরে তা'তে।
কর্ম্ম অনুরূপ ব্যাধি জন্মে শাস্ত্র মতে॥
মহাধনবান্ রাজা নানা ভোগ করে।
শুন যুধিষ্ঠির সেও কালবশে মরে॥
ভিক্ষা মাগি যেইজন খায় প্রতিদিন।
কালবশে সেও মরে শুনহ প্রবীন॥
অতি দুঃখী মরে চিরজীবী কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির এই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

(পাঠান্তে ব্রহ্মচারী গ্রন্থ বন্ধ করিলেন। শ্রীধর ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতাগণ তাহার বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং সম্মুখে উপবিষ্ট অশ্বিনী কুমারকে দেখিয়া বলিলেন—)

বিজয়। আজই তা'হলে বরিশালে ফিরে যাচ্ছ?

অশ্বিনী। (জোড়করে) আজ্ঞে হাঁ। ভালকথা! এবার কুম্ভ-মেলায় যাওয়া কি আপনার স্থির হয়ে গেল?

বিজয়। সেই রকমই তো কথা হয়েছে। এবারে পূর্ণকুম্ভ। সুবিধা হয়, যাবার চেষ্টা করো।

অশ্বিনী। সে তো আপনার কৃপা-সাপেক্ষ।

(অশ্বিনী বিজয়কৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন)

বিজয়। (অশ্বিনীর মস্তকে দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করিয়া) যাও। তোমার "ভক্তিযোগ" পাঠে অপামরসাধারণের হৃদয়ে সুবিমল ভক্তি সঞ্চারিত হ'বে।

অশ্বিনী। (জোড়করে) আপনার আশীর্ব্বাদে আমি কৃতার্থ হ'লাম্।

(অশ্বিনীকুমার গাত্রোত্থান করিলে বিপিনচন্দ্রও বিজয়কৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন)

বিজয়। (স্মিতহাস্যে) কি? তোমাকেও আজ কলকাতায় ফির্‌তে হ'বে?

বিপিন। আপনি তো সবই জানেন্!

বিজয়। তোমার বলিষ্ঠ রচনা, আর ওজস্বিনী বক্তৃতায় দেশবাসীর প্রাণে দেশাত্মবোধ জেগে উঠ্‌বে বিপিন।

বিপিন। আপনারই প্রেরণা! আপনারই আশীর্ব্বাদ!

বিজয়। তোমার কাজই তো তাই! দেশেরও তো এখন সেই প্রয়োজন! কেমন তাই না?

বিপিন। (জোড়করে) যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি!

(বিজয়কৃষ্ণ স্মিতহাস্য করিলেন। বিপিনচন্দ্র গাত্রোত্থান করিলে সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রণাম করিলেন)

বিজয়। (সতীশের প্রতি) তুমিও চল্লে ? (সতীশ নীরব) তা যাও। বিপিনের বক্তৃতা আর রচনা, তোমার 'ডন্ সোসাইটী' আর তোমার 'ডন্' পত্রিকা'র সম্পাদনা ভারতের আত্মসম্বিৎ, ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা করবে সতীশ। তোমার লেখনী অক্ষয় হোক্।

সতীশ। সব আপনারই প্রেরণা।

বিজয়। কুলদা, আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। সন্ধ্যা হয়ে এল।

(বিজয়কৃষ্ণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। কুলদানন্দ বিজয়কৃষ্ণের আসন ও কমণ্ডলু গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ শ্রীধর লাফাইয়া উঠিয়া উর্দ্ধশ্বাসে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সকলেই বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ তাহার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন)

কুঞ্জ। ওর ভাবগতিক তো আজ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না কুলদা! আবার মাথা গরম্ হ'ল নাকি ?

(বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিলেন)

কুলদা। (বিজয়কৃষ্ণকে) আপনার বৌমা যেদিন দেহত্যাগ কর্‌লেন্‌, সেইদিন থেকেই শ্রীধরের মহাবৈরাগ্য জন্মেছে। এক এক দিন ওর এক এক রকম বৈরাগ্য হচ্ছে!

কুঞ্জ। আহা!

কুলদা। 'আহা' তো বল্‌লেন্‌ কুঞ্জদা! কিন্তু ওর ওই নিত্য নূতন্‌ বৈরাগ্যের ধাক্কায় আমাদের প্রাণ যে অস্থির!

বিজয়কৃষ্ণ। মানুষের সঙ্গে ব্যবহার, প্রকৃতি বুঝে কর্‌তে হয় কুলদা। যদি কেউ নিজের প্রকৃতি মত চলাতে, কারও কিছু অনিষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু অন্যের অনিষ্ট করার অভিপ্রায় তার না থাকে, তা'হলে শান্তভাবে তাকে তা বুঝিয়ে দিতে হয়। অনেক সময়ে সদভিপ্রায়ে মানুষ কাজ করে, অথচ তা'তে কারও অনিষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু তা'তে তা'কে দোষী বলা যায় না। ভুলভ্রান্তি তো লোকের হয়েই থাকে। সময় হ'লে সে নিজেই তা আবাব বুঝ্‌তে পারে। সমস্ত কাজেই খুব ধৈর্য্য অবলম্বন কর্‌তে হয়। ধৈর্য্যের অভাবেই তো যত বিরোধ!

(বিজয়কৃষ্ণের ও তৎসঙ্গে আসন ও কমণ্ডলুধারী কুলদানন্দ, অশ্বিনী কুমার, বিপিনচন্দ্র, রেবতীমোহন, মহাবিষ্ণু বাবু, কুঞ্জ ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজনের প্রস্থান)

জনৈক শিষ্য। (স্বীয় গুরুভ্রাতাকে) যাই বলুন্‌। পাগ্‌লা শ্রীধরের মহাভাগ্য যে আমাদের ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় পেয়েছে।

ঐ গুরুভ্রাতা। হাজার বার! কত জন্মের পুণ্যে যে ও ঠাকুরের কৃপালাভ কবেছে, তা ঠাকুরই জানেন্‌। আমরা তার কতটুকু জানি, আর কতটুকুই বা বুঝি বলো?

(অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ মস্তক-আন্দোলন দ্বারা এই কথায় সায় দিলেন। এমন সময়ে শশব্যস্তে শ্রীধরের প্রবেশ। তাহার একহস্তে একখানি কোদালি ও অন্যহস্তে একটী কলসী। উপস্থিত সকলে উৎসুক হইয়া তাহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল। শ্রীধর কলসীটী দেওয়ালের পার্শ্বে রাখিয়া, তাহার নিজের আসনখানি গুটাইয়া, তৎস্থলে সাড়ে-ছয় ফুট দীর্ঘ ও সাড়ে-তিন ফুট প্রস্থ ভূমিতে দমাদ্দম্ কোদালী মারিতে আরম্ভ করিলেন)

উপস্থিত সকলে। ও কি করছো—ও কি করছো? ও শ্রীধর, ও কি হচ্ছে?

(শ্রীধর উহাদের কলরবে কর্ণপাত না করিয়া মহোদ্যমে সমভাবে কোদালী চালাইয়া কক্ষের মেঝেয়তে উক্ত দাগের চতুর্দ্দিকে মাটী স্তূপাকার করিতে লাগিলেন)

সকলে। (চিৎকার) শ্রীধর থামো। এসব কি হচ্ছে? দোহাই তোমার! থামো।

(শ্রীধরের কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আপন কর্ম্মেই ব্যস্ত। কক্ষের কোলাহলে দিদিমার প্রবেশ। তিনি

গৃহের অবস্থা দেখিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন—)

দিদিমা। ও পাগল্! এ কি কর্‌ছো? মেঝেতে গর্ত্ত করে ঘর্‌টাকে যে শেষ কর্‌লে! এ পাগলামী কেন? থামো—থামো—

(শ্রীধর বৃথাবাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ না করিয়া খুব মনোযোগের সহিত ধমাধম্ ঘরের মেঝেয়তে কোদালী মারিতে লাগিলেন)

দিদিমা। (উপস্থিত সকলকে) তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি? পাগল্‌কে থামাও না বাবা! রাত্রে সব শোবে কোথায়? দেখ্‌ছো না?

শিষ্য। থামাবো কি দিদি মা! ওকে দেখ্‌ছেন্ না! কিছু বল্‌লে আমাদের মাথাতেই কোদাল্ মেরে বস্‌বে!

দিদিমা। (চিৎকার পূর্ব্বক) কি সর্ব্বনাশ্ রে বাবা! ঘরখানাকে খেলে যে! ও পাগল্—সব গেল যে—! ঘর যে শেষ কর্‌লে—!

শ্রীধর। (স্বর বিকৃত করিয়া) যান্ যান্! আপনি গিয়ে ভাঁড়ার দেখুন্। নিজের কাজ করুন্ গে! ঘর শেষ কর্‌লে, ঘর শেষ কর্‌লে! আমার যখন্ দফাটা শেষ্ হ'বে, তখন্ কি আপনি তার ব্যবস্থা কর্‌তে আস্‌বেন্?

(কোদালী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শ্রীধরের কলসী-হস্তে ত্রস্তে প্রস্থান। দিদিমাও বকিতে বকিতে প্রস্থান করিলেন। সকলে

স্তম্ভিত। অনতিবিলম্বেই শ্রীধর কলসী
কলসী জল আনিয়া ঘরের মেঝের মাটীর
উপর ঢালিতে লাগিলেন। জলে কাদায়
ঘরটী একাকার হইয়া গেল। এমন
সময়ে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ ছুটিয়া আসিয়া
নিজের হোমকুণ্ডটী তুলিয়া লইয়া শ্রীধরকে
ধমক্ দিলেন—)

কুলদা। সাবধান্ শ্রীধর! এক ফোঁটা জল আমার আসনে লাগ্‌লে
তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!

(শ্রীধর বেগতিক দেখিয়া জলের ধারা
অন্যদিকে টানিতে টানিতে নরম স্বরে—)

শ্রীধর। ভাইরে! আর একটু—আর একটু থাম্ না! তারপর
খুন্ কর্‌লেও আর দুঃখু নেই!

(কুলদানন্দ রাগে গর্ গর্ করিতে
করিতে নিজের হোমকুণ্ড লইয়া প্রস্থান
করিলেন। এক্ষণে শ্রীধর জলকাদা ঘাঁটিয়া
আসন পরিমিত গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে উচ্চ বেদী
প্রস্তুত করিয়া, উহার উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে
তাহার সংগৃহীত তুলসী গাছগুলি রোপণ
করিলেন। পরে গর্ত্তের ভিতর চাটাই
বিছাইয়া, তদুপরি নিজের কম্বল-আসন
পাতিয়া উপবেশন করিলেন ও তাহার
একতারাটী বাজাইয়া গাহিতে লাগিলেন—)

গীত

শ্রীধর। শেষের সে দিন মন
কর রে স্মরণ—
কররে স্মরণ মন, কররে স্মরণ।
ওই যুধিষ্ঠিরকে যা বলে গেল,
তাই কররে স্মরণ।
যেদিন জীবন যাবে রে—
ভবধাম যবে ছাড়িবে রে—
কররে স্মরণ—।

(অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের প্রবেশ)

১ম গুরুভ্রাতা। একি শ্রীধর! এসব কি করেছো?

শ্রীধর। (তেজের সহিত) কি করেছি? দেখ্‌ছো না? চোখ্ নেই? এ তুলসী-কানন!

(পুনরায় গীত—"কররে স্মরণ—")

২য় গুরুভ্রাতা। ও পাগল্! কানন্ কি তোমার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছে? বাইরে গিয়ে তুলসী-কাননে ভজন্ কর না!

শ্রীধর। পাছে এই শীতে বাইরে যেতে হয়, সেইজন্যেই তো এত করা। (গম্ভীরভাবে) এই মহাভারতে শুন্‌লি তো! ও মলেই হ'ল! ওর আর দিন ক্ষণ নেই। মানে, মর্‌বার আর সময় অসময় নেই! মলেই হ'ল। বুঝ্‌লি? (অধিকতর গম্ভীর স্বরে) আমার দেহত্যাগ হ'লে, এবার এই তুলসী-কাননেই হ'বে। তোদেরও এই শীতে আর কোন কষ্ট নেই। এই গর্ত্তেই আমাকে রেখে, এই সব মাটীই টেনে টেনে, চাপা দিয়ে

আমাকে সমাধি দিবি ! ব্যস্ ! এই মাঘের শীতে তোদেরও কষ্টের, মানে মুস্কিলের আসান্, আমারও দুর্ভাবনার শেষ ! বুঝ্লি ? তোদের জন্যেই এত করা !

(একতারা রাখিয়া শ্রীধরের গর্ত্তের মধ্যে শয়ন। গুরুভ্রাতাগণের উচ্চহাস্য—)

সকলে। (উচ্চস্বরে) শ্রীধর মরেছে ! শ্রীধর মরেছে— !

(চিৎকার করিতে করিতে সকলে ঐ মাটী ঠেলিয়া ঠেলিয়া শ্রীধরের উপর ফেলিতে লাগিলেন ও তাহার মাথায় কলসী কলসী জল ঢালিতে লাগিলেন। আপাদমস্তক জলসিক্ত হইয়া শ্রীধর ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। সকলের উচ্চহাস্য। ঐ হাস্যধ্বনি শ্রবণে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের প্রবেশ)

কুলদা। (শ্রীধরের অবস্থা দেখিয়া সহাস্যে) ও শ্রীধর, একি হয়েছে তোমার ?

শ্রীধর। স্বচক্ষেই তো দেখ্ছো ভাই !

কুলদা। এখন বলতো দাদা, আজ এমন্ উদ্ভট্ রকম পাগলামী সুরু করেছিলে কেন ?

শ্রীধর। ভাই কুলদা ! তবে শোনো বলি। ঠাকুর আমাকে একবার বলেছিলেন্, আমার শরীরে সন্ন্যাস রোগের বীজ প্রবেশ করেছে। সুতরাং বুঝে ছাখো। কোন্ মুহূর্ত্তে কি অবস্থায় যে আমি মরবো, তার তো কিছুই স্থিরতা নেই ? কেমন্ কি না ? এই

জন্যেই ভাই এই তুলসী-কাননটা করেছিলাম্। ধর না, তুলসীর নিকটে যদি মরি, একটা সদ্‌গতি তো বটে? তারপর এখন এই মাঘ মাসে যে ভীষণ শীত্! যদি সন্ধ্যার সময়ে, কি রাত্তিরেই মরি? তা' হ'লে এই শীতের রাতে হি হি কর্‌তে কর্‌তে আমাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে, তোমাদের কি ভয়ানক কষ্ট— !

এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই মনে হ'ল—ব্যবস্থা এখন্‌ই কর্‌তে হ'বে! যেমন মনে হওয়া, অমনি লেগে যাওয়া! লেগে যাওয়া মানে, এই ঘরের ভেতরেই সমাধি-স্থান প্রস্তুত করে ফেলা! দেখ্‌ছো না?

১ম শিষ্য। (দ্বিতীয়কে নিম্নস্বরে) ঠাকুর কি ব'লে গেলেন্ মনে পড়্‌ছে?

(দ্বিতীয় শিষ্য শ্রীধরকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে উক্ত বাক্যে মস্তক আন্দোলন দ্বারা সমর্থন জ্ঞাপন)

কুলদা। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) শ্রীধর! ভাই! আমাদের দয়াল ঠাকুর কেন তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন্, আজ বুঝ্‌লাম্। তুমিই ধন্য! ক্ষমা করো ভাই, আমাদের সকলের অপরাধ! ক্ষমা করো!

(শ্রীধর কুলদাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন)

পঞ্চম দৃশ্য

প্রয়াগ। কুম্ভমেলার বিস্তৃত চড়া। সম্মুখে উচ্চবেদীর উপর পুষ্পমাল্যশোভিত নিতাইগৌর বিগ্রহ। বিগ্রহের বেদীতে ধূপ, দীপ, পঞ্চ-প্রদীপ জ্বলিতেছে। দক্ষিণ পার্শ্বে বিজয়কৃষ্ণের তাঁবু। এই তাঁবু ও বিগ্রহের পশ্চাৎভাগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদিগের বহু তাঁবু। মধ্যে মধ্যে চড়ায় প্রোথিত বৃহৎ বৃহৎ ছত্র দেখা যাইতেছে। দূরে দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। কাল—সন্ধ্যা।

মেলার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক শ্রীমৎ দয়ালদাস স্বামীর জনৈক শিষ্য এইস্থানে সমাগত বহু সাধু, সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবগণকে উত্তেজিতভাবে বলিতেছেন—

ঐ শিষ্য। (বিগ্রহদ্বয়কে দেখাইয়া) এই দেখুন্, আপনাদের যা বলেছিলুম্, তা সত্য কিনা স্বচক্ষে দেখে নিন্।

১ম সাধু। বাৎ তো সচ্ হায় ভাইয়োঁ! (অন্যান্য সাধুগণের দিকে চাহিলেন)

২য় সাধু। (বিগ্রহ দেখাইয়া) লেকিন্ ইয়ে কোন্ দেওতা হো সকৃতে ?

ঐ শিষ্য। বাংলাদেশে এদের গৌরনিতাই বলে। আপনারা তো শাস্ত্রজ্ঞ। আপনারা হিন্দুর কোনও শাস্ত্রে কোনও দেবতার এমন নাম পেয়েছেন্, বল্‌তে পারেন্ ? বলি, এ নামের কোনও দেবতার পূজা কি কোনও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হ'য়েছে ? অনুমোদন করা হ'য়েছে ?

সাধুগণ। (সমস্বরে) নেহি, নেহি, কভি নেঁহি।

ঐ শিষ্য। আপনারা এই গৌরনিতাইকে কি বিষ্ণুর অবতার ব'লে স্বীকার করেন ?

৪র্থ সাধু। কেয়া তাজ্জব্! আরে ভাই, ইয়ে নামহি তো কভি শুনা নেহি, তো ফির্ অবতারকি ক্যা বাত্ হো সক্তা?

৫ম সাধু। আরে ইয়ে বাংগালী বাবু, ইয়ে সাধুকা কৌন্ আশ্রম হ্যায়? বৈষ্ণব মহান্ত্ লোকোন্ কি রাধাকিষণ মূর্ত্তি তো ইয়ে নেহি। ইয়ে সীতারামভি নেহি। তো কোন্ আশ্রম, ইয়ে তো বাতাইয়ে?

ঐ শিষ্য। আশ্রম আবার কি? যার উপাস্য দেবতাকেই শাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না, তার আবার আশ্রম! কি বল্ছেন্ আপ্নারা?

২য় সাধু। ক্যা মন্মুখী ভজন্?

ঐ শিষ্য। তা নয়তো কি? এঁর বেশভূষাও তো আপ্নারা দেখ্ছেন্? আপ্নারাই বলুন্ না, ইনি সন্ন্যাসী, না উদাসী? শাক্ত কি বৈষ্ণব? শৈব কি গাণপত্য? ইনি একদিকে জটাশ্মশ্রু দণ্ড-কমণ্ডলুধারী, পরিধানে গৈরিক-বসন। আবার কণ্ঠে ধারণ কর্ছেন্ কিনা তুলসী—রুদ্রাক্ষ সব একসঙ্গে! এর উপর তিলকের কথা আর কি বল্বো? এমন উদ্ভট্ তিলক আপনারা জীবনে কখনও দেখেছেন্? এখন আপনারাই বলুন, এই বিজয়কৃষ্ণ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত? শ্রী? না মাধ্বী? রুদ্র না সনক?

৪র্থ সাধু। ভ্রষ্ট্ আচার! ব্যভিচার! আউর ক্যা?

৩য় সাধু। তীরথ্রাজ প্রয়াগজীমে—ইয়ে পবিত্র কুম্ভ্মে অধরম্—অনাচার সুরু হো গিয়া। ইয়ে তো বন্ধ্ হোনা চাহিয়ে।

ঐ শিষ্য। ক'দিন ধরেই তো আপনারা সকলে এই তাজ্জব্ সাধু বিজয়কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা কর্ছেন্। এঁকে আপনাদের

এই পূর্ণকুম্ভের পবিত্র চড়ায় থাক্‌তে দেবেন্ কিনা—এ মীমাংসা তো আজও আপনাদের হ'ল না? অথচ এই মীমাংসার অপেক্ষায় বিজয়কৃষ্ণের সদাব্রতও আপনারা বন্ধ করে রেখেছেন্। আর তো সময়ও নেই। সামনেই মকর সংক্রান্তি—ত্রিবেণীর পুণ্য স্নান। তার পূর্ব্বে, মানে আজই এখনই, আপনাদের এ বিষয়ের মীমাংসা ক'রে ফেলা উচিৎ, মানে করে ফেল্‌তে হ'বে। এ সাধুকে কুম্ভতীর্থের এই পবিত্র চড়ায় আর থাক্‌তে দেওয়া হবে কিনা? এই তো কথা! তা এ মহাতীর্থের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা কর্‌বেন্ না'তো কে কর্‌বে বলুন্?

("নিশ্চিত্" "নিশ্চিত্" বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী-সমাজের শিরোমণি-বৃদ্ধ পরমানন্দ স্বামীর প্রবেশ। সঙ্গে তদীয় শিষ্যবর্গের প্রবেশ ও চীৎকার "গুরু জী কী জয়", "গুরু জী কী জয়")

পরমানন্দ। মীমাংসা তো আজ নিশ্চিত্ হো জায়েগা। ভাঁইয়ো! ঘাব্‌ড়াইয়ে মৎ। ইয়ে মীমাংসাকী লিয়ে গিরি মহারাজ, কাঠিয়া বাবালোগ্—সব ইহ্ আরহি হ্যায়।

(এমন সময়ে প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী অমরেশ্বরানন্দ, পুণ্যশ্লোক শ্রীমৎ ভোলানন্দ-গিরি মহারাজ, ব্রজ-বিদেহী শ্রীমৎ রামদাস কাঠিয়া বাবাজী, শ্রীমৎ দয়ালদাস স্বামী প্রমুখ সমগ্র ভারতের বিভিন্ন আশ্রমের মণ্ডলেশ্বর ও গুরুমহারাজগণের স্ব স্ব

শিষ্যবর্গসহ প্রবেশ। ইঁহাদের শিষ্যগণের স্ব স্ব গুরুর জয়ধ্বনিতে স্থানটী মুখরিত হইয়া উঠিল। পরে মোহান্ত মহারাজদিগের ইঙ্গিতে সকলে শান্ত হইলে পরমানন্দ স্বামী বলিলেন—)

পরমা। সজ্জনোঁ! বৈষ্ণব সাধুয়োঁকা প্রামাণিক্ গ্রন্থ্ পদ্ম-পুরণ পাতাল-খণ্ড্মে 'তুলসী, নলিনী, অক্ষ" ধারণকো বিশেষ বিধান লিখা গিয়া। আগর্ বৈষ্ণব লোকোন্নে ইয়ে ধারণা না করে তো, ভ্রষ্ট্ আচার আওর অপরাধী বন্ যায়! ইয়ে শাস্ত্র কি বিধান! আওর—এহি আশ্রমকা মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ-জীনে শাস্ত্র-প্রমাণ ওহি 'তুলসী নলিনী অক্ষ' ধারণ কর্ রহি হ্যায়। আউর কুছ্ নেহি। সম্ঝে?

(বলিয়া সকলের দিকে চাহিলেন)

অমরেশ্বরানন্দ। তারপর কথা উঠেছে এই মহাত্মার পরিধেয় গৈরিক নিয়ে। এ নিয়েও আমরা বিচার করে দেখেছি। গৈরিক বস্ত্র, ভগবান-বস্ত্র। দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ ও ভগবান-বস্ত্র পরিধান বৈষ্ণব অবধুতদের বিশেষ লক্ষণ। পুরাণে এ নির্দ্দেশ আছে। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নকালে আমি নবদ্বীপধামে ছিলাম। সেখানে দেখেছি, বৈষ্ণবেরা শ্রীমন্ গৌরাঙ্গকে ও শ্রীমন্ নিত্যানন্দকে কৃষ্ণ বলরামের অবতার বলে পূজা করেন। সারা বাংলাদেশে গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর পূজা হয়। প্রাচীন বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে পূর্ণ অবতার বলে পুরাণাদি থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন। শ্রীবৃন্দাবনেও এই নিতাইগৌর উপাসকদের বিশেষ প্রভাব দেখে এসেছি।

কাজেই এই আশ্রমের ওই বিগ্রহদ্বয়কে কৃষ্ণ-বলরামরূপে দর্শন ও পূজা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

(ভোলানন্দগিরিকে)। আপনি কি বলেন্ মহারাজ? (কাঠিয়াবাবাকে) আপনি কি বলেন্ বাবাজী?

(উপস্থিত সকলে বিস্মিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন)

কি আর বল্‌বো বলুন্? এঁরা সকলেই ভজনানন্দী সাধু মহাত্মা। এঁরা যদি অজ্ঞান জনসাধারণের মত বিজয়কৃষ্ণজীকে চিন্‌তে ভুল করেন্, আর তাই নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেন্, তা' হ'লে আর কি বলি?

শ্রীমৎ ভোলানন্দ। দেখুন্, পুত্র কন্যা ত্যাগ ও স্ত্রীলোকের সংশ্রব বর্জ্জন সন্ন্যাসীদের বিধি, একথা সত্য। কিন্তু যিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তিনি যে সর্ব্ববিধিনিষেধের উপরে, তা কি আপনারা জানেন্ না? এই মহাপুরুষের পুণ্য সঙ্গ করে আমি জান্‌তে পেরেছি, ইনি সাক্ষাৎ সদাশিব আশুতোষ। মেরা আশুতোষ!

(সকলের উচ্চ জয়ধ্বনি—"জয় আশুতোষ!" "জয় সদ্‌গুরু আশুতোষ, জয় বিজয়কৃষ্ণজী!" প্রথমোক্ত শিষ্যটী সকলের অগোচরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন)

শ্রীমৎ রামদাস কাঠিয়া বাবা। আহা! গোঁসাইজী তো সাক্ষাৎ মহাদেবই হ্যায়, প্রেমকা অবতার! উন্‌কো ললাট্‌মে হামেশা আগ ধক্ ধক্ জলতা হ্যায়। আগ্‌মে যো কুছ্ গির্‌তা হ্যায়, ও তো ভসম্ হো যাতা হ্যায়। য্যায়সা প্রেমিক, ত্যায়সা হি সামর্থী!

বৈষ্ণব লোকোন্‌কা বিচ্‌মে ছাউনি কি হ্যায়, ইস্‌মে তো বৈষ্ণব লোকোন্‌কা মান বাড় গিয়া হ্যায়—বৈষ্ণব লোকোন্‌কা বহুত্‌ ভাগ্‌ হ্যায় !

ইয়ে মহাপুরুষকা সঙ্গ্‌মে হাম্‌লোগ তো ধন্‌ হো গিয়া। আপ্‌লোগ্‌ভি ধন্‌ হো গিয়া।

(সকলের পূর্ব্ববৎ হর্ষধ্বনি ও বিজয়কৃষ্ণের নামে জয়ধ্বনি। এমন সময়ে নেপথ্যে বহু খোল করতাল সংযোগে ক্রমনিকটবর্ত্তী মধুর কীর্ত্তন শ্রুত হইল। মহাবিষ্ণু বাবুর কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ বিজয়কৃষ্ণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া শ্যামকান্ত পণ্ডিত, মহেন্দ্রবাবু, জগবন্ধু, বিধু ঘোষ, যোগজীবন, ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ, শ্রীধর, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি বিজয়কৃষ্ণের বহু শিষ্যবর্গের কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ)

কীর্ত্তন

সাজ ভাই সবে মিলে আজ হরি সঙ্কীর্ত্তনে।
মাতাও মধুর তানে জগজ্জনে মধুমাখা হরিনামে ॥
জীবন সফল কর ভাই হরিনামে, গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে ;
শ্রীগুরু গোবিন্দ সনে, এমন সুযোগ আর পাবিনে ॥

আনন্দে দু'বাহু তুলে, ডাক দীনবন্ধু ব'লে
শুনেছি সে থাকতে নারে, ডাকলে তারে কাতর প্রাণে ॥
কে আছে ভাই পাপী তাপীর (সেই) পতিতপাবন হরি বিনে ॥ *

(বহু মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে কীর্ত্তন উচ্চ হইতে উচ্চ গ্রামে গীত হইতে লাগিল। শিষ্যগণ ভাবোন্মত্ত ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক করযোড়ে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিলেন। সহসা দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া "জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ছাউনির নিকটবর্ত্তী সাধু সন্ন্যাসীগণ ছুটিয়া আসিয়া বিস্মিতনেত্রে করযোড়ে দাঁড়াইয়া সকলকে দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীধর প্রমুখ কয়েকজন শিষ্য বিজয়কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে করিতে ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। বিজয়কৃষ্ণ ভাবাবেশে বামে ও দক্ষিণে হেলিতে হেলিতে বসিয়া পড়িলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হইলেন। কোথা হইতে ক্ষ্যাপাচাঁদ ছুটিয়া আসিয়া বিগ্রহদ্বয়ের বেদী হইতে আরতি-প্রদীপ

* ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

তুলিয়া লইয়া বিজয়কৃষ্ণকে মধুর আরতি করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের সহিত শঙ্খ ও শিঙ্গারব শ্রুত হইল। সমাগত সকলে "জয় সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণকী জয়" বলিয়া মধ্যে মধ্যে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীমৎ ভোলানন্দগিরি মহারাজ, শ্রীমৎ রামদাস কাঠিয়া বাবাজী, শ্রীমৎ অমরেশ্বরানন্দ, শ্রীমৎ দয়ালদাস বাবাজী প্রমুখ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শির্ষস্থানীয় মহাত্মাগণ জোড়করে জ্যোতির্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সমাধিস্থ বিজয়কৃষ্ণকে মুগ্ধনেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দুইগণ্ড বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল)

—যবনিকা পতন—

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক ও
সমালোচকগণ কর্ত্তৃক
উচ্চ প্রশংসিত

বিশ্বনাথ বাবুর লেখা অন্যান্য বই

১। চিন্তাধারা (কাব্যাকারে দার্শনিক প্রবন্ধ) ২৲
২। মূর্ত্তপ্রশ্ন (উপন্যাস) ... ... ২৲
৩। সন্ধান (উপন্যাস) ... ... ২৲
৪। জাগরণ (নাটক) ... .. ১৲
৫। পরমপুরুষে বর্ণবিন্যাস (সমালোচনা) .. ।০
৬। East and West ... ... ২৲
৭। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের বৈশিষ্ট্য (প্রবন্ধ) ১॥০
৮। হিন্দুব শ্রেষ্ঠত্ব (প্রবন্ধ) ... ১৲
৯। সুখতত্ত্বম্ (দার্শনিক প্রবন্ধ) ... ১।০
১০। A Comparative Study of
Hindu Philosophy (Vol. I.) ... ২॥০
১১। দিক্ নির্ণয় (যন্ত্রস্থ)

যে যে গ্রন্থ অনুসরণ করা হয়েছে-

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত

আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ

শ্রীঅদ্বৈত অভিশাপ

আশাবতীর উপাখ্যান

বক্তৃতা ও উপদেশ

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ

অদ্বৈতসিদ্ধি

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

মহাভারত

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রার্থনা

ভক্তমাল

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শুদ্ধিপত্র

৩৩ পৃষ্ঠায় প্রথম পঙ্‌ক্তিতে " 'হাঁ' কে 'না' "র স্থলে 'না' কে 'হাঁ' হইবে।

৪৩এর পৃষ্ঠায় সর্ব্বশেষে "পটক্ষেপণ" হইবে।

বিশ্বনাথবাবুর কয়েকখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে

মাত্র কয়েকটি অভিমত

"চিন্তাধারা" সম্বন্ধে

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, পি, এইচ, ডি. মহাশয় বলেছেন :—

মানুষের সব চিন্তাই জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ভরে থাকে। যে গ্রন্থকার সেই গ্রন্থিগুলিকে উন্মোচন করিতে পারেন, তিনি মানুষের তর্কবুদ্ধির অগোচরে তর্কপ্রতিষ্ঠিত সত্যগুলিকে উপস্থিত করেন। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের এই ক্ষমতা পূর্ণরূপে আছে। বাঙ্গলা ভাষায় দার্শনিক প্রবন্ধ বহুল প্রচার থাকিলেও, এরূপ প্রচেষ্টা এই প্রথম।

এডভান্স বলেছেন ঃ—

In this book of philosophical reflection, neither the theory of Cosmic Evolution, nor the abstruse Vedantic discussion shall blur the vision of the reader....The author is to be congratulated on producing such a work.

ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি-লিট, মহাশয় লিখেছেন :—

এমন রুচিস্মিত ক্ষিপ্রগতি প্রাঞ্জল সাধুভাষা বহুকাল বাঙ্গলায় পড়ি নাই।...বইখানি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ধরণের, ইহাতে যেন একটা নূতন সুর বাজিতেছে...।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন ঃ—

Nature resolutely shuts her doors to man...The author feels that one can not find real happiness except by merging one's own identity in that of Nature. It is a remarkable feature of the book that it is entirely free from philosophical technicalities. We welcome the author etc.

প্রবর্ত্তক বলেন ঃ—

পাশ্চাত্য মনীষী সোপেনহাওয়ার, হেগেল, কাণ্ট প্রভৃতির চিন্তাধারার মধ্যে যে অজ্ঞাত জগতের সন্ধানের প্রেরণা দেখা যায়, আলোচ্য

পুস্তকেও অনুরূপ ভাবধারার অবতারণা আছে।...বাঙলায় এই ধরণের গ্রন্থ এই প্রথম।

"মূর্ত্তপ্রশ্ন" সম্বন্ধে

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন ঃ—

Mr. Bhattacharya is familiar to the Bengali literature—He deals with some very important social problems.........His pen grasps unerringly at the truth underlying many things and he is not afraid to recall his vision etc.

প্রবাসী বলেন ঃ—

......গ্রন্থে চিন্তা করিবার মত অনেক বিষয় আছে।

এড্‌ভান্স বলেন ঃ—

The author has set before his reader a bold problem etc.

দেশ বলেন ঃ—

মূর্ত্তপ্রশ্ন পড়িয়া পাঠককে ভাবিতে হইবে...।

নবশক্তি বলেন ঃ—

গোড়ার যে ভুল নিয়ে আমরা সব কাজে এগিয়ে যাচ্ছি, বিশ্বনাথ বাবু সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

রোচনা বলেন ঃ—

মূর্ত্ত যে সমস্যা বিশ্বনাথ বাবু 'মূর্ত্তপ্রশ্নে' তুলে ধরেছেন, তা নিয়ে বাঙালী জাতির, বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুর যথেষ্ট ভাববার আছে।

"সন্ধান" সম্বন্ধে

স্বদেশ বলেছেন ঃ—

সন্ধানে এমন একটী অভিনব সুর বেজে উঠেছে, যা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে আজও শোনা যায়নি।...

এড্‌ভান্স বলেছেন ঃ—

It is unique in its character, superb in its style and forcible in its expression etc.

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী

যোগিরাজ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ—

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ ২.২৫

Jogiraj Kuladananda (বর্দ্ধিত ইংরেজী সংস্করণ) ৩.৫০

সদ্‌গুরু অবতার শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর নিত্যসঙ্গী, অন্তরঙ্গ শিষ্য, নীলকণ্ঠ, ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী সর্ব্বজনপূজ্য পুণ্যশ্লোক সিদ্ধ মহাত্মা। গ্রন্থকার গঙ্গানন্দজী তাঁহার প্রিয় সুযোগ্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শিষ্য। তিনি তাঁহার ও অন্যান্য ভ্রাতাভগ্নীর শ্রীগুরু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ অনেকগুলি ঘটনা আলোচ্য পুস্তকখানিতে সঙ্কলন করিয়াছেন। এই স্তরের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনে অসাধারণত্ব কিছু থাকিবেই; কিন্তু এই সব অসাধারণত্বেরও একটা রীতি আছে। প্রত্যুত এগুলি সাধারণ যোগবিভূতির মত নয়। এগুলি অপরকে বিস্মিত বা অভিভূত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত হয় না। ফলতঃ যোগাঙ্গ সাধকদের জীবনেই কর্ম্ম হিসাবে বিভূতির বিস্তার সম্ভব হইতে পারে। যাঁহারা যোগারূঢ় বা যোগসিদ্ধ তাঁহাদের পক্ষে সেগুলি কর্ম্ম নয়—শম অর্থাৎ শ্রীভগবানে নিষ্ঠাই সেইগুলির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, ভগবৎ শক্তিই প্রদীপ্ত হয়। অহঙ্কারের ঊর্দ্ধে আত্মার সেখানে ক্রিয়া। প্রেম, মৈত্রী এবং কৃপাই তাঁহাদের অন্তরের উৎস হইতে এইরূপে পরিস্ফূর্ত্ত হইয়া পরিবেশকে পবিত্র করে এবং চিন্ময়-রসে

সকলের চিত্ত উজ্জ্বল করিয়া সনাতন ও সার্ব্বভৌম সত্যের সন্ধান দেয়। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবন এবং আচরণই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের টীকা ও ভাষ্য।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অধ্যাত্ম-রসপিপাসু নরনারীমাত্রেই উপকৃত হইবেন, ভরসা পাইবেন এবং আনন্দ লাভ করিবেন।

Saint Bijoykrishna—Brahmachari Gangananda 1/-

A unique contribution to the cause of social, political and spiritual culture. A short life sketch of Goswamijee was a desideratum for the non-Bengali Indian and the English speaking world. The value of the work has been greatly enhanced by the addition of a short life-sketch of his prominent disciple Brahmachari Kuladanandaji as well as by the preface and foreword written by competent leaders of Sri Sri Sadguru Sadhan Sangha, a centre of moral, intellectual and religious culture.

পারের কড়ি

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজীর পত্রাবলী সংগ্রহ ৩'৫০

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপথে চলিয়া যাঁহারা জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, গঙ্গানন্দজী তাঁহাদের অন্যতম; শুধু তাহাই নয়, গোসাঁইজী যে জ্ঞানের আলো জ্বালাইয়াছিলেন,

সেই আলোকবর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়া তিনি বহু ধর্ম্মপিপাসুর জীবন-পথ আলোকিত করিয়াছেন। তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ বর্ত্তমান গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিটী পত্রে তাঁহার হৃদয়বত্তা, নিরহঙ্কার অন্তরের আনন্দ-স্পন্দন, সমবেদনা মধুর সারগর্ভ উপদেশাবলী স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়াছে। সাংসারিক ও অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কে বহু মূল্যবান উপদেশ এই পত্রসঙ্কলনে গ্রথিত হইয়াছে এবং গল্পচ্ছলে অতি কঠিন তথ্যও পত্রগুলিতে সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লিখনভঙ্গীর চমৎকারিত্বে পত্রগুলি সাহিত্য-প্রসাদ-মণ্ডিত হইয়া ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

উতরাই—(পারের কড়ির হিন্দী সংস্করণ) মূল্য ৪৲

সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী মাসিক পত্রিকা "কল্যাণ"এর সম্পাদক শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দারজীর সপ্রশংস ভূমিকাসহ—ভারতের বহু সাধু মহাত্মা ও মনীষীগণ কর্ত্তৃক এবং বিখ্যাত পত্রিকা সমূহে উচ্চ প্রশংসিত।

জটিয়াবাবা—মারাঠি ভাষায় গোস্বামী প্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী—মূল্য ১৷৹

সন্ত তুকড়োজী মহারাজের ভূমিকা সম্বলিত। পুণা, বম্বে, নাগপুর, হায়দরাবাদ, অমরাবতী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানের সকল প্রসিদ্ধ পত্রিকার সাহিত্যিকগণ দ্বারা প্রশংসিত।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু মহিমা— ১ম খণ্ড ॥৹, ২য় খণ্ড ॥৹

'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ' গোস্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে। আলোচ্য পুস্তক দুইটী উক্ত গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া নিত্য পাঠ্যরূপে লিখিত।

যুগ প্রয়োজনে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ২৫ ন. প.

ভারতভূমি বিশেষতঃ গৌড়মণ্ডলের অধ্যাত্ম-সাধনার পটভূমিকায় গ্রন্থকার গোস্বামীজীর জীবনলীলায় এক রেখাচিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রভুর জীবনে যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব্ব সমাহার দেখা যায়। এই সার্থক মহাজীবনের সত্তায় প্রেমভক্তির যে স্রোতধারা তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল, বিশেষ করিয়া তা যে এদেশের সমাজ-জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছে, ইহাই লেখকের বক্তব্যের নির্য্যাস। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় বিশিষ্ট সাধক ও সুসাহিত্যিক। রসমধুর বর্ণনা ও ভাবের ব্যঞ্জনায় এই পুস্তকখানি তাই অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত ক্ষুদ্রকায় হইলেও গ্রন্থখানি প্রভু বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কিত সাহিত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকারের দাবী রাখে।